খ্রীষ্ট-পুরাণ

(যোহন)

শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার কর্ত্তৃক

পদ্যে অনূদিত

ও

প্রকাশিত।

কলিকাতা

২১০/৫ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, নব্যভারত প্রেসে,

শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৫

 মূল্য ।০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সরকার প্রণীত, নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট ৬৪ ও ৬৫ নং ভবনে পুস্তক-বিক্রেতাদিগের নিকট পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন গ্রন্থকারের নিজবাটী বরিশাল জিলার অন্তর্গত ইলুহার পোষ্টাফিসের অধীন ইলুহার গ্রামেও পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত ঠিকানা হইতে গ্রন্থকারের নিকটে লইলে ডাক-মাশুল লাগে না; অধিক সংখ্যক পুস্তক হইলে শতকরা ২০৲ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া যায়। পাঁচ টাকার অধিক মূল্যের উপরেই কমিশন দেওয়ার রীতি।

খ্রীষ্ট-পুরাণ (মথি) ... ... ।৶০

খ্রীষ্ট-পুরাণ (যোহন) ... ... ।৹

খ্রীষ্ট-পুরাণ (মার্ক যন্ত্রস্থ) ৶০

খ্রীষ্ট পুরাণ (লূক) লিখিত হইতেছে।

বিজ্ঞাপন।

যোহন প্রকাশিত হইল। যে ভাবে মথির অনুবাদ হইয়াছে, যোহনের অনুবাদও সেই ভাবেই সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই সকল পবিত্র গ্রন্থের অনুবাদ কার্য্যে মূলের নিকটবর্ত্তী থাকাই কর্ত্তব্য; তদ্বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। কতদূর সফলকাম হইয়াছি বলিতে পারি না।

এই গ্রন্থের অনুবাদ কালে রেভারেণ্ড উইলিয়ম ম্যাকলথ সাহেবের সটীক গদ্যানুবাদ হইতে যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। যাঁহারা যোহনের ভিতর প্রবেশ করিতে চাহেন, তাঁহারা যেন একবার এই গদ্যানুবাদ পাঠ করেন। উক্ত সাহেবের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

পোঃ ইলুহার;
বরিশাল।
তাং ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯০৮

শ্রীমধুসূদন সরকার।
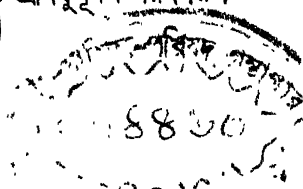
খ্রীষ্ট-পুরাণ।

(যোহন)

প্রথম অধ্যায়।

খ্রীষ্ট ঈশ্বরের বাক্য; তাঁহার মহত্ত্ব ও অবতার।*

প্রথমে ছিলেন বাক্ ঈশ্বরে সহযোগিনী,
বাগীশ্বর অভিন্ন জানহ সর্ব্বজন।
বাগীশ্বরী জগতের জাম সত্তা আত্মতনী,
ঈশ্বরের সহ স্থিতি সৃষ্টির কারণ॥

---

* "যে অনাদি অনন্ত ঈশ্বরীয় লগস্ (বাক্য) সকল জীবের জীবনের আকর, তিনিই যে নরাবতার হইয়াছিলেন, আর তিনি পৃথিবীতে থাকিতে, কিরূপে কয়েকজন অবজ্ঞা সহকারে তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছিল, কিরূপেই বা কয়েকজন সমাদরে তাঁহাকে স্বীকার করিয়াছিল, এই যে সবিস্তার বৃত্তান্ত যোহনের এই গ্রন্থে

সকল সে বাক্ হ'তে উৎপন্ন বিশ্ব জগতে,
যাহা দেখ জাত, তাহা তিনি ভিন্ন নয়।
জীবন তাঁহাতে ন্যস্ত আর সে জীবন হ'তে
হয়েছিল মানবের জ্যোতির উদয়॥
সে জ্যোতি আঁধার মাঝে ভাসিত করিল দীপ্তি
করিল না তমঃ কিন্তু তাহারে গ্রহণ।
ঈশ্বর প্রেরিত হয়ে আসিলেন একব্যক্তি,
নাম তাঁর শুন ব্যাপ্তীকারক যোহন॥
আসিলেন সাক্ষী হয়ে দিতে সাক্ষ্য সে বিষয়ে
যেন লোকে তাঁর বাক্যে করয়ে প্রত্যয়।
তিনি কিন্তু জ্যোতিঃ নহে, আগত প্রেরিত হয়ে
সাক্ষ্য প্রদানিতে সেই জ্যোতির বিষয়॥
ছিলেন সত্যেক জ্যোতিঃ, করিবারে উদ্ভাসিত
জগতে আগত যত মানব সকলে।
ছিলেন জগতে তিনি, জগত তাঁর সৃজিত,
চিনিল না সে জগৎ সে জ্যোতির্ম্মণ্ডলে॥

দেওয়া হইবে, ভূমিকাটিতে তিনি যেন তাহার চুম্বক করিয়া দিয়াছেন।" (রেভাঃ উইলিয়ম ম্যাকলথ)। এই অধ্যায়ের প্রথম হইতে অষ্টাদশ পদ পর্য্যন্ত ভূমিকা বলিয়া বিবেচিত হয়।

আসিলা আপনা মধ্যে কিন্তু সে আপন লোকে
গ্রহণ করিতে তাঁকে হইল কুণ্ঠিত।
করিল গ্রহণ যারা, করিল বিশ্বাস তাঁকে,
ঈশ্বর সন্তান বলি হইল ঘোষিত॥
নহে তারা রক্ত-জাত, মাংসের ইচ্ছা-সঞ্জাত—
মানবের ইচ্ছা-জাত তারা কিন্তু নয়।
ঈশ্বর হইতে জাত এজন্য হইল খ্যাত
তাঁহাতে বিশ্বাস করি ঈশ্বর-তনয়॥
হইলা সে বাক্ মাংস, রহিলা মোদের মাঝে,
দেখিনু মহিমা তাঁর, মহিমা অপার।
পিতা হ'তে এক জাত তাঁর সে মহিমা রাজে,
ক্ষমা ও সত্যেতে পূর্ণ সে মহিমা তাঁর॥
যোহন হইয়া সাক্ষী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,
ইনি সেই বলিয়াছিলাম কথা যাঁর।
আসিবেন মম পরে, তিনি অগ্রে আসিলেন,
কেননা ছিলেন তিনি পূর্ব্বেতে আমার॥
পূর্ণতা হইতে তাঁর পেয়েছি সবে আমরা,
অনুগ্রহ উপরেতে অনুগ্রহ আর।
কারণ ব্যবস্থা দত্ত হইল মূশার দ্বারা,
যীশুখ্রীষ্ট প্রেম আর সত্যের আধার॥

দেখে নাই কোন ব্যক্তি কখন পরমেশ্বরে,
একজাত পুত্র থাকি ক্রোড়েতে পিতার।
প্রকাশ করিলা তাঁরে— সে ঈশ্বরে পরাৎপরে—
জানিল তাঁহারে তাই জগৎ সংসার॥ ১৮

যোহনের সাক্ষ্য এই তাঁহার নিকটে যেই
পাঠাইল যিহূদীরা যাজকদিগকে।
লেবীয়দিগকে আর জানিতে মত তাঁহার,—
কে বটে আপনি, করি জিজ্ঞাসা তাঁহাকে॥

করিলা যো'ন স্বীকার, করিলা না অস্বীকার
করিলা স্বীকার ফলে খ্রীষ্ট আমি নই।
সুধাইলে পুনঃ তাঁয় এলিয় কি মহাশয়!
উত্তর করিলা আমি এলিয় না হই॥

আপনি সে প্রবাচক? যোহন নাড়ি মস্তক
অস্বীকার করিলেন; কে তবে আপনি।
পাঠাইল আমাদিগে যারা, মোরা তাহাদিগে
কি বলিব, বলুন আপনি তাহা শুনি॥

বলিলেন প্রত্যুত্তরে প্রচার করে প্রান্তরে,—
সরল প্রভুর পথ কর, বলি ইহা।
আমি হে তাঁহার স্বর, যথা প্রবাচকবর
যিশাইয় বলিলা, আমিও বলি তাঁহা॥

প্রেরিত হইল যারা ফরিশী হইতে, তারা
হেন মতে সুধাইল তখন যোহনে।
নাহি হন খ্রীষ্ট যদি, এলিয়, সে ভাববাদী
আপনি, কিজন্য রত লোকাবগাহনে॥
উত্তর দিয়া যোহন বলিলা জলে সিঞ্চন
করি আমি বটে, কিন্তু তোমাদের মাঝে।
আছেন জনৈক হেন, তোমরা তাঁকে না চেন,
তাঁহার মহিমা সর্ব্ব অতিক্রমি রাজে॥
আসিবেন পরে মম, কে আছে তাঁহার সম?
সে মহাপুরুষ—যাঁর বাঁধ পাদুকার।
যোগ্য নহি খুলিবারে, তোমরা চিনিলে তাঁরে,
আপত্তি না করিতে গো কার্য্যেতে আমার॥
যর্দ্দনের পরপারে যথা অবস্থিতি ক'রে,
যোহন করিতেছিলা জলাভিসিঞ্চিত।
সেই বেথানিয়া স্থানে (১) নৌকা-গৃহ যার মা'নে
এ সকল ঘটনা হইল সংঘটিত॥ ২৮
পরদিনে আপনার নিকটে আসিতে দেখে
যীশুকে, সকল লোকে বলিলা যোহন।

---

(১) Bethany.

দেখ দেখ দেখ সবে ঈশ্বর-মেষ-শাবকে,
জগতের পাপ যিনি করেন হরণ ॥
অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করি তাহাদিকে বলিলেন
ইনি সেই বলিয়াছিলাম কথা যাঁর।
আসিবেন মম-পরে, তিনি অগ্রে আসিলেন,
কেননা ছিলেন তিনি পূর্ব্বেতে আমার ॥
নাহি জানিতাম তাঁকে, ঈশ্রেল নিকটে যেন
প্রকাশিত হন তিনি এই অভিপ্রায়ে।
করিতেছিলাম আমি, যোহন বলিলা হেন,
সলিলে অভিসিঞ্চিত লোক সমুদায়ে ॥
বলিলেন আর তিনি দেখেছি দিব্য আত্মার
কপোত স্বরূপে অবতরণ স্বর্গতঃ।
রহিলেন তদবধি সে আত্মা উপরে তাঁর,
বলিলা যোহন সাক্ষ্য প্রদান করত ॥
তাঁরে নাহি জানিতাম কিন্তু হায় যে আমারে
করিতে জলাভিসিক্ত করিলা প্রেরণ।
বলিয়া দিলেন তিনি, আসিতে নামি আত্মারে
দেখিবে যাঁহার' পরে, তিনি সেই জন ॥
পবিত্র আত্মায় যিনি করিবেন ব্যাপ্তীকৃত
তাহাতেই হবে এই ধরা সুপবিত্র।

দেখিয়াছি আমি আর হয়েছিনু চমৎকৃত
সাক্ষাৎ ইনিই সেই ঈশ্বরের পুত্র ॥ ৩৪
পরদিন পুনর্ব্বার ছিলা যো'ন হয়ে দাঁড়
দাঁড়াইয়াছিল তাঁর শিষ্য দুইজন।
যীশু বেড়াইতেছিলা তা দেখে যো'ন বলিলা
করহ ঈশ্বর-মেষ-শাবকে দর্শন ॥
তাহাতে সে শিষ্যদ্বয় যীশু অনুগামী হয়,
সুধাইলা যীশু দেখি পশ্চাতে আসিতে।
কি চাও বল আমায় তাহারা বলিল তাঁয়,
কোথায় আপনি রব্বি! থাকেন জানিতে ॥
বলিলা দেখ আসিয়া তাহাতে তাহারা গিয়া
দেখিল বসতি তিনি করেন কোথায়।
সেই দিন হ'ল আর অবস্থিতি সঙ্গে তাঁর,—
ঘটিল এ সব তথা বেলা দশটায় ॥
যো'ন বাক্য অনুসার যে দুজন পাছে তাঁর
এসেছিল তার মধ্যে শিমোনের ভ্রাতা।
আন্দ্রিয় জনৈক ছিল, ভ্রাতাকে দেখে বলিল,
পাইয়াছি মশীহকে যিনি খ্রীষ্ট ত্রাতা ॥
তাহাকে নিকটে পরে আনিলে সে, দৃষ্টিকরে
বলিলেন যীশু, তুমি যোহন-তনয়।

শিমোন, এখন হ'তে পিতর বলি জগতে
ঘোষিবে তোমাকে যত লোক সমুদয়॥ ৪২
তৎপর দিবসে তিনি গালীলে যাইতে মন
করিলেন দেখা হ'ল ফিলিপের সাথে।
যীশু তাকে বলিলেন কর তুমি আগমন
হে ফিলিপ! দ্রুতপদে আমার পশ্চাতে॥
করিত পিতরান্দ্রিয় বসবাস যে নগরে
বেথ্‌সাইদার ফিলিপ্‌ সে নগরে ছিলেন।
নথনেলে (১) নেহারিয়া বলিলা সে শিষ্যবরে
মুশা ব্যবস্থায় যাহা লিখিয়া গেলেন॥
লিখেছেন যাহা আর অন্য প্রবাচকগণ,
পেয়েছি আমরা সেই যোষেফ-কুমারে।
নছরতী বলি যাঁরে জানে এই জগজ্জন,
পেয়েছি আমরা তাঁরে পাইয়াছি তাঁরে॥
নথনেল সুধাইল হ'তে কি পারে এমন,
নসরৎ হ'তে কোন মঙ্গল-উদয়।

---

(১) Nathanael. মথি, মার্ক ও লুকে এই ব্যক্তিকেই বরথলময় (টলেমির পুত্র) বলা হইয়াছে। উক্ত তিন গস্পেলে নথনেল নাই, বরথলময় আছে। আর এই যোহনে বরথলময় নাই, নথনেল আছে। কেহ কেহ বরথলময় পৈতৃক এবং নথনেল ব্যক্তিগত নাম মনে করেন। নথনেল শব্দের অর্থ ঈশ্বরের দান।

ফিলিপ বলিল তারে আসিয়া কর দর্শন,
তথা হ'তে হইয়াছে কিবা শিবোদয়॥
নিকটে আসিয়া দেখি নথনেলে, ত্রাণকর
বলিলেন দেখ এই ঈশ্রালীয় বটে।
নাহিক ছলনা হৃদে সারল্য-পূর্ণ-অন্তর
কাজেতেও কত তার সারল্য প্রকটে॥
সুধাইল নথনেল কেমনে প্রভু আমাকে
জানিলেন, উত্তরিলা যীশু মহাভাগ।
ডুমুর গাছের তলে দেখিয়াছিনু তোমাকে
ফিলিপ তোমাকে তদা ডাকিবার আগ॥
নথনেল উত্তরিল ঈশ্বরপুত্র ভবান্
ঈশ্রায়েল-রাজা হেন মনেতে উদিল।
উত্তরে বলিলা যীশু তোমার হেন ইমান্
দেখেছি ডুমুরতলে শুনে কি হইল॥
ইহা হ'তে মহত্তর করিবেক সন্দর্শন
ভবিষ্যতে আর কত আশ্চর্য্য বিষয়।
বলিতেছি সত্য সত্য শুন কথা দিয়া মন
বিমুক্ত দেখিবে স্বর্গ তোমরা নিশ্চয়॥
দেখিবে তথা হইতে নেমে এসে এ মরতে
মানবকুমার' পরে উঠিতে নামিতে।

স্বরগের দূতগণে, বিস্ময় হবে মনেতে,
দেখিবে এমন কত আশ্চর্য্য ঝটিতে ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যীশুর প্রকাশ্য কর্ম্মের আয়োজন।

তৃতীয় দিবসে পরে গালীল-কান্নায়।
বিবাহ উৎসব এক আছিল তথায় ॥
ছিলেন যীশুর মাতা; যীশু শিষ্যগণ।
সে বিবাহে পাইয়াছিলেন নিমন্ত্রণ ॥
যীশুকে তাঁহার মাতা বলিলা বিশেষ।
দ্রাক্ষারস ইহাদের হইয়াছে শেষ ॥
হে নারি! (১) বলিলা যীশু মাতাকে তাঁহার।
কি সম্পর্ক আছে মম সঙ্গে আপনার ॥
আ'সে নাই এবেও সে আমার সময়।
অতেব এরূপ এবে বলা ন্যায্য নয় ॥

---

(১) মূলে "woman" আছে। ম্যাকলথ সাহেব "আর্য্যে" অনুবাদ করিয়াছেন।

ভৃত্যগণে বলিলেন জননী তখন।
যেমন বলেন ইনি করহ তেমন॥
য়িহূদী রীত্যনুসারে ছিল সেই স্থানে।
পবিত্রতা সম্পাদন-করণ কারণে॥
দুই তিন মণ ধরে হেন জালা ছয়।
প্রস্তর নির্ম্মিত যাহা সেই দেশে হয়॥
বলিলেন পূর্ণ কর জালা কটি জলে।
আকর্ণ পুরিল জালা ভৃত্যেরা সকলে॥
বাহির করহ জল বলিলেন তিনি।
দাও গিয়া তাঁকে ইহা ভোজাধ্যক্ষ যিনি॥
যেমন আদেশ তারা তেমন করিল।
ভোজাধ্যক্ষ পেয়ে তাহা নিজে আস্বাদিল॥
তখন সে জল দ্রাক্ষারসে পরিণত।
কেন হ'ল তিনি তাহা নহে অবগত॥
জানিত ভৃত্যেরা মাত্র পূর্ব্বের ঘটনা।
অন্য কেহ এ বিষয় কিছু জানিত না॥
ভোজাধ্যক্ষ্য বরকে ডাকিয়া তদা বলে।
ভাল দ্রাক্ষারস দেয় প্রথমে সকলে॥
লোকে খুব পান যদি করিল তখন।
মন্দ দ্রাক্ষারস লোকে করে আনয়ন॥

তুমি দেখি রাখিয়াছ ভাল দ্রাক্ষারস।
এখন পর্য্যন্ত, ইথে হবে তব যশঃ॥
গালীল কান্নায় যীশু প্রথমে এরূপে।
অভিজ্ঞান প্রকাশিলা মশীহ স্বরূপে॥
প্রকাশিলা তাহাতে গৌরব আপনার।
করিল বিশ্বাস তাই শিষ্যগণ তাঁর॥ ১১

কফরণাহূমে পরে করিলা গমন।
তিনি, তাঁর মাতা, ভ্রাতৃগণ, শিষ্যগণ॥
অনেক দিবস তথা থাকিলা না তাঁরা।
নিস্তার পর্ব্বের এবে পড়ে গেল সারা॥
যিরূশালেমেতে যীশু উঠিলেন গিয়া।
দেখিলা পোদ্দার সবে মন্দিরে বসিয়া॥
গো, মেষ, কপোত তথা হতেছে বিক্রয়
দেখিয়া তাঁহার হ'ল বিতৃষ্ণা উদয়॥
তাহাতে দড়ির কশা করিয়া প্রস্তুত।
করিলা মন্দির হ'তে সবে দূরীভূত॥
ফেলিলা গো মেষ সবে বাহির করিয়া।
পোদ্দারের মুদ্রা সব দিলা ছড়াইয়া॥
উল্টাইয়া ফেলিলা তাদের মেজ গুলি।
কপোত বিক্রেতাগণে বলিলা এ বুলি॥

এ গুলিকে লয়ে যাও এখান হইতে।
বাণিজ্য না কর মম পিতার গৃহেতে॥
শিষ্যদের মনেতে পড়িল, লেখা যায়।
তব গৃহ-উদ্যোগেতে খাইবে আমায়॥
অতেব য়িহূদীগণ কহিল তাঁহারে।
কি তোমার চিহ্ন আছে হেন করিবারে॥
উত্তরে বলিলা যীশু ভাঙ্গ এ মন্দির।
উঠাইব না যাইতে তৃতীয় মিহির॥
বলিল য়িহূদীগণ ছচলিশ বর্ষে।
নির্ম্মিত,—গড়িবে তাহা তিনটী দিবসে॥
তিনি কিন্তু আপনার শরীর মন্দির।
করিয়াছিলেন লক্ষ্য এই বাক্যে স্থির॥
অতএব মৃতগণ মধ্য হ'তে যদা।
উঠিলেন, শিষ্যগণ ভাবিলেন তদা॥
দেহের পতনোত্থান ছিল লক্ষ্য তাঁর।
বিশ্বাস হইল শাস্ত্রে তাঁর বাক্যে আর॥ ২২
নিস্তারপর্ব্বের কালে যিরূশালেমেতে।
অভিজ্ঞান কার্য্য যাহা কৃত উৎসবেতে॥
হইল, দেখিয়া তাহা অনেকে তখন।
করিল তাঁহার নামে বিশ্বাস স্থাপন॥

কিন্তু যীশু তাহাদের হাতে সমর্পণ।
করিলা না আপনাকে তাহার কারণ॥
সকল মানুষে তিনি চিনিতেন ভাল।
তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য কিবা প্রয়োজন ছিল॥
কি আছে মানুষ-মনে জানিতেন তিনি।
অজ্ঞাত কি আছে তাঁর অন্তর্য্যামী যিনি॥

তৃতীয় অধ্যায়।

নীকদীমের সহ কথোপকথন ও যোহনের সাক্ষ্য।

নীকদীমঃ নামে ছিলা জনেক ফরিশী।
য়িহূদী-অধ্যক্ষ, রাত্রিকালে তথা আসি॥
সুধাইলা তাঁহাকে হে রব্বি! আমি জানি।
গুরু হয়ে ঈশ হ'তে আগত আপনি॥
কেন না যে অভিজ্ঞান কৃত ভবৎ হ'তে।
সঙ্গে ঈশ না থাকিলে কে পারে করিতে॥
উত্তরে বলিলা যীশু সত্য সত্য আমি।
বলিতেছি যাহা মন দিয়া শুন তুমি॥

নবজন্ম না পাইলে ঈশ্বর-দর্শন।
কাহার ভাগ্যেতে হায় ঘটে না কখন॥
নীকদীমঃ বলিলা কেমনে হয় তাহা।
বৃদ্ধ হ'লে মানুষ জন্মে কি পুনঃ আহা॥
আপন মাতার গর্ব্ভে পুনঃ প্রবেশিয়া।
পারে কি সে আসিবারে বাহির হইয়া॥
উত্তরে বলিলা যীশু আমি সত্য সত্য।
বলিতেছি, যগুপি না হয় কেহ জাত॥
সলিল ও আত্মা হ'তে, রাজ্যে ঈশ্বরের।
অধিকার না হইবে তার প্রবেশের॥
মাংস হ'তে যাহা জাত জান মাংস তাহা।
আত্মা তাহা, আত্মা হ'তে জাত হয় যাহা॥
বলিলাম তোমাদের পুনর্জ্জন্ম চাই।
ইহাতে আশ্চর্য্য কিছু ভাবিবার নাই॥
দেখ বায়ু যথা ইচ্ছা বহে সেই দিক্।
কোথা হ'তে আসে যায় জান না ত ঠিক॥
আত্মা হ'তে জাত যারা তাহারা প্রত্যেকে।
অবিকল সেইরূপ জান ভব লোকে॥
নীকদীমঃ উত্তরিলা কেমনে তা হয়।
উত্তরে বলিলা যীশু না কর সংশয়॥

ঈশ্রায়েল উপদেষ্টা তুমি একজন।
এসব বুঝনা তুমি একথা কেমন॥
সত্য সত্য যাহা জানি বলিতেছি তাই।
দেখেছি আমরা যাহা তার সাক্ষ্য দেই॥
কিন্তু হায় আমরা যে সাক্ষ্যতা প্রদান।
করিতেছি শুননা তোমরা সন্দিহান॥
আমি তোমদিগে কত পার্থিব বিষয়।
বলিলাম, করিলে না তাহাতে প্রত্যয়॥
স্বর্গের বিষয় যদি বলি এই ক্ষণে।
বিশ্বাস তোমরা তাহা করিবে কেমনে॥
করে নাই আরোহণ স্বর্গে কেহ আর।
ব্যতীত সে স্বর্গাগত মানব-কুমার॥
যেমন প্রান্তরে মূশা সর্পকে উর্দ্ধেতে।
উঠাইলা সেইরূপ উন্নীত হইতে॥
হইবে তাঁহাকে, যেন বিশ্বাসী যে জন।
পায় সে মানবপুত্রে অনন্ত জীবন॥ ১৫
ঈশ্বর জগতকে ভালবাসিলা এমন।
দিলা তাকে একজাত পুত্রকে আপন॥
যেন কেহ বিশ্বাস যদ্যপি করে তাঁয়।
বিনষ্ট না হয়, চিরজীবন সে পায়॥

কেননা পুত্রকে তিনি করিতে বিচার।
প্রেরণ না করিলেন সংসার মাঝার॥
কিন্তু যেন আশ্রয় করিয়া সুতে তাঁর।
জগত লভিতে পারে ত্রাণ আপনার॥
বিশ্বাসে যে তাঁরে, তার বিচার না হয়।
হয়েছে বিচার তার, বিশ্বাসী যে নয়॥
বিচার হয়েছে এই একজাত সুতে।
নারিল সে হতভাগ্য বিশ্বাস করিতে॥
আর সে বিচার এই, জগতে যে আলো।
মানুষে সে আলো'পেক্ষা তমঃ বাসে ভাল॥
কেননা তাদের কার্য্য মন্দ অতিশয়।
আলো তাহাদের কাছে ভাল বোধ নয়॥
কদাচার করে যে সে আলো ঘৃণা করে।
আলোতে না আসে পাছে মন্দ ধরা পড়ে॥
কিন্তু যে সত্যের নিত্য করে অনুষ্ঠান।
আলোর সম্মুখে সেত করে অভিযান॥
যেন তার কৃতকার্য্য ঈশ্বরেতে যাহা।
সপ্রকাশ হ'তে পারে ভবধামে তাহা॥২১
য়িহুদিয়া দেশে আসিলেন অতঃপর।
শিষ্যগণে সঙ্গে লয়ে যীশু ত্রাণকর॥

তাহাদের সঙ্গে তিনি থাকিয়া তথায়।
করিতেছিলেন স্নাত লোক সমুদায়॥
শালীমের (১) কাছে আর ঐনোনে (২) যোহন।
পাইয়া বিস্তর জল, তাহাতে সিঞ্চন॥
করিতেছিলেন তথা, আর লোক যত।
নিকটে আসিয়া তার অভিস্নাত হ'ত॥
হয় নাই তখনো কারাতে বাস তাঁর।
করিতেছিলেন তিনি তখনো প্রচার॥
জনৈক য়িহুদী সাথে এহেন সময়ে।
তর্ক উপস্থিত শুচী-করণ বিষয়ে॥
যোহনের শিষ্যগণ তর্ক আরম্ভিল।
তাইত আসিয়া তারা যোহনে বলিল॥
হে রব্বি! ভবৎ সহ যর্দ্দনের পারে।
ছিলা যিনি, সাক্ষ্য দিলা ভবান্ যাঁহারে॥
তিনিও জলের দ্বারা করেন সিঞ্চন।
তাঁহার নিকটে লোক করিছে গমন॥
যোহন বলিলা শুন মানুষ না পায়।
ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন কিছু এ ধরায়॥

(১) Salim.

(২) Arnon.

তোমরাই সাক্ষী মম বলিছি যে আমি।
খ্রীষ্ট আমি নই, মাত্র তাঁর অগ্রগামী॥
পাইয়াছে কন্যা যেই বর সেই হয়।
বরবন্ধু কাছে তার যে দাঁড়ায়ে রয়॥
শুনিয়া বরের গলা খুশী বড় মনে।
আমার হইল হর্ষ পূর্ণ সে কারণে॥
তিনিই পাবেন বৃদ্ধি, আমি হব হ্রাস।
ইহাতে আমার মনে বড়ই উল্লাস॥ ৩০
উপর হইতে যিনি আগত হেথায়।
সর্ব্বোপরি স্থান তাঁর সন্দেহ কি তায়॥
পৃথিবী হইতে হয় উৎপন্ন যে জন।
পার্থিব সে, কহে মাত্র পার্থিব বচন॥
উপর হইতে যিনি আগত হেথায়।
সর্ব্বোপরি স্থান তাঁর সন্দেহ কি তায়॥
যাহা তিনি দেখেছেন কিম্বা শুনেছেন।
তাহার সাক্ষ্যতা তিনি প্রদান করেন॥
লোকে তাহা গ্রহণ করিতে নাহি চায়।
যে গ্রহণ করে দেয় মুদ্রাঙ্ক ইহায়॥
ঈশ্বর যে সত্য তাহা করে সে চিহ্নিত।
পবিত্র তাহার আত্মা উপমা-রহিত।

কেননা ঈশ্বর যাঁকে করিলা প্রেরণ।
নিয়ত কহেন তিনি ঐশিক বচন ॥
কারণ ঈশ্বর তাঁকে যে আত্মা প্রদান।
করিলেন তার নাহি হয় পরিমাণ ॥
পুত্র বড় প্রিয়পাত্র জগৎ পিতার।
করিলা অর্পণ তাই সব হস্তে তাঁর ॥
যে করেছে সেই পুত্রে বিশ্বাস স্থাপন।
পাইয়াছে জান সেই অনন্ত জীবন ॥
কিন্তু যেই নাহি মানে ঈশ্বর নন্দনে।
দেখিতে না পাবে সেত কখন জীবনে ॥
ঈশ্বরের ক্রোধ তার পড়িবে মস্তকে।
অতেব বিশ্বাস কর ঈশ্বর-পুত্রকে ॥ ৩৬

চতুর্থ অধ্যায়।

শমরীয়া নারীর সহ কথোপকথন।

অতএব জানিলেন যখন মশীহ।
শুনিয়াছে সব কথা ফরিশী সমূহ ॥

শুনিয়াছে করেছেন তিনি অভিস্নাত।
যোহন অপেক্ষা শিষ্য বহুল সংখ্যাত॥
তাঁহার অপেক্ষা তিনি অধিক সফল।
(যদিও করিত স্নাত শিষ্যেরা কেবল)॥
য়িহুদিয়া ত্যজি তদা গালীলে আবার।
প্রস্থান করিলা প্রভু ভবকর্ণধার॥
যেতে হবে শমরিয়া (১) ভিতরে পশিয়া
শুখর (২) নগরে তাই পৌছিলেন গিয়া
স্বীয় পুত্র যোষেফকে যাকোব যেখানে।
দিলা ভূমিখণ্ড, ছিল শুখর সেখানে॥
যাকোবের কূপ ছিল সেখানেতে আর।
বসিলেন শ্রান্ত যীশু পার্শ্বেতে তাহার॥
বেলা অনুমান তদা হবে ষট্ ঘটিকা।
আসিল তুলিতে জল তথায় জনৈকা॥
শমরীয়া নারী, তাঁকে করিয়া দর্শন।
চাহিলেন যীশু জল কর বিতরণ॥
তৃষ্ণার্ত্ত হয়েছি জল দাও করি পান।
শিষ্যেরা না ছিল কেহ তদা বিদ্যমান॥

---

(১) Samaria.

(২) Sychar.

নগর ভিতরে খাদ্য করিবারে ক্রয়।
গিয়াছিল তথা হ'তে তারা সমুদয়॥
যীশুর বচন নারী শ্রবণ করিয়া॥
বলিল য়িহূদী তুমি আমি শমরীয়া॥
এ কেমন মম জল করিবেক পান।
তোমাদের সঙ্গে নাই এহেন বিধান॥
শমরীয়ে য়িহূদীয়ে ছিলনা ব্যভার।
তাইত করিল নারী উক্তি এ প্রকার॥
বলিলেন যীশু, যদি ঈশ্বরের দান।
জানিতে, চিনিতে কেবা চায় জল পান॥
তুমিই করিতে যাচঞা নিকটে তাঁহার।
তিনিও দিতেন জল জীবন আধার॥
বলিল তাঁহাকে নারী, কাছে আপনার।
নাহি দেখি পাত্র কিছু জল তুলিবার॥
বিশেষতঃ এ কূপ গভীর অতিশয়।
কোথা পাইলেন হেন জল মহাশয়॥
আপনি কি আমাদের জনক যাকোব।
হইতে হবেন শ্রেষ্ঠ ইহা কি সম্ভব॥
আমাদিগে দিলেন এ কূপ সে যাকোব।
তিনি নিজে, তাঁহার সন্তানগণ সব॥

তাঁহার য'তেক ছিল পশুপাল আর।
সকলে করিল পান সলিল ইহার॥
উত্তর করিলা যীশু যে জল ইহার।
পিয়িবে, পুনশ্চ তৃষ্ণা পাইবে তাহার॥
কিন্তু আমি যেই জল করাইব পান।
তৃষ্ণার্ত্ত না হবে, চির যুড়াবে পরাণ॥
আমি যেই জল দিব তাহাতে হৃদয়ে।
অনন্ত জীবনে উৎস উঠিবে ফুটিয়ে॥
এত শুনি নিবেদিল রমণী তাঁহাকে।
দেন তবে মহাশয় সে জল আমাকে॥
আমি আর নাহি হই তৃষ্ণা-খ্যতা যেন।
এত পথ জল নিতে হেটে মরি কেন॥
যীশু তাকে বলিলেন স্বামী কাছে যাও।
তাহাকে লইয়া হেথা পুনর্ব্বার আও॥
উত্তরিলা তাঁরে নারী স্বামী মম নাই।
বলিলেন যীশু ঠিক বলেছ, তাহাই॥
কেননা তোমার ছিল স্বামী পাচজন।
এখন যে আছে সেও স্বামী তব নন॥
সত্যই ত বলিয়াছ; শুনিয়া রমণী।
বলিল মশাই দেখি প্রবক্তা আপনি॥

আমাদের পিতৃলোক এই ত ভূধরে (১)।
উপাসনা করিতেন কৃতজ্ঞ অন্তরে ॥
যিরূশালেমেতে হয় স্থান প্রার্থনার।
আপনারা এই কথা করেন প্রচার ॥
আমাকে বিশ্বাস কর বলিলেন যীশু।
এমন সময় নারী আসিতেছে আশু ॥
যখন তোমরা এই পর্ব্বত উপর।
অথবা সে যিরূশালেং নগর ভিতর ॥
কোথাও না করিবে পিতার উপাসনা।
উপাসনা ক্ষেত্রে হবে পরিবর্ত্ত নানা ॥
নাহি জান যাহা তার কর উপাসনা।
তোমরা, আমরা কিন্তু সেরূপ করিনা ॥
আমরা যা জানি তার করি উপাসনা।
যিহূদি হইতে ত্রাণ হইবে, কেননা ॥
কিন্তু আসিতেছে শুন সময় এমন।
উপস্থিত বরঞ্চ সে সময় এক্ষণ ॥
যখন প্রকৃত যারা হবে উপাসক।
আত্মায় ও সত্যে হবে পিতার সেবক ॥

---

(১) পর্ব্বতটির নাম গরিষীম (Gerizim)

উপাসক হইবারে আমার জনক।
অন্বেষণ করেন এমন উপাসক॥
ঈশ্বর জানহ আত্মা, উপাসনা তাঁয়।
যে করিবে, করিবে সত্যে ও আত্মায়॥
জানি আমি রমণী বলিল তদা তাঁরে।
আসিছেন মশীহ, বলয়ে খ্রীষ্ট যাঁরে॥
আগত হইলে, তিনি আমাদের কাছে।
করিবেন সব ব্যক্ত এই জানা আছে॥
বলিলেন যীশু তারে যে তোমার সহ।
কথা কহে আমি সেই মশীহ জানহ॥ ২৬
এমন সময়ে তাঁর শিষ্যেরা আসিল।
নারীর সহিত কথা কহিতে দেখিল॥
তাহাতে তাদের মনে জন্মিল বিস্ময়।
তথাচ কারণ কেহ নাহি জিজ্ঞাসয়॥
কি জন্য উহার সহ কথা কহিছেন।
কেহ না সুধায় তাঁকে কিবা চাহিছেন॥
কলসী ফেলিয়া নারী অতেব চলিল।
নগরের লোকে গিয়া তখনি বলিল॥
এস, এসে কর এক মানুষ দর্শন।
বলিয়াছিলেন যা যা করেছি যখন॥

ইনিত সে খ্রীষ্ট নন ? তাহারা শুনিয়া।
আসিতে লাগিল সবে বাহির হইয়া॥
ইতোমধ্যে বিনয় করিয়া শিষ্যগণ ?
বলিল, আস্থন রব্বি ! করুন ভোজন॥
কিন্তু তাহাদিগে যীশু বলিলা উত্তরে।
আমার যে খাদ্য আছে আহারের তরে॥
নাহি জান তোমরা সে খাদ্য কি প্রকার।
শুনিয়া ভাবিল তারা কেহ বুঝি আর॥
তাঁহাকে আনিয়া খাদ্য প্রদান করিল।
পরস্পরে এইরূপ কহিতে লাগিল॥
তাহাদিগে বলিলেন যীশু ইহা শুনি।
পাঠাইয়া দিলেন আমাকে হেথা যিনি॥
তাহার ইচ্ছা-সাধন কার্য্য-সম্পাদন।
আমার জানহ খাদ্য, আমার ভোজন॥
তোমরা কি বল নাহে চারিমাস এবে।
বাকী আছে, তারপর শস্যে কাটা হবে॥
তোমাদিগে বলি আমি দেখ চক্ষু মেলি।
কাটা-যোগ্য হইয়াছে শ্বেত ক্ষেতগুলি॥
যে কাটে সে পায় তার পরিশ্রম ফল।
অনন্ত জীবন করে সংগ্রহ কেবল॥

যেন যেবা বুনে সেবা করয়ে কর্ত্তন।
উভয়ে হইতে পারে হরষিত মন॥
কেন না, এ স্থলে সত্য জান এ বচন।
এক জন বুনে আর কাটে অন্যজন॥
তোমাদিগে হেন শস্য কাটিতে পাঠাই।
তোমরা যাহার জন্য শ্রম কর নাই॥
অন্যেরা করেছে শ্রম তোমরা তাহায়।
পশিতেছ মনে যেন থাকে সর্ব্বদায়॥ ৩৮

আর সেই নগরের শমবীয়গণ।
অনেকে সে রমণীকে করিয়া শ্রবণ॥
যাহা যাহা করিয়াছি বলেছেন তিনি।
শুনিয়া তাহার মুখে এ সকল বাণী॥
যীশুতে বিশ্বাস তারা করিল স্থাপন।
তাইত তাঁহার কাছে আসিল যখন॥
বলিল তাঁহাকে করি অতীব মিনতি।
করুন মোদের সহ প্রভু অবস্থিতি॥
এত শুনি দুই দিন রহিলা তথায়।
বিশ্বাস অনেকে আর করিল তাঁহায়॥
তাহারা সে বামাকে বলিল সেইক্ষণে।
বিশ্বাস না করি মাত্র তোমার কথনে॥

জেনেছি নিজেই মোরা শুনিয়াছি আর।
সত্যই হয়েন তিনি ত্রাতা সবাকার॥ ৪২
সেই দুই দিন তথা অতীত হইলে।
তথা হ'তে করিলেন প্রস্থান গালীলে॥
কেননা আপনি তিনি করিলা প্রচার।
প্রবাচকে নাহি মানে স্বদেশে তাঁহার॥
অতেব যখন তিনি গালীলে আসিলা।
গালীলবাসীরা তাঁরে গ্রহণ করিলা॥
কেননা পরবে তিনি যিরূশালেমেতে।
করিয়াছিলেন যাহা তাদের সাক্ষাতে॥
সকলি তাহারা তথা করেছে দর্শন।
করেছিল তাহারাও পর্ব্বেতে গমন॥ ৪৫
তাইত আসিলা পুনঃ গালীলে কান্নায়।
মদে পরিণত জল করিলা যথায়।
সেখানে ছিলেন রাজপুরুষ-জনেক।
ছিল তার পুত্র রোগী দূরেতে অনেক॥
কফরণাহূমে পুত্র আছিল পীড়িত।
হেথায় ছিলেন পিতা অতীব চিন্তিত॥
যিহূদিয়া হইতে গালীলে যে সময়ে।
যাইতেছিলেন যীশু পিতা নত হয়ে॥

বলিলেন পুত্র মম মৃত্যুমুখে হায়।
নেমে এসে সুস্থ প্রভু করুন তাহায়॥
বলিলেন তাকে যীশু অভিজ্ঞান বিনা।
বিনাশ্চর্য্য কার্য্য কিছু তোমরা মান না॥
বলিলা যীশুকে রাজপুরুষ উত্তরে।
আসুন নামিয়া শীঘ্র, পুত্র যায় মরে॥
যীশু বলিলেন যাও, বাঁচিল নন্দন।
করিয়া বিশ্বাস তিনি করিলা গমন॥
নামিয়া যাইতে তাঁকে দাসেরা তাঁহার।
দেখিয়া বলিল পুত্র বাঁচিল এবার॥
সুধান তাদিগে রাজপুরুষ তখন।
কোন্ ঘড়ি, বল, দেখা দিল সুলক্ষণ॥
উত্তর, বিগত কল্য সাত ঘটিকায়॥
পলাইয়া গেল জ্বর ত্যজিয়া তাহায়॥
তাহাতে রাজপুরুষ নিশ্চয় বুঝিলা।
যীশুও বাঁচার কথা তখনি বলিলা॥
ইহাতে তাঁহাতে তিনি, তাঁর পরিবার।
বিশ্বাস স্থাপিয়া হৃদে আনন্দ অপার॥
য়িহূদিয়া 'হতে পুনঃ আসিয়া গালীলে।
এ দ্বিতীয় অভিজ্ঞান কার্য্যে প্রকাশিলে॥

লোকের বিশ্বাস ক্রমে প্রবল হইল।
প্রভুর মহিমা ক্রমে ছড়িয়া পড়িল॥

পঞ্চম অধ্যায়।

অতি মানবীয় কার্য্য।

য়িহূদীপরব এক পরে উপস্থিত।
যিরূশালেমেতে যীশু তাই উপনীত॥ ১
আছে তথা বাপি এক মেষ-দ্বার কাছে।
হিব্রুতে বৈথেস্‌দা বলি যাকে বলিয়াছে॥
পাঁচটি চাঁদনী ঘাট তাহে সুশোভিত।
যাহাতে পীড়িত সবে পড়িয়া থাকিত॥
অন্ধ, খঞ্জ, শুষ্ক-অঙ্গ ইত্যাদি বিস্তর।
পড়িয়া থাকিত তথা ঘাটের উপর॥
অষ্টত্রিংশ বর্ষাবধি এক হতভাগ্য।
পড়িয়া আছিল তথা রোগে দুরারোগ্য॥
তাহাকে দেখিয়া যীশু হইয়ে সদয়।
এত কাল পড়ে আছে জানি সমুদয়॥

বলিল সুস্থ হ'তে চাও কিহে তুমি।
বলিল সে মহাশয় নিরাশ্রয় আমি ॥
যখন কম্পিত হয় পুকুরের বারি।
নামিতে তাহাতে আমি কখন না পারি ॥
নাহি কেহ আমাকে নামায়ে দেয় তদা।
পশ্চাদের লোক আগে নামিছে সর্ব্বদা ॥
বলিলেন যীশু তুমি উঠে চলে যাও।
আপনার শয্যা তুমি সঙ্গে করি নাও ॥
তাহাতেই তৎক্ষণাৎ সুস্থতা পাইয়া।
চলে গেল ঘরে রোগী বিছানা লইয়া ॥ ৯
কিন্তু সেই দিন ছিল বিশ্রামের বার।
শয়ন-বহন নহে বিধেয় তোমার (১) ॥
যিহুদিরা রোগ-মুক্ত ব্যক্তিকে বলিল।
সেও তাহাদিগে হেন উত্তর করিল ॥

---

(১) বিশ্রাম বার সম্বন্ধে রব্বীবা যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা অতি কঠিন। এইবারে ঘরের ভিতর হইতে প্রকাশ্য স্থানে অথবা প্রকাশ্য স্থান হইতে ঘরের ভিতরে বহন করিয়া নেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। যদি কেহ ভুলক্রমে এরূপ করিত, তাহাকে বলি প্রদান পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। কিন্তু যে ইচ্ছাবশতঃ করিত যে সমাজচ্যুত হইত, অথবা প্রস্তরাঘাতে জীবন দিতে বাধ্য হইত।

নীরোগ আমাকে এবে করিলেন যিনি।
বিছানা লইয়া যেতে বলিলেন তিনি॥
সুধাইল তারা তাকে কেবা সেই ব্যক্তি।
শয্যালয়ে চলে যাও করিল এ উক্তি॥
কে তিনি জানিত নাহি সে সুস্থ তখন।
কেননা তথায় ছিল লোক অগণন॥
যীশুও তন্মধ্য হ'তে করিয়া প্রস্থান।
গিয়াছিলা চলিয়া অন্যত্র এক স্থান।
ইহার পরেতে যীশু তাহারে মন্দিরে।
দেখি বলিলেন সুস্থ আছ ত শরীরে॥
করিওনা পাপ আর, করিলে আবার।
ইহা'পেক্ষা মন্দ পারে হইতে তোমার॥
এত শুনি চলে গিয়া য়িহূদিদিগকে।
বলিল সে, যীশু সুস্থ করিলা আমাকে॥
য়িহূদীরা তাই তাঁকে তাড়না করিল।
বিশ্রাম-বারেতে হেন কেন করা হ'ল॥
উত্তরিলা তাহাদিগে ঈশ্বর-কুমার।
বিরতি না দেখি আমি কাজেতে পিতার॥
আমিও করিছি কাজ দেখ নিরন্তর।
তাহাতেই য়িহূদীরা ক্রোধিত অন্তর॥

হইয়া বধিতে তাঁরে করিল মনন।
কেননা করিলা তিনি বিশ্রাম লঙ্ঘন॥
বিশেষতঃ ঈশ্বরকে জনক বলিয়া।
আপনাকে তাঁর তুল্য করিলা শুনিয়া॥ ১৮

অতএব বলিলেন যীশু প্রত্যুত্তরে।
সত্য সত্য বলি তোমাদিগের গোচরে॥
পিতাকে করিতে যাহা দর্শন করেন।
তাছাড়া করিতে পুত্র কিছুই নারেন॥
কেননা করেন পিতা যে কার্য্য যেমন।
পুত্রও করেন তাহা করিয়া তেমন॥
কারণ পুত্রকে পিতা ভালই বাসেন।
দেখান তাহাকে তিনি যে সব করেন॥
এই সব হ'তে আর বড় বড় কাজ।
দেখাবেন তাঁরে যেন মনুষ্য সমাজ॥—
তোমরা সকলে তাহে হও চমৎকৃত।
মন তোমাদের হয় ভক্তি রসাপ্লুত॥
পিতা যথা মৃতগণে করি উত্থাপিত।
করেন জীবন দিয়া তাদিগে জীবিত॥
পুত্রও যাহাকে তাঁর অভিলাষ হয়।
জীবিত করেন তারে হইয়ে সদয়॥

কেননা পিতা ত নাহি করেন বিচার।
পুত্রের উপরে আছে বিচারের ভার॥
কেননা পিতাকে করে সম্মান যেমন।
করে যেন পুত্রে সবে সম্মান তেমন॥
যে না করে সম্মান পুত্রকে, সে পিতায়।
পুত্রের প্রেরকে, সেত নাহি মানে হায়॥
তোমাদিগে সত্য সত্য বলিছি বচন।
যে ব্যক্তি আমার কথা করিবে শ্রবণ॥
আমার প্রেরকে আর করিবে বিশ্বাস।
শমন তাহাকে নাহি করিবেক গ্রাস॥
পাইয়াছে জানহ সে অনন্ত জীবন।
বিচারে আনীত সেত হবেনা কথন॥
সত্য সত্য বলিতেছি শুন মম বাণী।
আসিতেছে, আসিয়াছে সময় এখনি॥
ঈশ্বর পুত্রের, সব মৃতেরা যখন।
বিশ্বাসের সহ রব করিবে শ্রবণ॥
যে হেন শুনিবে সেত হইবে জীবিত।
মরণ হইতে নাহি হ'তে হবে ভীত॥
পিতার যেমন আছে আপন জীবন।
তাঁহার ইচ্ছায় আছে পুত্রের তেমন॥

দিয়াছেন পুত্রকে ক্ষমতা বিচারের।
কেননা সে পুত্র হন, পুত্র মানবের॥
আশ্চর্য্য না হও ইথে আসিছে সময়।
যাহারা কবরে আছে তারা সমুদয়।
যদা তাঁর রব শুনি হইবে বাহির।
পুনরুত্থানের জন্য, কথা ইহা স্থির॥
সৎকার্য্য করেছে যারা উত্থানে জীবন।
পাইয়া অনন্তকাল করিবে যাপন॥
দুষ্কার্য্য করেছে যারা পুনরুত্থানেতে।
বিচারের দায়ে হবে তাদিগে পড়িতে॥
বিচার না করি আমি আপনা হইতে।
যথা শুনি তথা হয় বিচার করিতে॥
যে বিচার করি আমি যথার্থ তা হয়।
কেননা আমার তাহে ইচ্ছা কিছু নয়॥
যিনি পাঠালেন মোরে ইচ্ছাই তাঁহার।
কোন ইচ্ছা নাই তাহে নিজের আমার॥ ৩০

আমি যদি সাক্ষ্য দেই আমার বিষয়।
আমার সাক্ষ্য দেওয়া সত্য নাহি হয়॥
আমার বিষয় সাক্ষ্য অন্য এক জন।
দিতেছেন, জানি সত্য তাঁহার বচন॥

তোমরা যোহন কাছে লোক পাঠাইলে।
সত্য পক্ষে সাক্ষ্য স্বতঃ তাহাতে পাইলে॥
কিন্তু আমি করি যেই সাক্ষ্যতা গ্রহণ।
মানুষ হইতে তাহা করিনা কখন॥
তথাপি যে বলি আমি এসব বিষয়।
তোমাদের পরিত্রাণ যেন তাতে হয়॥
জ্বলে আর জ্যোতিঃ দেয় প্রদীপ এমন।
ছিলেন সত্যই সেই মহাত্মা যোহন॥
তোমারাও পেয়ে তাঁর জ্যোতি হ্লাদ-কর।
কিয়ৎকাল হয়েছিলে সানন্দ-অন্তর॥
কিন্তু যেই সাক্ষ্য আছে নিকটে আমার।
যোহনের সাক্ষ্যাপেক্ষা মূল্য বেশী তার॥
কেননা যে কার্য্য পিতা করিতে আমায়।
আদেশিলা, করিতেছি আমি যা ধরায়॥
তাহাতেই করিতেছি স্পষ্ট প্রমাণিত।
পিতাই আমাকে হেথা করিলা প্রেরিত॥
পাঠালেন মহীতে আমাকে পিতা যিনি।
আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন তিনি॥
তোমরা কখন তাঁর শুন নাই রব।
দেখ নাই তাঁহার আকার অবয়ব॥

পাইল না স্থান মনে আদেশ তাঁহার।
কেননা যাঁহাকে তিনি ধরার মাঝার॥
পাঠালেন, তাঁহাকে না করিলে বিশ্বাস।
অবিশ্বাস তোমাদের করে সর্ব্বনাশ॥
শাস্ত্রানুসন্ধান কর ভাব মনে মনে।
অনন্ত জীবন আছে শাস্ত্রানুশীলনে॥
আছে সেই শাস্ত্রেই ত প্রমাণ আমার।
শাস্ত্রেতেই দেয় সাক্ষ্য জীবন-দাতার॥
আমার নিকটে এসে পাইতে জীবন।
নাহি দেখি তোমাদের প্রবৃত্তি এমন॥
মনুষ্য হইতে আমি গৌরব না চাই।
কিন্তু জানি তোমাদের ঈশ-প্রেম নাই॥
আসিয়াছি আমি মম পিতার নামেতে।
তোমরা না চাও মোরে গ্রহণ করিতে॥
যদি কেহ নিজ নামে আসি দেখা দেয়।
গ্রহণ করিতে তাকে সানন্দ হৃদয়॥
করে থাক গৌরব তোমরা পরস্পরে।
কি গৌরব কর, যাঁর আশ্রয় ঈশ্বরে॥
কিরূপে তোমরা তবে করিবে বিশ্বাস।
বিশ্বাসের মূলেতেই ঘোর অবিশ্বাস॥

মনে করিওনা আমি নিকটে পিতার।
অভিযোগ করিব হে তোমা সবাকার॥
করিবেন অভিযোগ বিরুদ্ধে যে জন।
অন্য কেহ নন তিনি, মূশা তিনি হন॥
মূশার উপরে আছে ভরসা স্থাপিত।
অভিযোগ করিবেন তিনিই নিশ্চিত॥
মূশাকে করিতে যদি তোমরা বিশ্বাস।
আমাকেও করিতে না তবে অবিশ্বাস॥
লিখেছেন তিনিইত আমার বিষয়।
তাঁহাকে প্রত্যয়ে হয় আমাকে প্রত্যয়॥
কিন্তু যদি তাঁহার লেখাই নাহি শুন।
আমার কথায় তবে বিশ্বাসিবে কেন॥ ৪৭

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দুইটি অলৌকিক কার্য্য। স্বর্গীয় খাদ্য সম্বন্ধে উপদেশ।

উতরিলা অতঃপরে ভবকর্ণধার।
গালীল বা তিবিরীয় সমুদ্রের পার॥

দেখিত যাহারা তাঁর আরোগ্য ব্যাপার।
যাইত তাহারা সবে পশ্চাতে তাঁহার॥
আপনার শিষ্যদিগে সঙ্গেতে করিয়া।
বসিয়াছিলেন তথা পর্ব্বতে উঠিয়া॥
য়িহূদিদিগের পাস্কা পর্ব্ব উপস্থিত।
চেয়ে দেখিলেন বহু লোক উপনীত॥
তাহা দেখি ফিলিপ্‌কে সুধালেন তিনি।
খা'য়াইতে ইহাদিগে কোথা রুটি কিনি॥
পরীক্ষা করিতে তাকে এ উক্তি তাঁহার।
জানা ছিল তাঁর কোথা মিলিবে আহার॥
দুই শত দেনারের রুটি না হইলে।
ফিলিপ বলিল কিছু না পায় সকলে॥
শিষ্য মধ্যে একজন পিতরের ভাই।
আন্দ্রিয় তাহার নাম বিদিত সবাই॥
বলিল যীশুকে, আছে পাঁচ খান রুটি।
একটি বালক কাছে, মৎস্য আর দুটি॥
কিন্তু এত ক্ষুধার্ত্তের কি হইবে তায়।
যীশু বলিলেন, খেতে বসাও সবায়॥
শষ্পে সুশোভিত ছিল সেস্থান সুন্দর।
পঞ্চ সহস্রেক লোক তাহার উপর॥

সকলে পুরুষ তারা বসিল খাইতে।
রুটি কয়খানি যীশু লইলেন হাতে॥
ভাগ করি তাহাদিগে দিলেন খাইতে॥
যে যত চাহিল মৎস্য লাগিলেন দিতে॥
খাইয়া হইলে তৃপ্ত শিষ্যগণে ডাকি।
বলিলেন জড় কর যাহা আছে বাকি॥
খাদ্যের কিছুই যেন নষ্ট নাহি হয়।
করিল সংগ্রহ তারা ভগ্নাংশ নিচয়॥
পাঁচ খান রুটি, যাহা অবশিষ্ট ছিল।
তাহাতে দ্বাদশ ঝুড়ি পরিপূর্ণ হৈল॥
এইরূপ অভিজ্ঞান করিয়া দর্শন।
হইল সকল লোক ভক্তিযুক্ত মন॥
বলিল তাহারা যিনি আগত জগতে।
প্রবাচক তিনি, নাহি সন্দেহ ইহাতে॥ ১৫

অতএব বলে তারা রাজা করিবারে।
ধরিতে উদ্যত যেই হইল তাঁহারে॥
একাকী চলিলা প্রভু পর্ব্বত উপর।
তাঁহা হ'তে সে জনতা থাকিল অন্তর॥
সন্ধ্যা হ'ল, শিষ্যগণ সমুদ্রের তটে।
নামিয়া আসিয়া সবে নৌকা'পরি উঠে॥

কফরণাহুম দিকে যাইতে লাগিল ॥
আঁধারে এ হেন কালে জগৎ ছাইল ॥
তখন তাদের কাছে আইসেন নাই।
উঠিয়াছে প্রবল বাতাস সব ঠাঁই ॥
বিক্ষুব্ধ হয়েছে অব্ধি তরঙ্গ মালায়।
ত্রাসিত হইল যারা আছিল নৌকায় ॥
প্রায় দেড় ক্রোশ পথ আসিলে বাহিয়া।
দেখিল সমুদ্র 'পরে নীরবে হাঁটিয়া ॥
আসিছেন যীশু লক্ষ্য করি সেই তরি।
ভয়েতে বিহ্বল সবে সন্দর্শন করি ॥
বলিলেন তাঁহাদিগে করিওনা ভয়।
নৌকা'পরে আসুন, তাহলে মহাশয় ॥
এত বলি তাঁহাকে নৌকায় লওয়া হ'লে।
অবিলম্বে গেল নৌকা গন্তব্যের স্থলে ॥ ২১

পরদিন সমুদ্রের পরপারে যারা।
দাঁড়াইয়া ছিল সবে দেখিল তাহারা ॥
একখানি নৌকা ভিন্ন নৌকা নাহি আর।
শিষ্য সঙ্গে নাই যীশু উপরে তাহার ॥
প্রস্থান করিতেছিল শিষ্যেরা কেবল।
(কিন্তু প্রভু ধন্যবাদ করিলে, যে স্থল ॥

রুটি ভোজনের দৃশ্যে হ'ল পরিণত।
তাহার নিকট আসি হইল আগত॥
তিবিরিয়া হইতে কয়েক খান তরি।
ঝড় বাতাসের ভয়ে হেন মনে করি॥)
অতেব দেখিল লোকে যীশু তথা নাই।
শিষ্যেরাও নাই তাই নৌকা' পরে যাই।
কফরণাহূমে সবে যীশু অন্বেষণে।
সে সকল তরি চড়ি আসিল তখনে॥
সমুদ্রের পারে তাঁকে করিয়া দর্শন।
বলিল হেথায় রব্বি! আসিলা কখন॥
বলিলেন যীশু শুন আমার বচন।
তোমরা যে করিতেছ মম অন্বেষণ॥
অভিজ্ঞান দেখিয়াছ তা বলে তা নয়।
রুটি খেয়ে তৃপ্ত হলে তাতে বোধ হয়॥
নশ্বর ভক্ষ্যের জন্য শ্রম করা ভ্রম।
সেরূপ ভক্ষ্যের জন্য কর সবে শ্রম॥
নাহি হবে শেষ যাহা অনন্ত জীবন।
করিবেন দান যাহা মানব-নন্দন॥
কেননা পিতাই তাঁকে করিলা চিহ্নিত।
অভিজ্ঞান কার্য্য দ্বারা করি পরিচিত॥

সুধাইল তারা তাঁকে অতেব, কি করে।
ঈশ্বরের কার্য্য পারি করিতে সত্বরে॥
বলিলেন যীশু তাঁর কার্য্য এই জান।
প্রেরিতের প্রতি কর বিশ্বাস স্থাপন॥
বলিল তাহারা ভাল করিব বিশ্বাস।
হেন অভিজ্ঞান-কার্য্য কি হ'ল প্রকাশ॥
আপনি এমন কিবা করিলেন কার্য্য।
যাহাতে বিশ্বাস হেন হবে অনিবার্য্য॥
করিয়াছিলেন মান্না প্রান্তরে ভোজন।
লেখা আছে, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ॥
স্বর্গ হ'তে প্রেরিত হইয়াছিল তাহা।
এমন কি করিলেন, মহাশয়! আহা॥
যীশু বলিলেন,—সত্য শুনহ বচন।
দেন নাই তোমাদিগে সে দিব্য ওদন॥
মূশা,—তাহা দিয়াছেন পিতাই আমার।
শুন সে খাদ্যের এবে তত্ত্ব সারাৎসার॥
স্বর্গ হ'তে নেমে আসে সকলে নিবেদ্য।
জগৎকে জীবন দেয়, সেই ঐশ খাদ্য॥
বলিল তাহারা প্রভো তবে চিরকাল।
আমাদিগে হেন খাদ্য দাও হে দয়াল॥

বলিলেন তাহাদিকে যীশু দয়াময়।
আমিই জীবন-খাদ্য জানহ নিশ্চয়॥
যে আসিবে শ্রদ্ধা করি নিকটে আমার।
ক্ষুধার যাতনা-ভোগ হবে না তাহার॥
আমাতে বিশ্বাস যেবা করিবে স্থাপন।
পিপাসার্ত্ত নাহি হবে সেজন কথন॥
বলেছি ত তোমাদিগে দেখেছ তোমরা।
আমাকে করিতে কত কার্য্য পরম্পরা॥
তথাচ তোমরা নাহি করিলে বিশ্বাস।
কেমনে হইবে পূর্ণ তোমাদের আশ॥
যে সমস্ত দেন পিতা আমাকে, তাহারা।
আসিবে আমার কাছে, আসিবে যাহারা।
তাহাদের কাহাকেও ফেলে নাহি দিব।
আমার কর্ত্তব্য আমি সম্পন্ন করিব॥
কেন না নিজের ইচ্ছা করিতে পূরণ।
স্বর্গ হ'তে নহে মম মর্ত্ত্যে আগমন॥
যিনি করিলেন মোরে প্রেরণ হেথায়।
যাহা করি আমি, করি তাঁহার ইচ্ছায়॥
আর তাঁর ইচ্ছা এই করহ শ্রবণ।
করিলেন যাহা তিনি মৎপ্রতি অর্পণ॥

কিছু যেন তার আমি হারায়ে না যাই।
শেষ দিনে যেন তাহা উথাপিতে পাই॥
কেন না বাসনা এই পিতার আমার।
পুত্রকে দেখিবে যে বা কথায় তাঁহার॥
বিশ্বাস করিবে, পাবে অনন্ত জীবন॥
আমিও তাহাকে শেষে করিব জ্ঞাপন॥৪০॥

কিন্তু য়িহুদিরা সবে সম্বন্ধে তাঁহার।
অসন্তোষ প্রকাশি বলিল এ প্রকার॥
আমিই স্বর্গীয় খাদ্য স্বর্গতঃ আগত।
ঐ কথা বলা কি হয় কখন সঙ্গত॥
এ ব্যক্তি নহে কি যীশু, যোষেফ-নন্দন।
জানি যার বাপমায় মোরা সর্ব্বজন॥
বলিল এ কি প্রকারে স্বর্গ হ'তে আমি।
আসিয়াছি, প্রেরক আমার স্বর্গ-স্বামী॥
উত্তরে বলিলা যীশু অসন্তোষ কথা।
আপনা আপনি মধ্যে প্রকাশিছ বৃথা॥
আমার প্রেরক পিতা, বিনা আকর্ষণে।
তাঁহার না আসে কেহ মম সন্নিধানে॥
আকৃষ্ট হইয়া যেবা আসে এ প্রকারে।
শেষ দিনে উথাপন করিব তাহারে॥

প্রবাচক গ্রন্থে আছে লিখিত এমন।
ঈশ্বর নিকটে শিক্ষা করিবে গ্রহণ॥
যে কেহ পিতার কাছে করেছে শ্রবণ।
শিক্ষা পেয়ে মম কাছে আসিবে সেজন॥
নহেত এমন, কেহ দেখেছে তাঁহায়।
তবে যিনি পিতা হতে আসিলা হেথায়॥
তিনিই তাঁহাকে মাত্র নয়ন-গোচর।
করেছেন, করে নাই কেহই অপর॥
সত্য সত্য তোমাদিগে বলিছি বচন।
যে বিশ্বাস করে, পায় অনন্ত জীবন॥
আমিই জীবন খাদ্য, খাইল প্রান্তরে।
তোমাদের পিতৃগণ মান্না অকাতরে॥
কই তারা নারিল ত এড়াতে মরণ।
মরণের কোলে সবে করেছে শয়ন॥
স্বর্গ হ'তে অবতীর্ণ সেই খাদ্য এই।
লোকে যেন খায় কিন্তু মরিবে না সেই॥
আমিই জীবন খাদ্য স্বর্গতঃ আগত।
খাবে যে অনন্তকাল থাকিবে জীবিত॥
ফলতঃ যে খাদ্য আমি করিব প্রদান।
তাহা মম মাংস, তাহা জগতের প্রাণ॥ ৫১

অতেব য়িহূদী সবে বলিতে লাগিল।
নিজ মাংস খেতে দিবে কেমনে বলিল॥
যীশু তাহাদিকে তাই বলিলেন শুন।
সত্য সত্য বলিতেছি মাংসের যে গুণ॥
মানব পুত্রের মাংস, রক্তপান আর।
না করিলে পাইবে না জীবন আবার॥
যে আমার খায় মাংস, রক্তপান করে।
অনন্ত জীবন লাভ হয় সেই নরে॥
আমি তাকে শেষ দিনে উঠাইয়া লব।
স্বর্গের যে সুখ, তার হবে অনুভব॥
কেন না সত্যই মম মাংস খাদ্য জান।
সত্যই আমার রক্ত জান মহাপান॥
যে আমার মাংস খায়, রক্তপান করে।
সে থাকে আমাতে, আমি তাহার ভিতরে॥
যেমন জীবন্ত পিতা, প্রেরক আমার।
বেঁচে আছি যথা আমি কাছে থেকে তাঁর॥
তেমন যে করিবেক আমাকে ভোজন।
আমা হ'তে পাবে সেই অক্ষয় জীবন॥
এই সেই খাদ্য যাহা স্বর্গতঃ আগত।
নহে কিন্তু পিতৃগণ ভুক্ত খাদ্য মত॥

পিতৃগণ খেয়ে তাহা ত্যজিলা জীবন।
জীবন পাইবে ইহা খাইবে যেজন॥
কফরণাহূমে হেন সমাজ-ভবনে।
উপদেশ করিলেন যীশু সর্ব্বজনে॥ ৫৯
এ সকল কথা শুনি শিষ্যগণ তাঁর।
বলিলেক এত বড় কঠিন ব্যাপার॥
কে পারে এমন কথা করিতে শ্রবণ।
যীশু কিন্তু বুঝিলেন তাহাদের মন॥
বলিলেন তোমাদের কিবা ইথে ক্ষতি।
কিজন্য প্রকাশ কর এ হেন বিরক্তি॥
যেখানে মানব-পুত্র ছিলেন পূর্ব্বেতে।
দেখিলে তাঁহাকে এবে তথা আরোহিতে॥
কি ভাব মনেতে আসি হইবে উদয়।
আত্মাই জীবিত করে মাংস কিছু নয়॥
যে সকল বাক্য আমি তোমাদিগে বলি।
*আত্মা ও জীবন তাহা জানহ সকলি॥
কিন্তু তোমাদের মধ্যে আছে হেন জন।
বিশ্বাস না করে যারা আমাকে কখন॥
কেননা প্রথম হ'তে জানা তাঁর ছিল।
কে কে তাঁর বাক্যে নাহি বিশ্বাসী হইল॥

কে বা তাঁকে শত্রু হস্তে করিবে অর্পণ।
জানিত তাহাও তাঁর অন্তর্যামী মন ॥
বলিলেন পুনঃ তিনি আমি এ কারণে।
বলিতেছি আমার পিতার ইচ্ছা বিনে ॥
আমার নিকটে কেহ না পারে আসিতে।
সকলই সংঘটিত তাঁর ইচ্ছা হ'তে ॥ ৬৫
এত শুনি শিষ্যদের অনেকে ফিরিয়া।
চলে গেল তাঁহার সে কথা না শুনিয়া ॥
তা দেখি দ্বাদশ শিষ্যে সুধালেন তিনি।
তোমারা ও যাবে নাকি বল দেখি শুনি ॥
তাহা শুনি উত্তরিলা শিমোন পিতর।
আমরা যাইব প্রভু কাহার গোচর ॥
অনন্ত জীবন বাক্য তব মুখে শুনি।
তোমাকে বিশ্বাস করি, খ্রীষ্ট বলি মানি ॥
উত্তরিলা যীশু তোমাদের বার জনে।
বেছে কি বসাই নাই শিষ্যের আসনে ॥
কিন্তু একজন তার আছে দিয়াবল।
হৃদয়ে তাহার সদা আছে হলাহল ॥
যিহুদা শিমোন পুত্র, নামে ইস্করিয়ৎ।
তারে ভে'বে বলিলা এ বাক্য ভবিষ্যৎ ॥

সেই তাঁকে শত্রু হস্তে করিবে অর্পণ।
দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে সেও একজন॥ ৭১

সপ্তম অধ্যায়।

কুটীর পর্ব্বে জিরুশালেমে যীশুর উপদেশ।

ইহার পরেতে যীশু ভ্রমিলা গালীলে।
কেননা যিহুদি-ভূমে যিহুদী সকলে॥
লইতে জীবন তাঁর চেষ্টা করেছিল।
সে জন্য যাইতে তথা মন না হইল॥
কিন্তু এবে সমাগত যিহুদি-পরব।
কুটীর পরব বলি যাহার গৌরব॥
ভ্রাতৃগণ তাঁর, তাঁকে বলিল ডাকিয়া।
এখান হইতে তুমি যাও যিহুদিয়া॥
করিতেছ যাহা যাহা এখানেতে তুমি।
কর গিয়া তাহা সব যিহুদিয়া ভূমি॥
শিষ্যেরা তোমার সব করুক দর্শন।
কে আছে আপন কাজ করে সঙ্গোপন॥

সকলেই চায় বরং কাজ আপনার।
জানুক সকল লোকে, জানুক সংসার॥
এই সব কার্য্য তুমি করিছ যখন।
জগতের কাছে কর প্রকাশ এখন॥
কেননা ভ্রাতারা তাঁর, বিশ্বাস তাঁহায়।
করিত না এ কথায় বেশ বুঝা যায়॥
বলিলেন যীশু শুন আমার সময়।
এখনও যথাযথ উপস্থিত নয়॥
তোমাদের সময় সর্ব্বদা উপস্থিত।
তোমরাই পর্ব্বে গিয়া হও উপনীত॥
তোমাদিগে ঘৃণিতে না পারিবে জগৎ।
আমাকে করিছে ঘৃণা জগৎ তাবৎ॥
কেন না যা দেখি মন্দ জগৎ সংসারে।
প্রকাশ করিতে তাহা হতেছে আমারে॥
তাই বলি তোমাদের দায় কিছু নাই।
তোমরাই পর্ব্বে যাও মিলে সব ভাই॥
এবেও সময় মম পূর্ণ হয় নাই।
এত বলি রহিলেন, যিহুদা না যাই॥ ৯

পর্ব্বেতে চলিয়া তাঁর গেল ভ্রাতৃগণে।
তিনিও গেলেন পরে কিন্তু সঙ্গোপনে॥

যিহূদীরা পর্ব্বে তাঁকে করি অন্বেষণ।
জিজ্ঞাসিল কোথা তিনি আছেন এখন॥
লোক মধ্যে গোপনে অনেক আন্দোলন।
হইল. তাঁহার কথা করি উত্থাপন॥
কেহ কেহ বলিল সে লোক অতি ভাল।
কেহ বা বলিল ভাল কি প্রকারে বল॥
মানুষ বিপথে যায় তাঁহার কথায়।
কি প্রকারে বল তাঁকে ভাল বলা যায়॥
যিহূদিগণের ভয়ে প্রকাশ্যে না বলি।
পরস্পরে এরূপে করিল বলাবলি॥ ১৩
পর্ব্বের অর্দ্ধেক দিন হইলে অতীত।
মন্দিরেতে গিয়া যীশু হৈলা উপনীত॥
উপদেশ দিতে তথা আরম্ভ করিলা।
তাহা দেখি যিহূদিরা আশ্চর্য্য হইলা॥
বলিল এ শিক্ষা বিনা কিরূপে এমন।
হইল বিদ্বান্, এত আশ্চর্য্য ঘটন॥
উত্তরে বলিলা যীশু তাদিগে তখন।
আমার বচন নহে আমার বচন॥
পাঠালেন যিনি মোরে উপরে ধরার।
এ সকল বাক্য জান সকলি তাঁহার॥

যদি কেহ ইচ্ছা তাঁর পালিবারে চায়।
জানিতে পারিবে মত পাইনু কোথায়॥
ঈশ্বরের মত কিম্বা আমার নিজস্ব।
জানিতে পারিবে সেত তখন অবশ্য॥
নিজ হ'তে বলে যেবা, নিজের প্রশংসা।
অর্জ্জন করিতে তার মনে মনে আশা॥
প্রেরিত যাঁহার দ্বারা গৌরব তাঁহার।
মনে মনে চায় যেই সদাশয় আর॥
অধর্ম্ম তাহাতে তার না হয় কখন।
আমিও ঈশ্বর বাক্য করিছি ঘোষণ॥
তোমরা কি পড় নাই মুশার ব্যবস্থা।
কই তাতে দেখি না ত তোমাদের আস্থা॥
কেন বৃথা আমাকে করিতে চাও হত।
শুনিয়া উত্তর তাঁকে দিল লোক যত॥
ভুতে তোমা পাইয়াছে, নহিলে এমন।
কেন বলিতেছ, তোমা কে করে হনন॥
উত্তরে তাদিগে যীশু বলিলা তখন।
করেছি একটী মাত্র কার্য্য-সম্পাদন॥
তোমরা তাহাতে সবে আশ্চর্য্য হইলা।
মুশা তোমাদিগে তাই ত্বকচ্ছেদ দিলা॥

(তাহা হ'তে ত্বকচ্ছেদ ঠিক্ ইহা নয়।
পিতৃগণ হ'তে ইহা আগত নিশ্চয়॥)
তোমরা সে ত্বকচ্ছেদ কর মানুষের।
ভয় নাহি কর তাহে বিশ্রামবারের॥
মুশার ব্যবস্থা যাতে না হয় লঙ্ঘন।
বিশ্রামবারেও কর ত্বকের ছেদন॥
তবে কেন বিশ্রাম বারেতে একজন।
সম্পূর্ণ হয়েছে সুস্থ করিয়া দর্শন॥
আমার উপরে রাগ কর বারম্বার।
বাহ্য দৃশ্য অনুসারে কর না বিচার॥
সকল বিষয়ে কর ন্যায়তঃ বিচার।
রাগের কারণ তবে থাকিবে না আর॥ ২৪

যিরূশালেমের তাই কোন কোন ব্যক্তি।
এই কি সে নহে বলি করিলেক উক্তি॥
এই কি সে নয় যারে করিতে হনন।
করিল তাঁহারা নানারূপে প্রাণপণ॥
দেখ দেখ এবে এ ত বলে প্রকাশ্যেতে।
তবু ত তাঁহারা কিছু না বলেন ইথে॥
সত্যই কি অধ্যক্ষেরা জানেন নিশ্চয়।
ইনি খ্রীষ্ট—খ্রীষ্ট ভিন্ন অন্য কেহ নয়॥

যাহ'ক তাহ'ক মোরা আছি অবগত।
কোথা হ'তে হইয়াছে এ ব্যক্তি আগত॥
কিন্তু খ্রীষ্ট আসিবেন যখন জগতে।
জানিবে না কেহ তাঁর আসা কোথা হ'তে॥
অতএব মন্দির ভিতরে উচ্চৈঃস্বরে।
বলিতে লাগিলা যীশু এ হেন প্রকারে॥
তোমরা আমাকে জান, আর কোথা হ'তে।
আসিয়াছি তাহাও জানহ ভালমতে॥
আপনা হইতে কিন্তু আমি আসি নাই।
আমাকে দিলেন তিনি হেথায় পাঠাই॥
অবশ্য আছেন তিনি সত্য এক জন।
তাঁহাকে তোমরা নাহি জান কদাচন॥
তাঁহাকে আমিই জানি কেন না তাঁহার।
হইতে উদ্ভব মম, শুন সমাচার॥
করেছেন তিনিই প্রেরণ হেথা মোরে।
এত শুনি তারা সবে ক্রোধিত অন্তরে॥
ধরিতে তাঁহার চেষ্টা করিল তখন।
গায় হাত দিতে কিন্তু সরিল না মন॥
কেন না সময় তদা হয় নাই তাঁর।
নিষ্ফল হইল তাই চেষ্টা ধরিবার॥

কিন্তু তথা ছিল যত লোক উপস্থিত।
বিশ্বাস করিল তাঁকে হইয়া বিস্মিত॥
বলিল যখন খ্রীষ্ট ভবে আসিবেন।
ইহার অধিক তিনি কিবা করিবেন॥
শুনিতে পাইল হেন কথোপকথন।
ফরিশীরা হ'ল তাতে সমুদ্বিগ্ন মন॥
তাহাতে প্রধান যত যাজকেরা ছিল।
ফরিশীরা সবে মিলি মন্ত্রণা করিল॥
মন্ত্রণা করিয়া তারা পদাতিকগণে।
পাঠাইল যীশুকে ধরিয়া আনয়নে॥
যীশু বলিলেন শুন কিছুকাল আর।
তোমাদের মধ্যে থাকা হইবে আমার॥
তৎপরে যেতেছি আমি প্রেরকের কাছে।
কেন না নিয়তি মম দ্রুত আসিতেছে॥
অতঃপরে একদা করিবে অন্বেষণ।
কিন্তু মোরে পাইবে না তোমরা তখন॥
যেখানেতে আছি আমি তোমরা তথায়।
কোন মতে যাইবার পাবে না উপায়॥
এত শুনি যিহূদীরা লাগিল বলিতে।
কোথায় থাকিবে এ যে পাব না দেখিতে।

গ্রীকগণ মধ্যে যারা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে।
বাস করিতেছে এ কি তথায় যাইয়ে॥
গ্রীকগণে হেনরূপে দিবে উপদেশ।
ইহারই বা অর্থ কি ভাব সবিশেষ॥
অতঃপরে একদা করিবে অন্বেষণ।
কিন্তু মোরে পাইবে না তোমরা তখন॥
যেখানেতে আছি আমি তোমরা তথায়।
কোন মতে যাইবারে পাবে না উপায়॥ ৩৬

শেষ দিন (১) পরবের দিবস প্রধান।
দাঁড়াইয়া সেই দিনে যীশু মতিমান্॥
উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলা বারম্বার।
তৃষিত যে চলে আস নিকটে আমার॥
পান কর পরিতৃপ্তি হইবে তোমার।
থাকিবে না তৃষ্ণা আর তোমার আত্মার॥
শুন শুন যে আমারে করিবে বিশ্বাস।
শাস্ত্রে যথা আছে, তার পূর্ণ হবে আশ॥
উদর হইতে তার হবে প্রবাহিত।
জীবন্ত নদীর জল কথা সুনিশ্চিত॥

---

(১) অষ্টম দিবস।

বিশ্বাস করিত কিন্তু তাহাতে যাহারা।
যে আত্মায় আত্মাবান্ হইবে তাহারা॥
বলিলেন যীশু সেই আত্মার বিষয়।
কারণ তখন' আত্মা প্রদত্ত ত নয়॥
কেন না তখন তার মহিমা প্রকাশ। (২)
হয় নাই, হবে তার ইহা পূর্ব্বাভাস॥
বলাবলি লোকমাঝে হ'ল জনে জনে।
প্রবাচক বটে ইনি লইতেছে মনে॥
কেহবা বলিল ইনি খ্রীষ্টই নিশ্চয়।
কেহবা বলিল তাহা হয় কিনা হয়॥
গালীলে কি খ্রীষ্ট তবে হবেন উদয়।
শাস্ত্রেতে কি লেখা আছে দেখ এ সময়॥
শাস্ত্রেতে কি বলে না হে দায়ূদের বংশে।
দায়ুদ ছিলেন যথা সে স্থান বিশেষে॥—
বেথেল্‌হেম গ্রামে তাঁর হইবে উদয়॥
হেনমতে তাহাদের মত-ভেদ হয়॥
কেহ কেহ আবার ধরিতে তাঁরে চায়।
কিন্তু কেহ হাত নাহি দিল তাঁর গায়॥ ৪৪

---

(২) যীশুর মৃত্যু, পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ এবং পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশনকে তাহার মহিমান্বিত হওয়া বলে।

অতএব পদাতিক সকলে তখন।
যাজক ফরিশী কাছে করিল গমন ॥
আনীত নহেন যীশু করিয়া দর্শন।
জিজ্ঞাসিল যাজকেরা তাহার কারণ ॥
পদাতিকগণ তাহে করিল উত্তর।
কখন এমন কথা বলে নাই নর ॥
তাহাতে ফরিশীগণ উত্তর করিল।
তোমাদিগকেও কি সে ভুলায়ে ফেলিল ॥
অধ্যক্ষ কি ফরিশীর মধ্যে কি কাহার।
বিশ্বাস জন্মেছে বল কথায় তাঁহার ॥
এই সব লোক যারা না জানে ব্যবস্থা।
অভিশপ্ত তারা করে বাক্যে তাঁর আস্থা ॥
তাহাদের মধ্যে ছিল জনৈক ফরিশী।
তাঁর কাছে পূর্ব্বেতেই ছিল যেই আসি ॥
বলিল তাদিগে, নীকদীমঃ নাম তার।
করে কি মোদের শাস্ত্রে এ হেন বিচার ॥
কি বলে না শুনি পূর্ব্বে না জানি কি করে।
বিচার সঙ্গত কোন অপরাধী নরে ? ॥
উত্তরে তাহারা তাকে বলিল তখন।
গালীল নিবাসী তুমি হবে কোন জন ॥

খুঁজিলেই জানিবারে পাইবে নিশ্চয়।
গালীলে প্রবক্তা কভু উৎপন্ন না হয়॥
তারা সবে গমন করিল অতঃপরে।
পঁহুছিল গিয়া শেষে স্ব স্ব ঘরে ঘরে॥ ৫৩

অষ্টম অধ্যায়।

ব্যভিচারিণীর মুক্তি; তিনি জগতের জ্যোতিঃ; যিহুদিদিগের প্রতি অন্যান্য উক্তি।

কিন্তু যীশু জৈতুন পর্ব্বতে উঠিলেন।
প্রত্যূষে মন্দিরে আর ফিরে আসিলেন॥
সমুদয় লোক তাঁর নিকটে আসিল।
বসিলেন যীশু, তারা শুনিতে লাগিল॥
আচার্য্য ও ফরিশীরা আনিল তখন।
ব্যভিচার কালে ধৃতা নারী একজন॥
সকলের মাঝে দাঁড় করাইয়া তারে।
বলিল এ ধৃতা হইয়াছে ব্যভিচারে॥
মুশা বলেছেন তাঁর খ্যাত ব্যবস্থায়।
বধিবে এহেন স্ত্রীকে প্রস্তরের ঘায়॥
প্রস্তর নিক্ষেপ করি হইবে বধিতে।
আপনার অভিপ্রায় চাহিছি শুনিতে॥

তাঁর নামে অভিযোগ সূত্র পাইবারে।
পরীক্ষার্থে এই কথা সুধায় তাঁহারে॥
কিন্তু যীশু হেঁট মাথে মাটির উপর।
লিখিতে লাগিলা কিছু, না করি উত্তর॥
কিন্তু বারম্বার যেই জিজ্ঞাসা করিল।
মাথা তুলি কাজে তাঁকে বলিতে হইল॥
তোমাদের মাঝে আছে নিষ্পাপ যে জন।
অগ্রে সে পাথরে একে করুক হনন॥
এত বলি হেঁট মাথে পুনর্ব্বার তিনি।
লাগিলেন বি লিখিতে অঙ্গুলে মেদিনী॥
তারা কিন্তু শুনি তাঁর এহেন বচন।
আবৃদ্ধ তথায় ছিল যে সকল জন॥
একে একে সকলে বাহিরে চলি গেল।
একা যীশু একা নারী তথায় রহিল॥
মাথা তুলি পরে তিনি বলিলেন তায়।
হে নারি! এ সব লোক যাইল কোথায়॥
কেহই কি করে নাই দণ্ডাজ্ঞা (১) তোমারে।
না প্রভু কেহই তাহা করে নি আমারে॥

---

(১) ইংরেজি শব্দ condemn, ম্যাকলথ সাহেব "দণ্ডাজ্ঞা" অনুবাদ করিয়াছেন।

বলিলেন যীশু তাকে আমিও তোমায়।
দণ্ডাজ্ঞা করি না, যাও যাইবে যথায়॥
এখন হইতে পাপ করিও না আর।
মনে যেন থাকে তব একথা আমার॥ ১১

তাদিগে অতেব যীশু বলিলা আবার।
জগতের জ্যোতিঃ আমি শুন সমাচার॥
যে আমার পাছে পাছে করিবে গমন।
আঁধারে চলিতে তারে হবে না কখন॥
জীবনের জ্যোতির্লাভ হইবে তাহার।
এত শুনি ফরিশীরা কহে পুনর্ব্বার॥
আপনার সাক্ষ্য তুমি দিতেছ আপনি।
এ সাক্ষ্য যে সত্য ইহা কি প্রকারে মানি॥
বলিলা, দিলেও আমি সাক্ষ্য আপনার।
সত্য ইহা, শুন বলি কারণ তাহার॥
কোথা হ'তে আসিয়াছি যাইব কোথায়।
আমার বিষয় আমি জানি সুনিশ্চয়॥
তোমরা জাননা কিন্তু আমি কোথা হ'তে।
আসিয়াছি, যাইব বা কোথায় পরেতে॥
মাংস অনুযায়ী কর তোমরা বিচার।
বিচার করি না আমি সেরূপে কাহার॥

যদি বা বিচার করি সত্য সে বিচার।
আমার বিচার নহে বিচার একার॥
আমি ও আমার পিতা উভয়ে মিলিয়া।
বিচার করিয়া থাকি একত্র হইয়া॥
তোমাদের ব্যবস্থায় লেখা আছে হেন।
দুই জনে দিলে সাক্ষ্য সত্য বলি জেন॥
আমিই আমার সাক্ষী, আর মম পিতা।
আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিছেন সর্ব্বথা॥
এত শুনি তারা সবে সুধাইল তাঁয়।
বল হে তোমার পিতা আছেন কোথায়॥
না জান তোমরা মোরে, বলিলা উত্তরে।
না জান তোমরা মম পিতা সর্ব্বেশ্বরে॥
যদ্যপি তোমরা সবে আমাকে জানিতে।
পিতাকেও তাহা হ'লে জানিতে পারিতে॥
মন্দির ভিতরে শিক্ষা দিবার সময়।
ধনাগারে করিলা এ উক্তি সমুদয়॥
ধরিল না কেহ তাঁরে, কেননা তখন।
করে নাই ধরার সময় আগমন॥ ২৩

বলিলেন তাই তিনি আবার বচন।
চলিলাম, করিবে আমারে অন্বেষণ॥

পাপেতে মরিবে আর খুঁজিবে আমায়।
পাবে না যাইতে আমি থাকিব যথায়॥
তাহা শুনি যিহুদিরা লাগিল কহিতে।
আত্মহত্যা করিবে ভেবেছ বুঝি চিতে॥
সে জন্যই বলিতেছ যাইব যথায়।
নারিবে তোমরা কেহ আসিতে তথায়॥
বলিলেন তোমরা অধঃস্থ বস্তু সব।
ঊর্দ্ধস্থান হ'তে জান আমার উদ্ভব॥
তোমরা এ জগতের আমি তাহা নহি।
এজন্যই বারম্বার তোমাদিগে কহি॥
তোমরা আপন পাপে মরিবে, কেননা।
আমি সেই ব্যক্তি ইহা বিশ্বাস কর না॥
আমি সেই ব্যক্তি ইহা যদি নাহি শুন।
মরিবে আপন পাপে বলিতেছি পুনঃ॥
অতেব তাহারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করিল।
কে তুমি? অমনি হেন উত্তর হইল॥
প্রথম হইতে আমি বলিয়াছি যাহা।
অন্যথা নাহিক তার, আমি হই তাহা॥
আছে বহু তোমাদের বলিতে আমার।
আছে বহু তোমাদের করিতে বিচার॥

যা হ'ক, আমাকে যিনি করিলা প্রেরণ।
তিনি সত্য নাহি ইথে সন্দেহ কারণ॥
তাঁহার নিকটে আমি শুনিয়াছি যাহা।
জগতে সকল লোকে বলিতেছি তাহা॥
এত যে তাদের কাছে বলিলেন যীশু।
পিতার সম্বন্ধে তারা বুঝিল না কিছু॥
অতেব বলিলা যীশু মানবপুত্রকে।
উঠাইলে ঊর্দ্ধে পরে জানিবে তাঁহাকে॥
আমি সেই তখন হইবে সুবিদিত।
আর আমি বলিতেছি করিয়া নিশ্চিত॥
কিছুই করি না আমি পিতা যা আমায়।
শিক্ষা দিয়াছেন তাহা কহিছি সবায়॥
পাঠালেন যিনি মোরে ভিতরে ধরায়।
আছেন সঙ্গেতে তিনি নিয়ত আমার॥
আমাকে একক তিনি না রাখিলা হেথা।
কেন না তাঁহার কার্য্য করিছি সর্ব্বথা॥
বলিতেছিলেন তিনি এ সব যখন।
করিল অনেকে তাঁয় বিশ্বাস স্থাপন॥ ৩০
অতেব যে যিহুদিরা বিশ্বাসিল তাঁরে।
বলিলেন যীশু তাহাদিগে পুনর্ব্বারে॥

তোমরা আমার বাক্যে যদি কেহ থাক।
আমার প্রকৃত শিষ্য হবে মনে রাখ॥
সত্য কি তোমরা আর জানিতে পারিবে।
সত্যে তোমাদিগে আর স্বাধীন করিবে॥
অব্রাহাম বংশ হই আমরা সবাই।
এ পর্য্যন্ত দাসত্ব কাহার করি নাই॥
উত্তরিল তারা তবে কেমনে আপনি।
করিবেন স্বাধীন বলিলা হেন শুনি॥
সত্য সত্য বলিতেছি বলিলা উত্তরে।
যে কেহ এ ধরামাঝে পাপকার্য্য করে॥
পাপের সে ক্রীতদাস, কিন্তু ক্রীতদাস।
চিরকাল গৃহে নাহি করে কভু বাস॥
চিরকাল পুত্রই থাকেন নিকেতন।
তিনি যদি স্বাধীনতা করেন অর্পণ॥
প্রকৃতপক্ষেই তবে হইবে স্বাধীন।
হইবে না কভু আর পাপের অধীন॥
জানি আমি তোমরাই অব্রাহাম-বংশ।
তথাপি তোমরা মোকে করিবারে ধ্বংস॥
চাহিতেছ, কেননা আমার কথা যত।
হ'তেছে না তোমাদের অভিপ্রায় মত॥

পিতার নিকটে আমি যাহা দেখিয়াছি।
তোমাদের কাছেতে তাহাই বলিতেছি॥
তোমরা ও তোমাদের পিতার নিকটে।
শুনিয়াছ যাহা তাহা করিতেছ বটে॥ ৩৮
তাহারা উত্তরে তাঁকে বলিল তখন।
অব্রাহাম আমাদের পিতৃদেব হন॥
তাঁহার সন্তান যদি তোমরা হইতে।
তাঁহার মতন তবে কার্য্যও করিতে॥
বলিলেন যীশু দেখি তোমরা সকলে।
আমাকে বধিতে চেষ্টা করিছ কৌশলে॥
আমি তোমাদের কাছে সত্যের প্রকাশ।
করেছি শুনেছি যথা ঈশ্বর সঙ্কাশ॥
এমত না করিলেন সেই অব্রাহাম।
আমি সপ্রকাশ করি সত্য ধরাধাম॥
তাহারা কহিল মোরা ব্যভিচার-জাত।
নহি, এক ঈশ্বরই আমাদের তাত॥
বলিলেন যদি ঈশ হইবেন তাত।
চাহিতে না করিবারে আমাকে আঘাত॥
আমাকে বাসিতে ভাল, ঈশ্বর হইতে।
যেহেতু এসেছি আমি, ভাবিতে মনেতে॥

আপনা হইতে আমি আসি নাই হেথা।
তাঁহার প্রেরিত মনে ভাবিতে এ কথা॥
তোমরা আমার বাক্য কেন বুঝিছ না।
কারণ আমার বাক্য শুনিতে পার না॥
তোমাদের পিতা দিয়াবলের তোমরা।
তোমাদের কার্য্য তার বাঞ্ছাপূর্ণ করা॥
প্রথম হইতে সেত নরহত্যাকারী।
সত্যে তার মতি নাই অসত্য আচারী॥
কারণ তাহার মধ্যে নাই সত্য-লেশ।
মিথ্যাই সম্বল তার জান সবিশেষ॥
আপন হইতে সেত বলে মিথ্যা কথা।
কেননা সে মিথ্যাবাদী আর মিথ্যাপিতা॥
কিন্তু আমি বলি সত্য, তোমরা আমাকে।
বিশ্বাস না করি কর বিশ্বাস তাহাকে॥
কে আছে এমন বল হেথা বিদ্যমান্।
পাপী বলি আমাকে করিবে সপ্রমাণ॥
তবে যদি করিতেছি সত্যই প্রকাশ।
আমাকে তোমরা কেন কর না বিশ্বাস॥
ঈশ্বরের হবে যে সে ঈশ্বরের কথা।
অবশ্য শুনিবে ইথে না হয় অন্যথা॥

এজন্যই তোমরা না শুনিছ বচন।
ঈশ্বরের নহ,তার ইহাই কারণ॥
উত্তরিল যিহূদীরা আমরা তোমায়।
ভূতে ধরিয়াছে ইহা বলিনা কি হায়॥
বলি না কি তোমাকে যে তুমি সমরীয়।
বলি না কি তুমি যে না হও যিহূদীয়॥
উত্তরিলা আমাকে ত ভূতে পায় নাই।
পিতার সম্মান আমি করিয়া বেড়াই॥
তোমরা করিছ আর মম অসম্মান।
মম অপমানে হয় পিতার অমান॥
আমি নাহি খুঁজি কিন্তু গৌরব আপন।
করিবেন বিচার আছেন একজন॥
সত্য সত্য বলিতেছি যে বাক্য আমার।
পালন করিবে, মৃত্যু হইবে না তার॥
বলিল সে যিহূদীরা জানিলাম এবে।
ভূতে পাইয়াছে তোমা কে ইহা না কবে॥
বহুদিন হ'ল গত পিতা অব্রাহাম।
কত প্রবাচক তথা গত স্বর্গধাম॥
তুমি বলিতেছ, শুনে যে বাক্য আমার।
মৃত্যুর আস্বাদ পেতে হবে না তাহার॥

গত অব্রাহাম যিনি আমাদের পিতা।
তা হ'তে মহান্ তুমি বল কি এ কথা॥
প্রবাচকগণ সব হয়েছে বিগত।
কে তুমি বলিয়া এবে হতে চাও খ্যাত॥
বলিলেন যীশু যদি গৌরব আমার।
আমি করিতাম মূল্য কি হইত তার॥
পিতাই গৌরবান্বিত করেন আমায়।
তোমাদের ঈশ্বর বলিয়া বল যাঁয়।
আর বলি তোমরা তাঁহাকে জান নাই।
আমি তাঁকে জানিয়াছি ইহাই জানাই॥
আমি যদি বলি আমি জানি নাই তাঁয়।
মিথ্যাবাদী হব আমি তোমাদের ন্যায়॥
কিন্তু আমি জানি তাঁকে তাই আমি তাঁর।
আদেশ পালন করি শুন কথা সার॥
আর শুন তোমাদের পিতা অব্রাহাম।
দেখে মম দিন, হ'তে পূর্ণ মনস্কাম॥
কতই উল্লাস সহ প্রতীক্ষা করিলা।
দেখিলা, আনন্দ কত হৃদয়ে পাইলা॥
ইহা শুনি যিহূদিরা তাঁহাকে বলিল।
এবেও পঞ্চাশ বর্ষ বয়ঃ না হইল॥

তুমি কি দেখেছ সেই অব্রাম পিতায়।
এ যে কথা বলিতেছ বাতুলের প্রায়॥
যীশু বলিলেন আমি সত্য বলিতেছি।
অব্রাহাম হইবার আগে আমি আছি॥
তাহা শুনি তাহারা বধিতে তাঁরে চায়।
হাতেতে প্রস্তর তুলি প্রস্তরের ঘায়॥
কিন্তু যীশু লুকা'লেন আর অলক্ষিতে।
বাহিরে গেলেন কেহ নারিল মারিতে॥

নবম অধ্যায়।

জনৈক অন্ধের চক্ষুদান।

যাইতে যাইতে পথে দেখিলেন তিনি
জন্মান্ধ জনৈক বসি অতীব দুঃখিত;
শুধাইল শিষ্যেরা বলুন রব্বি শুনি,
কে করিল পাপ যাতে চক্ষু বিরহিত
হইয়া জন্মিল এই অন্ধ কদাকার,
পাপী কি সে নিজে কিম্বা পিতা মাতা তার?

উত্তরিলা যীশু অন্ধ পাপ করে নাই,
পাপ করে নাই তার জনক জননী ;
ঈশ্বরের কার্য্য কিন্তু ব্যক্ত হওয়া চাই,
ব্যক্ত করিলেন ইথে সেই কার্য্য তিনি।
দিবাতেই প্রেরকের কার্য্য করা চাই,
রাত্রি আসিতেছে,কার কার্য্য তদা নাই।

যখন জগতে আমি করি বিচরণ
জগতের জ্যোতি আমি জানহ সকলে ;
এত বলি ভূমে থুথু করি নিক্ষেপণ,
কাদা করি দিয়া তার নয়ন যুগলে।
বলিলা, শীলোহে (১) গিয়া কর প্রক্ষালন
প্রক্ষালিয়া পেল অন্ধ যুগল নয়ন।

নেত্র পেয়ে যেই অন্ধ আসিল ফিরিয়া,
পাড়াবাসিগণ তারে করিয়া দর্শন
বলিতে লাগিল ভিক্ষা করিত বসিয়া,
এই কি সে নয়, কিবা অন্য কোন জন ?
কেহবা বলিল বটে এইত সেইত ;
কেহবা বলিল না হে, তবে তার মত।

(১) Pool of Siloam অর্থ প্রেরিত সরোবর।

বলিল সে ব্যক্তি আমি বটে সেই জন,
ছিলনা আমার চক্ষু, পাইয়াছি তাহা ;
জিজ্ঞাসিল তারা তোমা কে দিল নয়ন ?
কে খুলিয়া দিল দৃষ্টি নাহি ছিল যাহা ?
বলিল যাহার নাম যীশু, কাদা করি,
প্রলেপ দিলেন তিনি নয়ন উপরি ;

বলিলেন, যাইয়া শীলোহে ধু'য়ে ফেল,
গেলাম শীলোহে, গিয়ে ধু'য়ে ফেলিলাম ,
তাঁহার কৃপায় মম কি ফল ফলিল !
ধুইলাম আর আমি চক্ষু পাইলাম !
সুধাইল তাহারা আছেন তিনি কোথা ;
বলিল সে, আমি নাহি জানি সেই কথা। ১২

পূর্ব্বে যে আছিল অন্ধ তাহারে আনিল
ফরিশীগণের কাছে তাহারা সকলে ;
বিশ্রামবারের কিন্তু সেই দিন ছিল,
যে দিনে করিলা কাদা চক্ষু দিলা খুলে।
অতেব ফরিশীগণ সুধা'ল অন্ধেরে,
কেমনে পাইলে দৃষ্টি বল ঠিক করে।

উত্তরিলা অন্ধ যীশু নয়নে আমার,
দিলেন কাদার লেপ, ধুইলাম যেই
ভাসিয়া উঠিল নেত্রে জগত সংসার,
পাইলাম দৃষ্টি এবে দেখিতেছি তেই।
কেহ কেহ বলিল এ ঈশ হ'তে নয়।
তা হলে বিশ্রাম বার পালিত নিশ্চয়॥

অপরে বলিল একি কথন সম্ভব?
অভিজ্ঞান কার্য্য হেন পাপীর কি সাধ্য?
মত-ভেদ হেন মতে হইল উদ্ভব,
সুধাইতে অন্ধকে হইল তারা বাধ্য;
কে সে যেবা খুলে দিল তোমার নয়ন:
উত্তরিল অন্ধ তিনি প্রবাচক হন।

অন্ধ সে পেয়েছে চক্ষু, কিন্তু এ কথায়
যিহুদীয়া নারিল বিশ্বাস করিবারে;
ডাকিয়া সুধায় তার পিতা ও মাতায়,
কেমনে এ পুত্র তব পায় দেখিবারে?
ছিল কি সে জন্মাবধি বিহীন নয়ন?
কেমনে পাইল তবে দেখিতে এখন।

উত্তরিল তাহারা এ পুত্র আমাদের,
জনম হইতে বটে বিহীন নয়ন ;
কি দিব উত্তর মোরা প্রশ্নে তোমাদের,
জানিনা কেমনে পেল নয়ন এখন।
কে দিল খুলিয়া চক্ষু বলিব কেমনে ;
সুধাও, বরঞ্চ পুত্র বলিবে আপনে।

পিতামাতা এরূপে যে করিল উত্তর,
যিহুদিদিগকে ভয় তাহার কারণ,
কেননা এমন যুক্তি ছিল স্থিরতর
যীশুকে যে খ্রীষ্ট বলি করিবে ঘোষণ,
করিতে হইবে তাকে সমাজ বিচ্যুত,
অন্ধ পিতামাতা কাজে হয়েছিল ভীত।

তাইত বলিল তারা বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র,
জিজ্ঞাস তাহাকে, মোরা কি দিব উত্তর?
ডাকিয়া বলিল তারা অন্ধজনে তত্র,
গৌরব করহ তাঁর যে হন ঈশ্বর।
না কর গৌরব কিন্তু ইহার কথন
এ ব্যক্তি ত পাপী মোরা জানি সর্ব্বজন।

উত্তরিল চক্ষুপ্রাপ্ত, পাপী কি নিষ্পাপ
ইনি তাহা আমি নাহি জানি কদাচন ;
এই জানি ছিনু অন্ধ, হরে সেই পাপ,
দিছেন ইনিই মম দুর্লভ নয়ন।
নেত্র বিনা কিছু নাহি করিনু দর্শন,
এখন দর্শন করি এ বিশ্ব ভুবন।

এত শুনি শুধাইল তাহারা আবার
তব প্রতি সেই ব্যক্তি কিবা করেছিল ?
কেমনে সে খুলে দিল নয়ন তোমার ?
কিরূপেতে তব নেত্রে দৃষ্টি উপজিল ?
উত্তরে সে বলিল ত বলিয়াছি তাহা
আবার শুনিবে কেন শুনিয়াছ যাহা।

হইতে ইহাঁর শিষ্য বাসনা কি মনে ?
শিষ্য কেন হব, মোরা শিষ্য ত মুশার ;
তুইত ইহার শিষ্য, কর্কশ বচনে
উত্তরিল তারা সবে কথায় তাহার।
আমরা ইহাই জানি সহিত মুশার,
কথোপকথন হয় বিশ্ব বিধাতার।

কিন্তু এই ব্যক্তি কেবা লোক কোথাকার,
আমরা ত তার কিছু নহি অবগত,
উত্তরে বলিল অন্ধ বাক্য চমৎকার।
জাননা তোমরা ইনি কুতঃ সমাগত!—
ইনি যিনি চক্ষু খুলি দিলেন আমার,
জাননা তোমরা তিনি লোক কোথাকার!

জানি মোরা পাপীদের বাক্যে কর্ণপাত
না করেন কখন ঈশ্বর মহীয়ান্;
তাঁহার সেবক হয়ে অন্তরের সাথ
আদেশ পালন করে যে ব্যক্তি ধীমান্,
শুনেন তাহার বাক্য, সেই শক্তি পায়,
করিতে অদ্ভুত কার্য্য এ মর ধরায়।

আদি কাল হতে হেন করিনি শ্রবণ
পেয়েছে জন্মান্ধ ব্যক্তি নয়ন তাহার;
দেখেছে আমার মত এবিশ্ব ভুবন,
ঈশ্বর প্রসাদে ভিন্ন সম্ভবে কাহার?
ঈশ্বর হইতে ইনি যদি না আগত,
পারিতেন করিতে কি কার্য্য হেন মত?

ইহা শুনি তারা সবে করিল উত্তর,
পাপেতেই জন্ম তোর নিমগ্ন পাপেতে ;
আমাদিগে শিক্ষা দিতে হ'লি অগ্রসর,
সাহস ত কম নহে তোর হৃদয়েতে!
এত বলি তাহাকে বাহির করি দিল,
ফরিশীরা হেন মতে অন্যায় করিল॥ ৩৪

শুনিলেন যীশু তাকে বাহির করিয়া
দিইল ফরিশীগণ অত্যাচার-প্রিয় ;
তাই তিনি তার সহ সাক্ষাৎ করিয়া
সুধালেন অহো কিবা বাক্যেতে অমিয় ;
তুমি কি ঈশ্বর-পুত্রে বিশ্বাস করহ ?
সুধাইল উত্তরে তিনি কে প্রভু কহ।

কে তিনি ? করিব আমি বিশ্বাস তাঁহারে ;
বলিলেন যীশু তারে দেখিয়াছ তুমি,
বলিছেন বাক্য এবে তিনিই তোমারে ;
ক হিল বিশ্বাস প্রভু করিতেছি আমি।
ইহা বলি ভক্তিভাবে প্রণাম করিল ;
আনন্দাশ্রু চক্ষে তার উদয় হইল।

বলিলেন যীশু আমি এসেছি জগতে,
বিচার করিতে তাই করহ শ্রবণ ;
যাদের নয়ন এবে না পায় দেখিতে
দেখে যেন তারা সবে পাইয়া নয়ন ;
আর যারা দেখে যেন অন্ধ হয় তারা,
এজন্য জানহ মম আসা বসুন্ধরা।

তাহার সঙ্গেতে ছিল যে যে ফরিশীরা,
ইহা শুনি সুধাইল তাহারা তাঁহায় ;
অন্ধ কি তা'হলে যীশু সকলে আমরা,
এই কি তোমার বটে বাক্য-অভিপ্রায় ?
উত্তরিলা, অন্ধ হ'লে পাপ না হইত,
অন্ধ নও তাইত পাপেতে রত এত ? ৪১

দশম অধ্যায়।

উত্তম মেষপালক বিষয়ক উপদেশ।

সত্য সত্য তোমাদিগে বলিছি বচন,
দ্বার দিয়া মেষাগারে না করি প্রবেশ,

অন্য পথ দিয়া যেবা করে আরোহণ
সে দস্যু অথবা চোর জান সবিশেষ।

কিন্তু যেবা দ্বার দিয়া করয়ে প্রবেশ
পালক সে, দ্বারী তাকে দেয় দ্বার খুলি;
তাহার বচন শুনে সমুদায় মেষ,
নাম ধরে ডাকে সে হইয়া কুতুহলী।

আপনার মেষ লয়ে বাহিরে সে যায়,
অগ্রে অগ্রে তাহাদের করয়ে গমন;
মেষ গুলি কি সুন্দর পাছে পাছে ধায়,
কেননা তাহারা জানে তাহার বচন।

পরের পশ্চাতে তারা যাবে না এমন,
বরঞ্চ পলা'য়ে যাবে নিকট হইতে;
চিনে না তাহার রব তারা তেকারণ
পলাইয়া যাবে সবে ভীত হয়ে চিতে।

যীশু তাহাদিগে হেন বলিলে বচন,
এমন দৃষ্টান্ত তারা বুঝিল না কেহ,

এ রূপক মাঝে আছে যে অর্থ রতন
নারিল করিতে তারা তার পরিগ্রহ। ৬

তাহাদিগে বলিলেন যীশু পুনর্ব্বার,
সত্য সত্য বলিতেছি তোমাদিগে আমি ;
আমিই সে মেষ-সকলের জান দ্বার,
আমি সে যে মেষ-সকলের জান স্বামী।

এসেছিল যে যে লোক পূর্ব্বেতে আমার,
তাহারা সকলে চোর, দস্যু বা নিশ্চয় ;
শুনে নাই তাহাদের বচন কাহার,
মেষেরা কেননা তারা পালয়িতা নয়॥

দ্বার আমি আমা দিয়া যে করে প্রবেশ,
পরিত্রাণ পাবে যাবে ভিতরেতে আর ;
বাহিরে আসিবে,পাবে চরাণী বিশেষ ;
ভরণ পোষণ আমি করিব তাহার।

চোর আসে করে চুরি, করে বা হনন,
বিনাশ তাহার কার্য্য মম তাহা নয় ;

আমার সাহায্যে লোক পাইবে জীবন
প্রচুর জীবন সে ত নষ্ট নাহি হয়।

আমিই উত্তম মেষ-পালক শুনহ,
উত্তম পালক দেয় আপনার প্রাণ;
আপন মেষের জন্য সকলে জানহ
বৈতনিক রাখাল কি তাহার সমান?

প্রকৃত পালক নহে জান যে রাখাল,
মেষগণ যাহার নিজস্ব ধন নয়,
বৃক আসি আক্রমণ করিলে সে পাল
ফেলে পলাইয়া যাবে কথা সুনিশ্চয়।

কেন না সে বৈতনিক তাহার হৃদয়ে
মেষের জন্যেতে নাই প্রকৃত মমতা,
বিপদ আসিলে যাবে পলাইয়া ভয়ে,
প্রাণ দিয়া রক্ষা করা তার কি ক্ষমতা?

উত্তম রাখাল আমি, জানি মেষগণে,
জানি তারা সকলেই আমার নিজস্ব;

তারাও আপন বলি আমাকেই জানে,
আমিও তাদিগে ভাবি আমার সর্ব্বস্ব।

যেমন জনক মম জানেন আমাকে,
আমিও জনকে জানি,—ঠিক সে প্রকার
মেষের সহিত মম সম্বন্ধ এ লোকে,
তাদের জন্যেতে দেই জীবন আমার।

এ খোঁয়াড়ে ভিন্ন মম আছে অন্য মেষ
তাদিগেও হইবেক আনিতে আমার;
তারাও শুনিবে রব আমার আদেশ,
এক পাল, এক পাতা হবে সবাকার।

তাইত পিতার মম আমি এত প্রিয়,
কেন না জীবন আমি করি সমর্পণ;
জানেন সকল মম জনক স্বর্গীয়,
আবার আমিই করি জীবন গ্রহণ।

কেহ নাহি লয়ে থাকে আমার জীবন,
আমিই স্বেচ্ছায় তাহা বিসর্জ্জন করি,

আছে সাধ্য করি তাই জীবন অর্পণ
পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে তাহা পারি।
পেয়েছি আদেশ হেন নিকটে পিতার,
বলিতেছি তাই সবে শুন সমাচার ॥১৮

এই সব বাক্য শুনি য়িহূদিগণের
পুনর্ব্বার মতভেদ হইল বিস্তর ;
বলিল কেহবা তদা মধ্যে তাহাদের,
হয়েছে ভূতের দৃষ্টি ইহার উপর।

পাগল,—ইহার কথা শুনিতেছ কেন ?
অপরে বলিল ইহা হয় কি কখন ?
ভূতগ্রস্ত পারে কথা বলিতে কি হেন ?
পারে কি দিইতে ভূতে অন্ধের নয়ন ? ২১

শীতকাল উপস্থিত প্রতিষ্ঠা-পরব
যীরূশালেমেতে যীশু ঐশিক মন্দিরে,
সলোমন বারাণ্ডায় হইয়া নীরব
বেড়াতেছিলেন, শীত অত্যন্ত বাহিরে।

যিহুদিরা তাঁকে আসি ঘেরিয়া বলিল,
কতকাল আমাদিগে সংশয়ে রাখিবে ;
তুমি যদি খ্রীষ্ট হও, স্পষ্ট করি বল,
বিশ্বাস করিতে তোমা পারি মোরা তবে।

উত্তরে বলিলা যীশু আমি বলিয়াছি,
বিশ্বাস তোমরা নাহি করহ কথায় ;
পিতার নামেতে আমি যাহা করিতেছি,
সাক্ষী আছে আমার সে কার্য্য সমুদায়।

বিশ্বাস তোমরা নাহি কর কদাচন,
মম মেষ মধ্যেতে তোমরা নও কেহ ;
আমার মেষেরা শুনে আমার বচন,
পাছে পাছে আসে মম না করে সন্দেহ।

আমি তাহাদিগে চিনি একে একে সবে
অনন্ত জীবন আমি তাহাদিগে দেই ;
বিনষ্ট তাহারা নাহি কখন ত হবে,
কেড়ে নিতে তাহাদিগে সাধ্য কার নেই।

আমার জনক যিনি তাহাদিগে মোক্ষে
দিয়াছেন, জান তিনি অতীব মহান্;
হইতে পিতার হস্ত তাহাদিগে কেড়ে
নিতে পারে কেহ নাহি হেন শক্তিমান্।

আমিও আমার পিতা এক ঠিক্ জান,
ইহা শুনি যিহুদিরা মারিতে তাঁহায়
প্রস্তর লইল হাতে ক্রোধে হত-জ্ঞান,
সুধাইলা তাহাদিগে যীশু পুনরায়।

পিতার নিকট হ'তে আমি কত কার্য্য
দেখা'য়াছি তোমাদিগে উত্তম উত্তম;
তন্মধ্যে তোমরা করিয়া কোন্টী ধার্য্য
প্রস্তর মারিতে মোরে করেছ উদ্যম?

ভাল কার্য্য জন্য, তারা বলিল উত্তরে,
হইনি উদ্যত মোরা মারিতে প্রস্তর;
ঈশ্বরের নিন্দাবাদ সহে না অন্তরে,
মানুষ হইয়া চাও হইতে ঈশ্বর।

বলিলেন যীশু নাই শাস্ত্রে কি লিখিত
আমি বলিলাম সবে ঈশ্বর তোমরা।
যাহাদের কাছে হেন বাক্য উপনীত
ঈশ্বরের বাক্যে যদি ঈশ্বর তাঁহারা,

(ব্যর্থ নাহি হয় কভু শাস্ত্রের বচন)
তবে পিতা যাহাকে পবিত্র করি হেথা
পাঠালেন তারে কেন বলহ এমন—
ঈশ্বরের নিন্দা তুমি করিছ সর্ব্বথা,

কেন না বলিনু আমি পুত্র ঈশ্বরের ;
যদি তার কার্য্য সব না পারি করিতে,
নাহি চাই তা হলে বিশ্বাস তোমাদের,
কর না বিশ্বাস মোরে এক তিল চিতে।

আর যদি পারি আমি বিশ্বাস আমায়
না-ই যদি কর, কর বিশ্বাস কার্য্যেতে,
জানিতে বুঝিতে তবে পারিবে সবায়
আমাতে আছেন পিতা আমি আছি তাঁতে।

প্রস্তর নিক্ষেপ চেষ্টা হইল রহিত,
কিন্তু তাঁরে ধরিবারে চাহিল আবার ;
তাহাদের আক্রমণ এড়ায়ে ত্বরিত
গেলেন চলিয়া বহিঃ যীশু পুনর্ব্বার। ৩৯

অতঃপর যর্দ্দনের পারে যেই স্থানে
যোহন জলাভিসিক্ত প্রথমে করিলা ;
যীশু গিয়া উপস্থিত হইলা সেখানে,
সেখানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলা।

বহুলোক সমাগত হইল সে ঠাঁই,
তাহারা বলিল সবে যোহন দ্বারায়
অভিজ্ঞান কার্য্য কিছু করা হয় নাই,
ইঁহার বিষয় কিন্তু যা তিনি কথায়

বলিলেন, দেখিতেছি সত্য তা সকলি,
অবিশ্বাস কি প্রকারে করিব ইঁহায় ?
এইরূপে তারা সবে করি বলাবলি,
অনেকে বিশ্বাস তাঁরে করিল তথায়। ৪২

একাদশ অধ্যায়

মৃতের জীবন দান ও তাহার ফল।

মরিয়ম আর মার্থা তাহার ভগিনী।
বেথানিয়া গ্রামে তারা ছিলেন বাসিনী॥
তথায় পীড়িত ছিল ব্যক্তি একজন।
লাসার তাহার নাম খ্যাত ত্রিভুবন॥
প্রভুকে সুগন্ধি তৈলে মাখাইল যেই।
কেশে মুছাইল পদ মরিয়ম সেই॥
তাহারই ভ্রাতা ছিল লাসার পীড়িত।
জ্ঞানশূন্য যেন চির নিদ্রায় নিদ্রিত॥
তাই তার ভগিনীরা বলে পাঠাইল।
এসে প্রভু দেখুন কি বিপদ ঘটিল॥
আপনি যাহাকে ভালবাসেন এমন।
দেখুন সে হয়ে আছে রোগে অচেতন॥

উত্তরে বলিলা যীশু কিছু নাহি ভয়।
এ রোগের পরিণাম মৃত্যু কভু নয়॥
ঈশ্বর-গৌরব এতে প্রকাশ পাইবে।
কেননা পুত্রের এতে গৌরব বাড়িবে॥
মার্থা ও ভগিনী আর ভ্রাতা সে লাসার।
ভালবাসা পাত্র তারা ছিলেক তাঁহার॥
তাই যীশু পীড়া তার হয়েছে শুনিয়া।
দুই দিন মাত্র তথা বিলম্ব করিয়া॥
অতঃপরে শিষ্যগণে বলিলেন চল।
যাইব আমরা পুনঃ যিহূদিয়াঞ্চল॥
কি বলেন রব্বি! তাঁর বলিল শিষ্যেরা।
আপনারে এইত মারিতেছিল তারা॥
এইত যিহূদিগণ প্রস্তরের ঘায়।
মারিত, আপনি পুনঃ যাবেন তথায়?॥
দিনে কি, বলিলা যীশু বার ঘণ্টা নাই?।
যদি কেহ চলে দিনে উছোট না খাই॥
জগতের আলো দেখে চলে যেতে পারে।
রাত্রিতে যে চলে সেত উল্টাইয়া পড়ে॥
কেন না তাহার সহ আলো মাত্র নাই।
বলিলা এ সব যীশু তাহাদের ঠাঁই॥

লাসার মোদের বন্ধু বলিলা তৎপরে।
অভিভূত হয়ে আছে ঘুম ঘোরতরে॥
যাইব তথায় আমি করিছি মনন।
নিদ্রা হ'তে তাহাকে করিব সচেতন॥
শিষ্যেরা বলিল যদি নিদ্রা তার বটে।
জাগিবে পাইয়ে মুক্তি এ রোগ সঙ্কটে॥
যীশু বলিলেন তার মৃত্যুর বিষয়।
নিদ্রা বলি বুঝিল শিষ্যেরা সমুদয়॥
অতেব তখন যীশু করি স্পষ্টতর।
বলিলা লাসার গেছে শমনের ঘর॥
ছিলাম না তথা আমি বলিয়া আমার।
আনন্দ হয়েছে শুন কারণ তাহার॥
তোমাদের বিশ্বাস হইবে ইহা হ'তে।
এজন্য আনন্দ বড় হয়েছে মনেতে॥
কিন্তু চল আমরা তাহার কাছে যাই।
থোমা তাই বলিল চলহ সব ভাই॥
মরিলে তাঁহার সহ মরিব আমরা।
বলিল দিত্নমঃ থোমা চল করি ত্বরা॥ ১৬

অতেব আসিয়া যীশু পাইল শুনিতে।
চারিদিন নিহিত সে আছে সমাধিতে॥

বেথানিয়া যিরূশালেমের সন্নিহিত।
পনর স্তাদিয়া (১) মাত্র দূরে অবস্থিত ॥
অনেক যিহুদি তাই সান্ত্বনা করিতে।
এসেছিল মরিয়ম মার্থার গৃহেতে ॥
তাদের ভ্রাতার কথা করিয়া উল্লেখ।
কতই সান্ত্বনা বাক্য বলিতেছিলেক ॥
অতেব শুনিয়া মার্থা যীশু-আগমন।
সাক্ষাৎ করিতে দ্রুত করিল গমন ॥
গৃহেতে রহিল বসি ভগ্নী মরিয়ম।
ভ্রাতৃ-শোকে দগ্ধ-প্রায় তাহার মরম ॥
যীশুকে বলিল গিয়া মার্থা অভাগিনী।
থাকিলে এখানে প্রভু তখন আপনি ॥
মরিত না মম ভ্রাতা কদাচ লাসার।
এমনি আছয়ে প্রভু বিশ্বাস আমার ॥
জানি আমি ঈশ্বরের কাছে যা আপনি।
চাহিবেন তিনি তাহা দিবেন অমনি ॥
যীশু বলিলেন মার্থা শুনহ বচন।
উঠিবে তোমার ভ্রাতা, শোক অকারণ ॥
বলিল প্রভুকে মার্থা কথা সত্য বটে।
বসিবে সে শেষ দিনে পুনর্ব্বার উঠে ॥

(১) Fifteen furlongs off.

যীশু বলিলেন তবে করহ শ্রবণ।
আমিই পুনরুত্থান আমিই জীবন॥
যে বিশ্বাস করে মোরে মরিলেও সেই।
জীবিত থাকিবে ইথে সন্দেহ ত নাই॥
যে আছে জীবিত, করে আমারে বিশ্বাস।
কথন সে যাইবে না মত্যুর আবাস॥
তুমি কি এ সব বাক্যে বিশ্বাস করহ।
বলিল ইহাতে প্রভু আছে কি সন্দেহ॥
করিছি বিশ্বাস প্রভু আপনি সে খ্রীষ্ট।
ঈশ্বরের পুত্র, যিনি আসিতে আদিষ্ট॥
পাপময় এ জগতে, তাই প্রভু অত্র।
এসেছেন ধরাধাম করিতে পবিত্র॥
এত বলি চলি গেলা মারথা তথনে।
ভগ্নীকে ডাকিয়া তদা বলিলা গোপনে॥
উপস্থিত গুরু তোমা ডাকিলেন তিনি।
উঠে গেল মরিয়ম শুনিয়া অমনি॥
(তথনো গ্রামের মধ্যে যীশু যান নাই।
মার্থা তাঁতে যথা দেখা ছিলা সেই ঠাঁই॥)
মরিয়মে যে সকল যিহুদিরা গৃহে।
সান্ত্বনা করিতেছিল কত কথা কহে॥

সহসা উঠিতে তারে দেখিয়া ভাবিল।
ভ্রাতার কবরে বুঝি কাঁদিতে চলিল॥
তারাও পশ্চাদে তার করিল গমন।
কেননা তাদের ছিল শোকাকুল মন॥
যেথানে ছিলেন যীশু যাইয়া তথায়।
মরিয়ম দেখে তাঁরে পড়ে গেলা পায়॥
বলিলা আপনি প্রভু থাকিলে এথানে।
যাইত না ভ্রাতা মম মৃত্যুর সদনে॥
যথন দেখিলা যীশু বিলাপে কাতর।
হইতেছে মরিয়ম শোকার্ত্ত অন্তর॥
দেখিলা কাঁদিছে সঙ্গে যিহুদি সকলে।
বুক ফেটে কান্না তাঁর উঠিল উথলে॥
হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা হ'ল অনুভূত।
বলিলেন কোথা তারে করেছ নিহিত॥
উত্তর—আসিয়া প্রভো করুন দর্শন।
যীশুও তাদের সঙ্গে করিলা রোদন॥
বলিল সে যিহুদিরা করহ দর্শন।
ভালবাসিতেন তিনি লাসারে কেমন॥
কেহ কেহ বলিল যদ্যপি এই ব্যক্তি।
অন্ধকে করিলা দান দর্শনের শক্তি॥

তিনি কি ইহার মৃত্যু নারিলা বারিতে।
শুনি যীশু লাগিলা অন্তরে কোঁকাইতে॥
করিলা গমন পরে কবরের কাছে।
কবর ত গুহা, মুখে শাণ চাপা আছে॥
বলিলেন যীশু ফেল সরায়ে পাথর।
মৃতের ভগিনী মার্থা করিল উত্তর॥
চারি দিন হ'ল এবে কবর হয়েছে।
অত্যন্ত দুর্গন্ধ এতে নিশ্চয় জন্মেছে॥
বলিলেন যীশু তোমা বলিয়াছি আমি।
বিশ্বাস যদ্যপি কর মম কার্য্যে তুমি॥
ঈশ্বর গৌরব এতে পাইবে দেখিতে।
সরাও পাথর দ্বিধা নাহি কর চিতে॥
এত শুনি সরাইলে তাহারা পাথর।
ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি হয়ে যীশু বলিলা, ঈশ্বর॥
ধন্যবাদ করি পিতঃ আমার বচন।
শুনিয়াছ কতবার করেছ গ্রহণ॥
জানিতাম আমি তুমি সকল সময়।
যাহা বলি তাহা শুন অন্যথা না হয়॥
এই সব লোক দেখ চৌদিকে আমার।
দাঁড়াইয়া আছে তাই আমি এ কথার॥

করিলাম উল্লেখ, বিশ্বাস যেন করে।
পাঠালে মোরে যে তুমি ধরার ভিতরে।
এই কথা বলি যীশু উচ্চতম স্বরে।
বলিলা লাসার এস বাহিরে সত্বরে॥
করেরে বস্ত্রে তার হস্ত ও চরণ।
বাঁধা ছিল, মুখে ছিল বস্ত্র আচ্ছাদন॥
বাহিরে আসিলে মৃত দেখিয়া তাহায়।
বলিলেন খুলে দাও তোমরা উহায়॥
যথা ইচ্ছা চলে যা'ক পাইয়া জীবন।
ঈশ্বরের ধন্যবাদ করহ কীর্ত্তন॥৪৪

এসেছিল মরিয়ম সদনে যাহারা।
দেখিয়া এসব কার্য্য সেই যিহূদিরা॥
অনেকে তাঁহাকে এবে বিশ্বাস করিল।
তিনিই যে খ্রীষ্ট ইহা ধারণা হইল॥
ফরিশীগণের কাছে কিন্তু কেহ কেহ।
বলিল যাইয়া দৃষ্ট ঘটনা সমূহ॥৪৬

তাহা শুনি প্রধান যাজকগণ যত।
ফরিশী সকলে তথা হ'ল সমবেত॥
সভা করি বলিল কি করিছি আমরা।
এত করিতেছে কত কার্য্য পরম্পরা॥

কত অভিজ্ঞান-কার্য্য করিল সাধন।
আকৃষ্ট হতেছে ক্রমে লোক সাধারণ॥
এরূপে আমরা যদি কিছুই না করি।
লোকের বিশ্বাস হবে তাহার উপরি॥
রোমীয়েরা তাহা দেখি এখানে আসিয়া।
আমাদের দেশ জাতি লইবে কাড়িয়া॥
কিন্তু তাহাদের মাঝে ছিলা একজন।
কায়াফা তাঁহার নাম জানে সর্ব্বজন॥
সেই বৎসরের তিনি যাজক প্রধান।
বলিলেন'তাহাদিগে তোমরা অজ্ঞান॥
সকলের জন্য যদি মরে এক ব্যক্তি।
বিনষ্ট না হয় যদি সমুদায় জাতি॥
ইহা তোমাদের পক্ষে ভাল নিঃসন্দেহ।
কিন্তু কি এ বিবেচনা করিতেছ কেহ॥
এ উক্তি তাঁহার কিন্তু নহে নিজ হ'তে।
প্রধান যাজক তিনি সেই বৎসরেতে॥
প্রধান যাজক বলি এই দৈব বাণী।
লোক সম্বোধন করি বলিলেন তিনি॥
বলিলেন যীশুকে এ জাতির জন্যেতে।
যাইতে হইবে শীঘ্র শমন-গৃহেতে॥

কেবল জাতির জন্য, ঠিক্ তাহা নয়।
বিক্ষিপ্ত এখন সব ঈশ্বর-তনয়॥
একত্রিত হবে তারা মৃত্যুতে তাঁহার।
করিল সেদিন হ'তে এই যুক্তি সার॥ ৫৩

যিহুদিগণের মধ্যে যীশু তদবধি।
প্রকাশ্যে না করিতেন কভু গতিবিধি॥
কিন্তু তথা হইতে তিনি প্রান্তরের কাছে।
ইফ্রয়িম নগর যেথানে স্থিত আছে॥
শিষ্যগণ সহ তথা করিয়া প্রস্থান।
লাগিলেন করিতে নির্ভয়ে অবস্থান॥
যিহুদিগণের তদা পাস্কাপর্ব্ব কাছে।
শুচি হ'তে সে পর্ব্বেতে যে যথায় আছে॥
পর্ব্বের পূর্ব্বেই বহু পল্লীবাসিগণ।
যিরূশালেমেতে সবে করিল গমন॥
যীশুর সন্ধান তারা করিল বিস্তর।
দাঁড়াইয়া মন্দিরে বলিল পরস্পর॥
তোমাদের মনে হেন হয় কি উদয়।
আসিবেন না তিনি কি পর্ব্বে এ সময়॥
প্রধান যাজক তথা ফরিশীরা আর।
করেছিল ইতঃপূর্ব্বে আদেশ প্রচার॥

কোথায় আছেন তিনি যদি কেহ জানে।
দেখাইয়া দি'ক তাঁরে লোক সন্নিধানে॥
লোকেরা তাঁহারে পারে ধরিবারে যেন।
পূর্ব্ব হ'তে প্রচারিত ছিল আজ্ঞা হেন॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

নিস্তার পর্ব্বে যিরূশালেমে উপদেশ প্রদান।

পাস্কা পরবের মাত্র বাকী ছয় দিন,
আসিলা তখন যীশু বেথানিয়া গাঁয়;
যেখানে লাসার সেই জীবন-বিহীন
বেঁচে উঠেছিল তাঁর ঐশিক আজ্ঞায়।

তাইত প্রস্তুত তারা করিলেক তথা
নানাবিধ দ্রব্যে প্রভু যীশুর আহার;
পরিচর্য্যা করিলেন সকলকে মার্থা
ভোক্তা মধ্যে একজন ছিলেক লাসার।

অতএব মরিয়ম চরণে তাঁহার,
অর্দ্ধ সের জটামাংসী তৈল মাখাইল;
মুছাইল পদ তাঁর কেশে আপনার,
মূল্যবান্ তৈলগন্ধে গৃহ পূর্ণ হৈল।

কিন্তু সে যিহুদা যেই শত্রু হস্তে তাঁরে
সমর্পণ করিবেক, করিল চীৎকার;
বিক্রীত হইত তৈল, ত্রিশত দেনারে,
দিলে কত দরিদ্রের হ'ত উপকার।

যিহুদা দরিদ্র জন্য ভাবিত বলিয়া
বলেছিল হেনরূপ নাহি লয় মনে;—
চোর ছিল, ছিল তার কাছেতে থলিয়া,
রাখা হৈত তাহে যাহা লইত গোপনে।

যীশু শুনে বলিলেন মম যে পর্য্যন্ত
না হয় সমাধি, মেরী রাখুন ও তৈল;
দরিদ্র ত সদা আছে কাছেতে অনন্ত
আমাকে ত নাহি আর পাবে সদাকাল। ৮

অতএব যিহূদীয় লোক সাধারণ,
তথায় আছেন যীশু শুনিতে পাইয়া,
আসিতে লাগিল তাঁরে করিতে দর্শন
মৃতোত্থিত লাসারকেও দেখিবে বলিয়া।

কিন্তু ইথে যতেক প্রধান যাজকেরা
লাসারকেও বধিবেক মন্ত্রণা করিল;
কেননা তাহার জন্য যত যিহূদীরা
যীশুকে বিশ্বাস করে দেখিতে পাইল। ১১

পরদিন পর্ব্বেতে আগত লোক যত
যিরূশালেমেতে যীশু আসিছেন শুনি;
খর্জ্জূরের পত্র হস্তে তাঁকে প্রত্যুদ্গত
করিল হোশান্না বলি করি জয়ধ্বনি।

ধন্য যিনি প্রভুর নামেতে আসিছেন
ঈশ্রালের রাজা তিনি ধন্য শত বার,
যীশু ছোট গর্দ্দভ পাইয়া চড়িলেন,
তাহাতে ফলিল এই বাক্য পূর্ব্বকার;—

সিয়োনের কন্যে! ভয় করিওনা মনে,
আসিছেন রাজা ছোট গর্দ্দভে বসিয়া;
বুঝিল না এসব প্রথমে শিষ্যগণে,
কেন আসিছেন রাজা গর্দ্দভে চড়িয়া।

যখন মহিমান্বিত হইলেন তিনি
তখন তাহারা ইহা করিল স্মরণ ;
শাস্ত্রেতে লিখিত আছে এ সমস্ত বাণী
বিশ্বাস তাহাতে তাই করিল স্থাপন ।

এজন্য আহ্বান শুনি কবর হইতে
লাসার উঠিল মৃত পাইয়া জীবন ;
দেখেছিল যাহারা এসব স্বচক্ষেতে
সাক্ষ্যতা প্রদান তারা করিল এখন ।

এজন্যও লোকে তাঁকে আসিতে শুনিয়া
গিয়াছিল সাদরে করিতে আনয়ন ;
এই অভিজ্ঞান কার্য্য হয়েছে জানিয়া
আগ্রহে অধীর কেন না হইবে মন ।

পরস্পরে তাই এবে ফরিশীরা যত,
বলিতে লাগিল হায় কিছুই ত আর
করিতে না পারিতেছ, সমস্ত জগত
ধাইতেছে দেখ দেখ পশ্চাতে তাঁহার । ১৯

ভজনা করিতে পর্ব্বে গিয়াছিল যারা,
কেহ কেহ তাহাদের মধ্যে গ্রীক ছিল ;
গালীল-বেথ্সাইদাবাসী ফিলিপকে তারা
অতেব আসিয়া এবে জিজ্ঞাসা করিল।

বলিল হে মহাশয় আমরা সকলে
মহাত্মা যীশুকে চাই করিতে দর্শন ;
ফিলিপ আসিয়া তাহা আন্দ্রিয়কে বলে,
উভে গিয়া যীশুকে করিল নিবেদন।

বলিলেন যীশু শুন আসিছে সময়
হবেন মহিমান্বিত মানব-কুমার ;
যাবৎ না ভূমে পড়ি বীজ মৃত হয়,
নাহি ধরে ফল মাত্র একা থাকা সার।

যে বা ভালবাসে বেশি প্রাণ আপনার
হারায় সে প্রাণ তার, কিন্তু এ জগতে
যে দেখে আপন প্রাণ চক্ষে অবজ্ঞায়,
অনন্ত জীবন তার আছে ভবিষ্যতে।

যে আমার করে সেবা আসুক পশ্চাতে
যেখানেতে থাকি আমি, থাকিবে তথায় ;
প্রভূত সম্মান আছে তাহার ভাগ্যেতে,
করিবেন পিতা মম সম্মান তাহায়।

এবেত আমার চিত্ত হইল কাতর,
কি আর বলিব আমি, বলিতে অশক্ত ;
পিতঃ এ সময় হতে মোকে রক্ষা কর
এজন্যই ইহাতে হয়েছি আমি রত।

কর পিতঃ তব নাম মহিমা পূরিত,
হইল আকাশবাণী করিয়াছি তাহা,
পুনর্ব্বারো করিব একথা সুনিশ্চিত
শুনিল সকলে যারা ছিল দাঁড়াইয়া।

শুনিয়া বলিল কেহ মেঘ ডাকিতেছে,
কেহবা বলিল নাহে তাহা হবে কেন ?
উহার সহিত কেহ কথা বলিতেছে,
সে বুঝি স্বর্গের দূত—মনে লয় হেন।

যীশু বলিলেন ইহা মম জন্য নয়
তোমাদের জন্য এই বাণী মনঃপূত ;
জগতের বিচারের হতেছে সময়
হবেন জগত-পতি এবে বহিষ্কৃত।

আর আমি, আমি এই ভূতল হইতে
উন্নীত হইলে, সবে নিকটে আমার
আকর্ষিব, ইহা তিনি কিরূপ মৃত্যুতে
মরিবেন তার জন্য করিলা প্রচার।

লোকে শুনি বলিল বলুন মহাশয় !
ব্যবস্থায় শুনিয়াছি চিরকাল খ্রীষ্ট
থাকিবেন, তবে ইহা কি প্রকারে হয়
হবেন মানব-পুত্র ঊর্দ্ধেতে আকৃষ্ট।

সে মানবপুত্র কেবা ? ইহা শুনি যীশু
বলিলা এবেও আছে তোমাদের জ্যোতি,
চল যেন অন্ধকার নাহি গ্রাসে আশু,
আঁধারে যে চলে নাহি জানে সে নিয়তি।

যতক্ষণ আছে জ্যোতি নিকটে তাবৎ
উহাতে বিশ্বাস কর, জ্যোতির সন্তান
হইয়া বিখ্যাত হও সমস্ত জগৎ,
এত বলি তথা হ'তে করিলা প্রস্থান।

যদিও এরূপ কত অভিজ্ঞান-কার্য্য
করিয়াছিলেন যীশু তাদের সাক্ষাৎ;
তথাচ তাহারা তাঁহে অহো কি আশ্চর্য্য
না পারিল করিতে বিশ্বাস তৎক্ষণাৎ!

যিশাইর বাক্য ইথে হইল ফলিত
প্রভু, কে মোদের বাক্যে করেছে বিশ্বাস?
কাহার নিকটে প্রভু বাক্য প্রকাশিত
হইয়াছে? এ কারণে হ'ল অবিশ্বাস।

যেহেতু যিশাই পুনঃ এহেন বলেন—
অন্ধ করেছেন তিনি তাদের নয়ন
তাহাদের হৃদয় কঠিন করেছেন
পাছে বা তাদের করে নয়ন দর্শন;—

হৃদয়ে বুঝিয়া পাছে আসয়ে ফিরিয়া
আমি তাহাদিগে করি আরোগ্য বিধান ;
যিশাইয় এই সব গেলেন বলিয়া
কেননা দেখিলা তিনি প্রভু বিদ্যমান।

তথাচ অধ্যক্ষ মাঝে অনেকে তাঁহাতে
বিশ্বাস করিল মনে, কিন্তু ফরিশীরা
বহিষ্কৃত হয় পাছে সমাজ হইতে,
এ ভয়ে বিশ্বাস নাহি করিল তাহারা।

কেননা তাহারা চাহে মানুষ-সম্মান
ঐশিক সম্মান তারা তেমন না চায় ;
সমাজের ভয় সদা হৃদে বিদ্যমান
কেমনে চিনিবে তারা ঐশিক আত্মায় ? ৪৩

উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন প্রভু যীশু আর,
যে বিশ্বাস করে মোরে করে না আমায়,
পাঠালেন যিনি মোরে এভব সংসার
বিশ্বাস করয়ে সেত সেই মহাত্মায়।

সেরূপে আমাকে যেবা করয়ে দর্শন
দর্শন করয়ে সেত প্রেরকে আমার,
জ্যোতিরূপে আসিয়াছি এ বিশ্ব ভুবন
যে বিশ্বাস করে তারে গ্রাসেনা আঁধার।

আর যদি কেহ শুনি আমার বচন
পালন না করে, আমি বিচার তাহার
করি না, কেননা আমি বিচার কারণ
আসি নাই ত্রাণ করা করম আমার।

যে অগ্রাহ্য করে নাহি কথা মম শুনে
তাহার বিচার কর্ত্তা নাই তাহা নয়;
বলিয়াছি যাহা আমি শেষের সে দিনে
বিচার করিবে তাকে নাহিক সংশয়।

কারণ সে কথা আমি নিজে বলি নাই
পিতা যিনি আমাকে পাঠায়ে দিলা হেথা;
কি বলিব কি কহিব তিনিই সবাই
বলে দিয়াছেন মম কথা তাঁর কথা।

আর জানি আজ্ঞা তাঁর অনন্ত জীবন
অতএব বলি আমি যে সকল কথা ;
আমাকে কহিতে তিনি বলিলা যেমন
কহিতেছি তাহা আমি অবিকল তথা। ৫০

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মৃত্যুর পূর্ব্বে শিষ্যদিগের প্রতি সান্ত্বনা-বাক্য

এতক্ষণে যীশুখ্রীষ্ট জগৎ ছাড়িয়া।
যাবেন পিতার কাছে অন্তরে জানিয়া॥
সময় আগত ইহা করিয়া দর্শন।
জগতে তাঁহার ছিল যত প্রিয়জন॥
যাহাদিকে এত তিনি ভালবাসিতেন।
অন্তিম সময় তক ভালবাসিলেন॥
পাস্কা পর্ব্বের পূর্ব্বে এরূপ হইল।
রাত্রি হ'ল ভোজনের সময় আসিল॥
যিহূদা ইস্কারিয়োৎ অভিধা যাহার।
দিয়াবল প্রেরিত সে শিমোনকুমার॥
পূর্ব্বেই সঙ্কল্প দুষ্ট করেছিল মনে।
কেমনে ধরায়ে দিবে মানব-নন্দনে॥

সমস্ত তাঁহার হস্তে জগতের পিতা।
করেছেন সমর্পণ জেনেও একথা॥
তাঁহার নিকট হ'তে আগত ধরায়।
যেতে হবে তাঁর কাছে জানি পুনরায়।
এসব জেনেও তিনি ভোজ হ'তে উঠি।
উপরের বস্ত্র রাখি গামছা দিয়া কটি॥
বেঁধে পাত্রে জল ঢালি লইয়া সে জল।
ধোয়াইতে লাগিলা শিষ্য-পা-সকল॥
গামছা দিয়া মুছাইলা পদ তাহাদের।
ক্রমে ক্রমে আসিলা নিকটে পিতরের॥
শিমোন পিতর তদা বলিলা তাঁহায়।
প্রভু কি দিবেন জল আমার এ পায়॥
উত্তরিলা যীশু আমি করিতেছি যাহা।
বুঝিবে না এবে, পরে বুঝিবেক তাহা॥
পিতর বলিল প্রভু আমার চরণ।
আপনাকে ধোয়াইতে দিব না কখন॥
যীশু বলিলেন যদি এমন করহ।
মম সঙ্গে তব অংশ নাহিক জানহ॥
পিতর বলিল প্রভু শুধু পদ নয়।
ধুয়ে দিন মাথা হাত যদি ইচ্ছা হয়॥

যীশু বলিলেন শুন যে হয়েছে স্নাত।
পা ভিন্ন তাহার আর কি হইবে ধৌত ॥
সে ত আছে সর্ব্ব অঙ্গে শুচি সুনিশ্চয়।
কিন্তু দুঃখ তোমরা ত সবে শুচি নয় ॥
কেননা, তাঁহাকে দিবে ধরাইয়া যেই।
জানিতেন তারে তিনি বলিলেন তেই ॥
তোমরা সকলে শুচি নহ শিষ্যগণ।
ইহাই আমার আছে দুঃখের কারণ ॥১০

অপর তাদের সব পদ ধোয়াইয়া।
উপরের বস্ত্র স্বীয় গাত্রে জড়াইয়া ॥
যখন আসন তিনি করিলা গ্রহণ।
বলিতে লাগিলা লক্ষ্য করি শিষ্যগণ ॥
কি করিনু আজ আমি তোমাদের প্রতি।
বুঝিলে কি ? বলিতেছি শুন দিয়া মতি ॥
তোমরা আমাকে গুরু প্রভু বলি ডাক।
ভালই তাহাই আমি কিন্তু ভেবে দেখ ॥
প্রভু গুরু হইয়াও দ্বিধাশূন্য মনে।
ধোয়া'লাম তোমাদের চরণ যেমনে ॥
তখন কি তোমাদের পদ পরস্পরে।
ছিলনা উচিত কিহে ধোয়া'তে সাদরে ॥

এই মাত্র তোমাদিগে দেখায়ে দিলাম।
তোমাদের প্রতি আমি যথা করিলাম॥
তোমরাও কর তথা পরস্পর প্রতি।
পরস্পরে তোমাদের থাকুক সম্প্রীতি॥
সত্য সত্য বলিতেছি করহ শ্রবণ।
প্রভু হ'তে দাস বড় না হয় কখন॥
প্রেরিত যে, যে তাহাকে করয়ে প্রেরণ।
তাহা হ'তে বড় সেত না হয় কখন॥
এ সমস্ত যদি থাকে তোমাদের জ্ঞান।
ধন্য যদি কর তাহা হয়ে মতিমান্॥
তোমাদের সকলের বিষয় এমন।
বলিতেছি ভাবিও না মনে কদাচন॥
করিয়াছি যাহাদিগে আমি মনোনীত।
তাদের বিষয় আমি আছি সুবিদিত॥
কিন্তু এ শাস্ত্রের উক্তি যেন ফলে যায়।
যে আমার সঙ্গেতে একত্র রুটি খায়॥
সে আমার প্রতি অতি অবজ্ঞা করিল।
কেননা সে মম প্রতি পাদ উঠাইল॥
ঘটিবার পূর্ব্বে এবে বলিতেছি বলে।
বিশ্বাস করিতে যেন পারহ ঘটিলে॥

আমি সেই মশীহ বিশ্বাস যেন হয়।
তাইত বলিছি এ যে পূর্ব্বে সমুদয়॥
সত্য সত্য বলিতেছি শুন দিয়া মন।
আমার প্রেরিত জনে যে করে গ্রহণ॥
করে সে নিশ্চয় জান গ্রহণ আমারে।
আমারে গৃহিলে হয় গ্রহণ পিতারে॥
কেননা পিতাই মোরে হেথা পাঠাইলা।
আমাকে গৃহিলে সেই প্রেরকে গৃহিলা॥ ২০

এত যদি বলিলেন যীশু ত্রাণকর।
আত্মায় উদ্বেগ তাঁর হইল বিস্তর॥
বলিলেন তোমাদিগে বলিছি নিশ্চিত।
তোমাদের মধ্যে কেহ করিবে অর্পিত॥
আমাকে শত্রুর হস্তে করহ শ্রবণ।
শুনিয়া আশ্চর্য্য হল যত শিষ্যগণ॥
কাহাকে করিলা লক্ষ্য বুঝিতে নারিয়া।
একেতে অন্যের প্রতি রহিল চাহিয়া॥
যীশুর জনৈক শিষ্য প্রিয়পাত্র অতি।
বুকে আড় হইয়া করিতেছিল স্থিতি॥
শিমোন পিতর তাকে ইঙ্গিতে কহিল।
কে সে যাকে লক্ষ্য করি একথা হইল॥

যেমন আছিল সে ত তেমন থাকিয়া।
বলিল যীশুকে তাঁর বক্ষেতে হেলিয়া॥
কে সে প্রভু? উত্তর করিলা যীশু তায়।
ডুবাইয়া রুটিখণ্ড দিইব যাহায়॥
অতেব ডুবায়ে রুটি সে রুটি লইলা।
ইস্কারিয়োতীয় শিমোনের পুত্রে দিলা॥
যিহূদাকে দিলে রুটি, অবিলম্বে পরে।
শয়তান প্রবেশিল তাহার ভিতরে॥
অতএব যীশু তাকে বলিলা ডাকিয়া।
যাহা করিতেছ ফেল সত্বর করিয়া॥
কেন তিনি তাহাকে এমন বলিলেন।
ভোক্তা মধ্যে কেহ তাহা নাহি জানিতেন॥
কেহ কেহ তাহাদের করিলেন মনে।
যিহূদার কাছে থলি আছয়ে যখনে॥
যীশু তাকে বলিলেন পর্ব্বের জন্যেতে।
যাহা আবশ্যক তাহা সত্বর কিনিতে॥
অথবা দরিদ্রগণে কিছু যেন দেয়।
রুটিখণ্ড প্রাপ্ত সে হইল এ সময়॥
অতেব সে তৎক্ষণাৎ চলিল বাহিরে।
রাত্রিকাল সমাচ্ছন্ন সকল তিমিরে॥ ৩০

বাহিরে সে গেলে যীশু বলিলেন তবে।
হবেন মহিমান্বিত নৃকুমার এবে॥
হলেন মহিমান্বিত ঈশ্বর তাঁহাতে।
বলিলেন আর তিনি তাদের সাক্ষাতে॥
করিবেন তাঁহাকে মহিমান্বিত তিনি।
আপন মহিমারত্নে মহিমার খনি॥
শীঘ্রই এ সব কার্য্য হইবে সম্পন্ন।
হইয়াছে বৎসগণ সময় আসন্ন॥
তবুও কিঞ্চিৎকাল তোমাদের সাথে।
আছি,'পরে তোমরাই খুঁজিবে পশ্চাতে॥
যিহূদিদিগকে আমি বলেছি যেমন।
বলিতেছি তোমাদিগে তেমনি এখন॥
যথায় যেতেছি আমি তোমরা তথায়।
নারিবে যাইতে কেহ বলি হায় হায়॥
একটী নূতন আজ্ঞা শুনহ আমার।
মনে যেন থাকে ইহা তোমা সবাকার॥
ভালবেস তোমরা সকলে পরস্পরে।
এই মহাবাক্য রেখ নিহিত অন্তরে॥
আমি তোমাদিগে ভালবাসিয়াছি যত।
পরস্পরে তোমরা বাসহ ভাল তত॥

পরস্পরে হেন যদি ভালবাসা থাকে।
তোমরা যে মম শিষ্য জানিবেক লোকে॥ ৩৫
সুধালেন পিতর আপনি প্রভু কোথা।
যেতেছেন একবার বলুন সে কথা॥
যীশু বলিলেন আমি যাইতেছি যথা।
আসিতে পার না তুমি মম পাছে তথা॥
কিন্তু অতঃপরে তুমি পারিবে যাইতে।
পিতর বলিল কেন পারি না এবেতে॥
এখনি কেন না আমি পশ্চাৎ যাইব।
আপনার জন্য আমি প্রাণ সমর্পিব॥
যীশু বলিলেন তুমি জন্যে কি আমার।
বিসর্জ্জন করিবেক প্রাণ আপনার॥
সত্য সত্য বলিতেছি কথা তোমা সার।
যে পর্য্যন্ত তিনবার তুমি অস্বীকার॥
না করিবে আমাকে কুক্কুট সে পর্য্যন্ত।
ডাকিবে না, হইবে না রজনীর অন্ত॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মৃত্যুর পূর্ব্বে সান্ত্বনা-বাক্য।

না হও সন্দিগ্ধ হৃদয়ে কখন,
ঈশ্বরে বিশ্বাস করহ স্থাপন,
আমাকেও সবে বিশ্বাস কর।
আছে মম সেই বাটীতে পিতার
অনেকের তথা স্থান থাকিবার;
থাকিবার আছে অনেক ঘর॥
না থাকিলে তথা থাকিবার ধাম
আমি তোমাদিগে পূর্ব্বে বলিতাম;
তোমাদের স্থান করিতে যাই।
আগে আগে তাই করিছি গমন
যথা আছে সেই পিতার ভবন,
যেন গিয়ে পাও তোমরা ঠাঁই॥
তোমাদের স্থান প্রস্তুত করিতে
যেতেছি যেমন, তেমনি আসিতে
করেছি মনন, শীঘ্র আসিব।

এসে তোমাদিগে করিব গ্রহণ,
আমার সহিত তোমরা যেমন
এক স্থানে থাক হেন করিব ॥
আর আমি শুন যেতেছি যথায়
তোমরাও জান কোন্ পথে যায় ;
থোমা বলে প্রভু যাবেন কোথা ?
জানি না যথন কিরূপে চিনিব,
কোথায় সে পথে কিরূপে যাইব,
স্পষ্ট করি প্রভো বলুন কথা ॥
বলিলেন শুন আমার বচন,
আমি পথ, সত্য, আমিই জীবন ;
আমা দিয়া লোকে পিতায় পায়।
যদ্যপি তোমরা জানিতে আমায়,
জানিতে তাহলে আমার পিতায়
যে আমায় জানে, জানে তাঁহায় ॥
এথন হইতে তাঁহাকে জানিলে,
দেথিয়াছি তাঁকে এথন বুঝিলে,
ফিলিপ বলিল দেথান তাঁরে।
বলিলা—ফিলিপ! হারে এতদিন,
চলেছি তো'দের সঙ্গে অনুদিন

জানিলি না তোরা তবু আমারে ॥
আমাকে ফিলিপ দেখিয়াছে যে,
পিতাকেও ফিলিপ দেখিয়াছে সে,
কেমনে বলিলে দেখান তাঁয়।
তুমি কি বিশ্বাস করনা এমন,
পিতাতেই আমি আছি অনুক্ষণ,
পিতাও আছেন সদা আমায় ॥
যাহা আমি বলি, বলিনা আপনি,
আমাতে থাকিয়া বলে দেন তিনি,
আমি যাহা করি তিনি করেন।
আমাতে বিশ্বাস করহ স্থাপন,
পিতাতেই আমি আছি অনুক্ষণ,
পিতাও আমাতে সদা আছেন ॥
কার্য্য সব মম করেছ দর্শন,
না হয় তা দেখে কর স্থির মন,
আছেন আমাতে সতত পিতা।
সত্য সত্য আমি তোমাদিগে বলি
করিয়াছি আমি যে যে কার্য্যাবলী,—
দেখিয়াছ যাহা করিতে হেথা ;
আমাকে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করিবে,

সেও তাহা সব করিতে পারিবে,
তদপেক্ষা বরং করিবে মহৎ।
কেননা আমি নিকটে পিতার,
যাইতেছি গৌণ নাহি তার আর,
যাইতেছি পাছে রেখে জগৎ ॥
তোমরা আমার নামেতে যাহাই,
চাহিবে আমিও করিব তাহাই,
পিতা যেন হন মহিমান্বিত।
আমার নামেতে নিকটে আমার,
যদি কিছু চাও, শুন কথা সার,
আমা হ'তে তাহা হবে সাধিত ॥
ভালবাস যদি তোমরা আমায়,
পালিবে আমার আজ্ঞা সমুদায়,
করিবে না কভু অন্যথা তার।
পিতার নিকটে করিব প্রার্থন,
শান্তিদাতা তিনি আর একজন
তোমাদিগে খলু দিবেন আর ॥
সেই শান্তিদাতা সত্য-রূপ আত্মা,
তোমাদের সঙ্গে চির যাঁর সত্ত্বা,
থাকিবে, তাঁহারে দিবেন তিনি।

তাঁহারে জগৎ না পারে গৃহিতে
কেননা তাঁহারে না পারে দেখিতে
　　জগতের কাছে অজ্ঞাত যিনি ॥
তোমরা তাঁহাকে আছ অবগত।
তোমাদের কাছে আছেন সতত,
　　তোমাদের সঙ্গে রবেন নিত্য।
আমি তোমাদিগে করিয়া অনাথ
যাইব না, পুনঃ তোমাদের সাথ
　　আসিতেছি, কথা জানহ সত্য ॥
কিছুকাল পরে আমাকে জগৎ
দেখিবে না, কিন্তু তোমরা তাবৎ
　　দেখিবে আমাকে, কেননা আমি।
জীবিত, তোমরা জীবিত হইবে,
সে দিন তোমরা জানিতে পারিবে,—
　　এক আমি আর জগত-স্বামী !
পিতাতেই আমি, তোমরা আমায়
আছ, আমি আছি তোমা সবাকায়—
　　পিতাপুত্রে শিষ্যে যোগ মহান্।
প্রাপ্ত যে হয়েছে আদেশ আমার,
পালে, নাহি করে অন্যথা তাহার,

ভালবাসে সেই আমার প্রাণ॥
বাসে যে আমাকে ভাল সে নিশ্চয়
আমার পিতার প্রিয় পাত্র হয়
আমিও তাহাকে ভালবাসিব।
প্রকাশিত আমি হব কাছে তার
অস্তিত্ব আমাতে আছে যে পিতার
বুঝিবে সে, তাকে বুঝায়ে দিব॥
যিহূদা বলিল (ইস্কারিয়োৎ নয়)
বলুন বুঝায়ে প্রভু দয়াময়
কিজন্য আপনি জগত কাছে।
না পায়ে প্রকাশ মাত্র আমাদের
নিকটে প্রকাশ হবে ভবানের,
বুঝিনা ইহাতে কি অর্থ আছে॥
বলিলা তাহায় যে বাসে আমায়
ভাল সে পালিবে আজ্ঞা সমুদায়
বাসিবেন পিতা তাহাকে ভাল।
তাহার নিকটে আমরা আসিব
সহবাস তার সহিত করিব,
রহিব সঙ্গেতে অনন্ত কাল॥
না বাসে আমাকে ভাল যেই জন

সে আমার বাক্য করে না পালন,
আসিব না মোরা নিকটে তার।
তোমরা যে শুন আমার বচন,
আমার তা নয়, আমাকে প্রেরণ
করিলেন যিনি তা সে পিতার॥ ২৪
তোমাদের সাথে থাকিতে থাকিতে
বলিনু এ সব, আসিছে ত্বরিতে
আমার এখন আসন্ন কাল।
কিন্তু পিতা মম নামেতে আমার,
শান্তিপ্রদাতা সে পবিত্র আত্মার,
প্রেরণ করিবেন হয়ে দয়াল॥
তিনি তোমাদিগে সব শিখাবেন,
বলিয়াছি যাহা বলিয়া দিবেন,
স্মরণ করায়ে দিবেন সব।
শান্তি তোমাদের কাছে রেখে যাই,
আমার যে শান্তি তোমাদিগের দেই,
দানের প্রণালী কতক নব॥
জগৎ যেরূপ করয়ে প্রদান
আমি নাহি করি সেইরূপ দান
আমার এ দান অন্য প্রকার।

বিচলিত যেন না হয় হৃদয়,
কিছুতেই যেন নাহি হয় ভয়,—
আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান আমার॥
শুনিলে ত আমি যাহা বলিলাম,
চলিয়া যেতেছি যাহা কহিলাম,
আসিতেছি ফিরে বলিনু যাহা।
ভাল যদি তোমরা আমারে বাসিতে,
মনে মনে কত আনন্দ করিতে,
বলিলাম যাহা শুনিয়া তাহা॥
কেননা আমি ত নিকটে পিতার
যাইতেছি কত সৌভাগ্য আমার,
আমা হ'তে পিতা কত মহান্।
বলিলাম এবে ঘটিবার পূর্ব্বে,
পার যেন পরে বিশ্বাসিতে সর্ব্বে,
ঘটিলে হইয়া বিশ্বাসবান্॥
তোমাদিগে আমি কি বলিব আর,
সময় এক্ষণ হয়েছে আমার,
কেননা আসিছে জগৎপতি'।
আমাতে তাহার অধিকার নাই,
জগৎ তাহার অধিকার ঠাঁই,

আসিছে জগৎপতি ঝটিতি ॥
কিন্তু যেন জগৎ পারে জানিবারে,
আমি ভালবাসি কেবল পিতারে,
তাঁহার যে আজ্ঞা করি তাহাই।
উঠ শিষ্যগণ এসহ চলিয়া
কি কাজ আবার এখানে থাকিয়া,
এস সবে এস চলিয়া যাই ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মৃত্যুর পূর্ব্বে সান্ত্বনা-বাক্য।

আমি সত্য দ্রাক্ষালতা কৃষক আমার পিতা,
শাখা যাতে ফল নাহি ধরে।
পিতা তাহা দেন ফেলে, যাতে কিন্তু ফল ফলে
রেখে দেন পরিষ্কার করে ॥
তোমাদিগে আমি যাহা বলিয়াছি হতে তাহা
পরিষ্কৃত হইয়াছ সবে।
তোমরা আমাতে থাক, আমাকে থাকিতে রাখ
তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে তবে ॥

দ্রাক্ষালতা হ'তে ছিন্ন শাখা যদি হয় ভিন্ন
তাহে যথা ফল নাহি ধরে।
আমাতে না তথা থাকি ধরিতে ফল পার কি ?
তোমরা শিষ্যেরা চরাচরে॥
আমি দ্রাক্ষালতা শুন তোমরা ত শাখাগণ
আমাতে যে থাকে সর্ব্বদায়।
আমি যাতে থাকি আর সেই ত বলে আমার.
ফল ধরে ধরে পুনরায়॥
যে নাহি থাকে আমায় বাহিরে শাখার ন্যায়
নিক্ষিপ্ত সে যায় শুকাইয়া।
সে গুলি সংগ্রহ করি লোকে তাহা ফেলে পুড়ি
অগ্নি তাতে সংযোগ করিয়া॥
তোমরা আমাতে থাক যদি মম বাক্য রাখ
যা চাও করিব সম্পাদন।
ইথেই হবেন পিতা মহিমান্বিত বিধাতা
তোমরাও কবিবে ধারণ॥
কত ফল সুশোভন সুস্বাদু নেত্র-মোহন
হবে তাঁর মহিমা কীর্ত্তন।
তোমরা হইবে আর সুশিষ্য সবে আমার
বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে তথন॥

যেমন আমাকে পিতা আমি তোমাদিগে তথা
ভালবাসিয়াছি সর্ব্বক্ষণ।
আমার প্রেমেতে তবে অবস্থিতি কর সবে
আমাতে রাখহ সবে মন ॥
মম আজ্ঞা যদি পাল মম প্রেমে চিরকাল
থাকিবে তোমরা শিষ্য সবে।
যেমন আমি পিতার পালন করি আজ্ঞার
থাকিতেছি প্রেমে তাঁর তবে ॥
এই যে বলিনু সব মদানন্দ অনুভব
তোমরা করিতে যেন পার।
সে আনন্দ অনুপম হয় যেন পূর্ণতম
তোমাদের হৃদয়ে সবার ॥
শুন শুন মমাদেশ পরস্পরে দ্বেষ-লেশ
নাহি কর ভালবাস সদা।
আমি তোমাদিগে যথা ভালবাসিয়াছি তথা
ভালবাস সেরূপে সর্ব্বদা ॥
আপন বন্ধুর তরে প্রাণ বিসর্জ্জন করে
সে বন্ধুর তুল্য প্রেম কার।
তোমাদিগে যাহা যাহা বলিতেছি যদি তাহা
কর, হও বান্ধব আমার ॥

তোমাদিগে দাস বলি আমি আর নাহি বলি
বন্ধু মম তোমরা সকলে।
দাস নাহি জানে তাহা প্রভু তার করে যাহা
ডাকি তোমাদিগে বন্ধু বলে॥
কেননা পিতার কাছে যাহা যাহা শুনা আছে
বলিয়াছি সকলি তাহার।
তোমাদিগে প্রকাশিয়া আমার মন খুলিয়া
ছিল যত আদেশ পিতার॥
তোমরা ত মনোনীত কর নাই হয়ে প্রীত
আমাকে, আমিই করিয়াছি।
তোমাদিগে মনোনীত করিয়াছি নিয়োজিত
তোমাদিগে বাছিয়া লয়েছি॥
যেমন তোমরা সবে গিয়া ফল ধরে রবে
সেই ফল যেন স্থায়ী হয়।
যেন মম নামে যাহা চাহিবে পিতাকে তাহা
দেন তিনি হয়ে সদাশয়॥
আমার এই আদেশ তোমাদিগে সবিশেষ
ভালবাস সবে পরস্পরে।
জগৎ যদ্যপি করে ঘৃণা তোমা সবাকারে
নাহি হও দুঃখিত অন্তরে॥

তোমরা ত জান সর্ব্বে জগৎ ইহার পূর্ব্বে
আমাকেই করিয়াছে ঘৃণা ॥
জগতের যদি হ'তে জগত হইতে পেতে
ভালবাসা, তোমরা তার না।
জগৎ হইতে বাছি মনোনীত করিয়াছি
আমি তোমাদিগে, তাই করে!
ঘৃণা এত নানা মত কেননা তাহারা যত
আমা হ'তে আছয়ে অন্তরে ॥
করহ মনে স্মরণ বলিয়াছি যে বচন
দাস প্রভু হ'তে বড় নয়।
যখন তারা আমায় তাড়না করেছে হায়
তোমাদিগে করিবে নিশ্চয় ॥
যদ্যপি আমার কথা মানিত তাহারা তথা
তোমাদের কথাও মানিত।
কিন্তু মম নামে তারা তোমাদিগে দিবে তাড়া
মানিবে না এ কথা নিশ্চিত ॥
কেননা আমাকে যিনি পাঠালেন এ অবনী
তাহারা তাহাকে জানে নাই।
যদি নাহি আসিতাম নাহি কিছু বলিতাম
আমি হেন তাহাদের ঠাঁই ॥

তারা না পাপী হইত, এক্ষণে পাপ খণ্ডিত
করিবার নাহিক উপায়।
ঘৃণা যে করে আমাকে ঘৃণা সে করে পিতাকে
পাপে তার ভরা ডুবে যায়॥
যাহা কেহ করে নাই আমি তাঁহাদের ঠাঁই
যদি হেন কার্য্য পরম্পরা।
নাহি করিতাম তবে না হইত তারা সবে
পাপী,—পাপে না হইত ভরা॥
কিন্তু এবে তারা সবে পিতা ও আমাকে উভে
দেখিয়াছে করিয়াছে ঘৃণা।
শাস্ত্রে যথা লেখা আছে অকারণে ঘৃণিয়াছে
আমাকে—তা হইল ঘটনা॥
কিন্তু আসিবেন যবে শান্তিদাতা এই ভবে,-
পিতার নিকট হ'তে তাঁরে।
করিব আমি প্রেরিত পিতা হ'তে আবিভূর্ত
সত্যের স্বরূপ সে আত্মারে॥
দিবেন তখন তিনি সাক্ষ্য, সাক্ষী-শ্রেষ্ঠ যিনি
আমার বিষয়ে নিঃসন্দেহ।
তোমরাও দিবে আর প্রথম হ'তে আমার
সঙ্গে যদা আছ অহরহ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

মৃত্যুর পূর্ব্বে সান্ত্বনা-বাক্য।

এই সব তোমাদিগে কেন বলিলাম।
না হও বিশ্বাসচ্যুত তাই কহিলাম।
সমাজ হইতে লোকে করিয়া বাহির।
তোমাদিগে দিবে ইহা জান মনে স্থির॥
এমন কি, আসিতেছে সময় এমন।
যে কেহ তোমাদিগকে করিবে হনন॥
ভাবিবে সে হরষিত আপন মানসে।
করিলাম সেবা আমি ঈশ্বর উদ্দেশে॥
এ সমস্ত তারা সবে করিবে নিশ্চয়ে।
পিতাকে জানেনা তারা জানেনা তনয়ে॥
বলিনু যে তোমাদিগে এসব বচন।
তাহার কারণ বলি করহ শ্রবণ॥
এ সকল উপস্থিত হইবে যখন।
স্মরণ করিতে পার আমার বচন॥

বলি নাই বটে আমি এ সব আগেতে।
কেননা ছিলাম তোমাদিগের সঙ্গেতে ॥
কিন্তু এবে যাইতেছি কাছে প্রেরকের।
কোথা যাই পুছ না ত কেহ তোমাদের ॥
কিন্তু আমি এ সমস্ত বলিয়াছি বলি।
তোমাদের মনে দুঃখ উঠেছে উথলি ॥
তথাপি বলিছি আমি শুন কথা সার।
তোমাদের পক্ষে ভাল প্রস্থান আমার ॥
কারণ শুনহ আমি যদি নাহি যাই।
আসিবেন না শান্তিদাতা তোমাদের ঠাঁই ॥
কিন্তু যদি যাই আমি দিব পাঠাইয়া।
তোমাদের কাছে তিনি সত্বর আসিয়া ॥
পাপ, ধার্ম্মিকতা আর বিচার বিষয়।
জানাবেন জগতের লোকে সুনিশ্চয় ॥
জগৎ আমাকে নাহি বিশ্বাস করিয়া।
পাপী হ'ল দিবেন এ কথা বুঝাইয়া ॥
পিতার নিকটে আমি করিছি গমন।
আমাকে পাবেনা আর করিতে দর্শন ॥
ইহা হ'তে জগতের হৃদয়ে তখন।
হইবে অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-ভাবের সৃজন ॥

বিচারিত জগতের পতি, ইহা হ'তে।
বিচার সম্বন্ধে জ্ঞান হইবে জগতে॥
শান্তিদাতা হ'তে হবে হেন উপকার।
আমি গেলে আসা হেথা হইবে তাহার॥
এখন অনেক কথা আছে বলিবার।
সমস্ত বহিতে পার সাধ্য নাহি কার॥
পরন্তু সে সত্যরূপী শান্তিদাতা আত্মা।
আমি গেলে আসিবেন যখন মহাত্মা॥
করিবেন তোমাদিগে পথ প্রদর্শন!
যে পথে সমগ্র সত্যে করিবে গমন॥
আপনা হইতে তিনি নাহি বলিবেন॥
যাহা শুনিবেন মাত্র তাহা কহিবেন॥
তোমাদিগে আগামী বিষয় কত আর।
অবগত করাবেন শুন সমাচার।
আমাকে মহিমান্বিত তিনি করিবেন।
আমায় লইয়া তিনি লোকে জানা'বেন॥
যা কিছু পিতার আছে সকলি আমার।
এই জন্য বলিলাম শুন সমাচার॥
আমার সকল তিনি লইয়া থাকেন।
তোমাদিগে তাহাই তিনিই জানা'বেন॥

কিয়ৎকাল পরে আর তোমরা আমায়।
দেখিবে না করিবে সকলে হায় হায়॥
কিয়ৎকাল পরে পুনঃ করিবে লোকন।
আমাকে তোমরা সবে শুন দিয়া মন॥
এত শুনি কেহ কেহ লাগিল বলিতে।
এ কি কথা বলিছেন না পারি বুঝিতে॥
কিঞ্চিৎকাল পরে আর তোমরা আমায়।
দেখিবে না করিবে কেবল হায় হায়॥
কিয়ৎকাল পরে পুনঃ করিবে লোকন।
আমাকে তোমরা সবে শুন দিয়া মন॥
কেননা পিতার কাছে করিছি গমন।
তাই পরস্পরে তারা বলিল তখন॥
কিঞ্চিৎকাল বলি ইনি কি বলেন হায়।
কি উদ্দেশ্য বুঝিতে নারিনু একথায়॥
যীশু কিন্তু বুঝিলেন তাহাদের মন।
জিজ্ঞাসিতে কিছু তারা করে আকিঞ্চন॥
তাই তিনি তাহাদিগে বলিলা অগোণে।
বলেছি যে আমি তোমাদের সর্ব্বজনে॥
কিঞ্চিৎকাল পরে আর তোমরা আমায়।
দেখিবেনা করিবে কেবল হায় হায়॥

কিঞ্চিৎকাল পরে পুনঃ করিবে লোকন।
আমাকে তোমরা সবে শুন দিয়া মন॥
জিজ্ঞাসা কি করিতেছ ইহা পরস্পরে।
শ্রবণ করহ যাহা বলি প্রত্যুত্তরে॥
তোমাদিগে সত্য সত্য বলিছি বচন।
তোমরা বিলাপ আর করিবে রোদন॥
কিন্তু এ জগৎ হবে আনন্দে বিহ্বল।
দুঃখেতে কাতর হবে তোমরা সকল॥
কিন্তু তোমাদের দুঃখ শীঘ্র হবে গত।
আনন্দে সে দুঃখ হবে শেষে পরিণত॥
স্ত্রীলোকে প্রসবকালে দুঃখ পায় কত।
কেননা সময় তার হয়েছে আগত॥
কিন্তু যেই সন্তান প্রসূত হ'ল তার।
হৃদয়ে উথলি উঠে আনন্দ অপার॥
কেননা মনুষ্য এক ভূমিষ্ঠ হইল।
তখন তাহার মনে ক্লেশ না থাকিল॥
তোমাদের মনে বটে হইয়াছে দুঃখ।
কিন্তু মনে পুনর্ব্বার হইবেক সুখ॥
তোমাদিগে পুনর্ব্বার দিব সন্দর্শন।
হরিবে না কেহ সেই আনন্দ তখন॥

যার যাহা ইচ্ছা তাহা সুধায় এখন।
সেই দিনে কেহই না করিবে এমন॥
সত্য সত্য তোমাদিগে বলিছি বচন।
তোমরা পিতার কাছে যাহা আকিঞ্চন॥
করিবে তাহাই তিনি দিবেন নিশ্চয়।
মনের আনন্দ যেন তাহে পূর্ণ হয়॥
এই যে বলিছি সব রূপক ভাষায়।
এরূপ বলিতে আর হবে না আমায়॥
আসিতেছে এমন সময় অতি দ্রুত।
পিতার বিষয় স্পষ্ট করিব বিদিত॥
সেদিন তোমরা চাবে নামেতে আমার;
আমি কিন্তু না করিব নিকটে পিতার॥
তোমাদের জন্য আর কোন নিবেদন।
তিনিই স্বয়ং তুষ্ট আছেন যখন॥
কেননা তোমরা সবে ভালবাসিয়াছ।
আমাকে আমার বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়াছ॥
বিশ্বাস করেছ আমি মম পিতা হ'তে।
বাহির হইয়া হেথা এসেছি জগতে॥
বিশ্বাস করেছ আমি জগৎ ছাড়িয়া।
আবার তাঁহার কাছে রহিব যাইয়া॥

এ সকল শুনিয়া বলিল শিষ্যগণ।
বলিলেন স্পষ্ট দেখি এসব বচন॥
রূপক ছাড়িয়া ইহা স্পষ্ট বলিলেন।
জানিলাম এবে প্রভু সকল জানেন॥
কেহ যে জিজ্ঞাসে কিছু প্রয়োজন নাই।
আপনার জানা আছে পূর্ব্বেই তাহাই॥
ইহাতে বিশ্বাস মনে হইতেছে স্থির।
ঈশ্বর হইতে প্রভু হইয়া বাহির॥
এসেছেন ভবে হয়ে প্রতিনিধি তাঁর।
না রহিল সন্দে ইথে আমা সবাকার॥
যীশু কিন্তু তাহাদিগে বলিলা উত্তরে।
বটে কি বিশ্বাস হেন হয়েছে অন্তরে?॥
দেখ কিন্তু আসিতেছে সময় সত্বর।
ছিন্ন ছিন্ন হইয়া তোমরা পরস্পর॥
যার যেই পথ সেই না কর গমন।
আমাকে একাকী ফেলি করিয়া বর্জ্জন॥
তথাপি একাকী আমি হবনা কখন।
কেননা পিতাই মম চিরসঙ্গী হন॥
বলিয়াছি আমি তোমাদিগে এ সমস্ত।
শান্তি যেন পাও সবে হইয়ে আশস্ত॥

আমাতে আশ্বস্ত হয়ে শান্তি যেন পাও।
জগতে যে ক্লেশ আছে সব ভুলে যাও॥
হৃদয়ে সাহস বাঁধ, নাহি কর ভয়।
করিয়াছি আমি এই জগৎ বিজয়॥ ৩৩

সপ্তদশ অধ্যায়।

শিষ্যদের জন্য প্রার্থনা।

কহিলেন শিষ্যগণে যীশু এ সমস্ত।
আকাশের পানে করি নয়ন উন্যস্ত॥
পিতঃ সমাগত মম হয়েছে সময়।
পুত্রকে মহিমান্বিত কর দয়াময়॥
পুত্র যেন তোমাকে পারেন করিবারে।
মহতী মহিমান্বিত এ ভব সংসারে॥
যেমন তাঁহাকে তুমি মাংস মাত্র'পর।
কর্ত্তৃত্ব প্রদান করি করেছ ঈশ্বর॥
যেমন এসব তাঁকে করেছ অর্পণ।
তিনি তাহাদিগে দেন তেমন জীবন॥
অনন্ত জীবন এই তাহাদের জ্ঞান।
একই ঈশ্বর সত্য তুমি বিদ্যমান্॥

আর যীশুখ্রীষ্ট যাঁকে করেছ প্রেরণ।
তাঁহাকে জানাও হয় অনন্ত জীবন॥
যে কর্ম্ম করিতে তুমি দিয়াছ আমায়।
সম্পন্ন করেছি আমি তাহা বসুধায়॥
করিয়াছি তাহাতে মহিমান্বিত তোমা।
করহ মহিমান্বিত পিতঃ তুমি আমা॥
জগৎ সৃজন কালে তোমার সহিত।
ছিল যে মহিমা মম তাহাতে অন্বিত॥
কর পিতঃ আমাকে রাখিয়া নিজসঙ্গে।
তোমার মহিমা ব্যাপ্ত করি মম অঙ্গে॥
পৃথিবীর মধ্য হ'তে যে সব মানবে।
দিয়াছ আমাকে প্রভো তাহাদের সবে॥
প্রকাশ করেছি পিতঃ ভবদীয় নাম।
করিয়াছি করিতে দিয়াছ যে যে কাম॥
তাহারা তোমার ছিল তুমিই আমাকে।
প্রদান করেছ সেই মানবদিগকে॥
তাহারা তোমার বাক্য করেছে পালন।
অবগত তারা সবে হয়েছে এক্ষণ॥
যা কিছু আমাকে তুমি করিলে প্রদান।
সমস্তই তোমা হ'তে, হয়েছে এ জ্ঞান॥

কেননা যে সব বাক্য দিইলে আমায়।
তাহাদিগে দিয়াছি সে বাক্য সমুদায়॥
গ্রহণ করেছে তারা জানিয়াছে সত্য।
তোমা হ'তে আসিয়াছি জেনেছে এ তত্ত্ব॥
বিশ্বাস করেছে আর আমাকে হেথায়।
প্রেরণ করেছ তুমি অনন্ত দয়ায়॥
তাঁহাদের জন্য আমি করিছি প্রার্থনা।
জগতের জন্য কিন্তু প্রার্থনা করি না॥
যাদিগে দিয়াছ তুমি তাদের নিমিত্ত।
আমার প্রার্থনা এই করিতেছি সত্য॥
আমার সকল আর পিতঃ হে তোমার।
তোমার সকল আর পিতঃ হে আমার॥
হয়েছি তাহাদিগেতে মহিমা-অন্বিত।
আমি আর, বলি তব প্রেরিত, হে পিতঃ॥
আমি এজগতে নাই তাহারাই আছে।
আমি আসিতেছি পিতঃ ভবদীয় কাছে॥
যে নাম আমাকে তুমি করেছ প্রদান।
সে নামে তাদের কর রক্ষার বিধান॥
যেন তারা এক হয় আমরা যেমন।
পিতাপুত্রে এক, তথা হয় সর্ব্বজন॥

যখন ছিলাম আমি সঙ্গে তাহাদের।
দিয়াছ যে নাম মোরে গুণে সে নামের॥
তোমার সে নামে তাহাদিগে রক্ষিয়াছি।
সাবধানে তাহাদিগে রক্ষা করিয়াছি॥
বিনাশের পুত্র ভিন্ন কোন শিষ্য আর।
বিনষ্ট না হইয়াছে হে পিতঃ আমার॥
নিষ্ফল শাস্ত্রের উক্তি হইবার নয়।
এজন্য বিনষ্ট মাত্র বিনাশ-তনয়॥
কিন্তু আমি এক্ষণে তোমার কাছে যাই।
বলে যাই এই আর জগতের ঠাঁই॥
আমার আনন্দ যেন তাহারা সকলে।
পূর্ণভাবে অনুভব করে কুতূহলে॥
দিয়াছি তাদিগে আমি বচন তোমার।
জগতে হয়েছে তাই ভাজন ঘৃণার॥
এই জগতের নহি আমিও যেমন।
জগতের নয় বটে তারাও তেমন॥
প্রার্থনা করিনা আমি জগত হইতে।
তাহাদিগে লও যাও হে পিতঃ ঊর্দ্ধেতে॥
এইমাত্র চাই সেই দূরাত্মা হইতে।
রক্ষা কর তাহাদিগে পিতঃ এ জগতে॥

জগতের নহি নাথ! আমিও যেমন।
জগতের নয় বটে তারাও তেমন॥
তাহাদিগে সত্যে প্রভো কর সুপবিত্র।
তোমার বাক্যই সত্য বিদিত সর্ব্বত্র॥
আমাকে জগতে তুমি পাঠা'য়াছ যথা।
জগতে তাদিগে আমি পাঠা'য়াছি তথা॥
তাহাদের জন্য স্বয়ং হতেছি পবিত্র।
যেন সত্যে পূত তারা হয় সবে অত্র॥
কেবল শিষ্যের জন্য করিছি প্রার্থনা।
এমন বুঝিতে প্রভো হবে না হবেনা॥
যাহারা তাদের বাক্যে বিশ্বাস করয়।
তাহাদেরো জন্য মম এ প্রার্থনা হয়॥
তাহারা সকলে যেন পিতঃ এক হয়।
অনৈক্য তাদিগে যেন দেখে পায় ভয়॥
যেমন আমাতে তুমি আমিও তোমাতে।
থাকে যেন তারা তথা আমা উভয়েতে॥
জগৎ তা দেখি যেন ভাবে মনে মনে।
পাঠা'য়াছ আমাকে তুমিই ত্রিভুবনে॥
যে মহিমা তুমি মোরে করেছ প্রদান।
আমি তাহাদিগে তাহা করিয়াছি দান॥

যেন তারা এক হয় আমরা যেমন।
একতার ভিত্তি হেন কর সংস্থাপন॥
তাদের সকলে আমি, তুমিও আমায়।
যেন তারা সিদ্ধ হয়ে এক হয়ে যায়॥
জানে যেন এ জগৎ তুমিই আমায়।
পাঠাইয়াছিলে এই মর্ত্ত্য বসুধায়॥
ভালবাসিয়াছ আর আমাকে যেমন।
ভালবাসিয়াছ তাহাদিগকে তেমন॥
যাহা তুমি পিতঃ মোরে করিয়াছ দান।
আমার কি ইচ্ছা তাহা বলি বিদ্যমান॥
যেখানেতে আছি আমি তাহারা তথায়।
সঙ্গে থাকি দেখে যেন মম মহিমায়॥
সে মহিমা তোমারি যা দিয়াছ আমায়।
সঙ্গে থাকি দেখে যেন সেই মহিমায়॥
কেননা জগৎ সৃষ্টি হইবার আগে।
ভালবাসিয়াছ মোরে কত অনুরাগে॥
ন্যায়বান্ পিতঃ হায় তোমাকে অবনী।
জানে নাই, আমি কিন্তু পূর্ব্ব হ'তে জানি॥
ইহারাও জানিয়াছে তুমিই আমাকে।
পাঠায়ে দিয়াছ নাথ এ মর্ত্ত্য ভূলোকে॥

ভবদীয় নাম আমি তাহাদিগে আর।
জ্ঞাত করিয়াছি আর করিব আবার॥
যেন তুমি যে প্রেম আমাকে করিয়াছ।
যে প্রেমেতে তুমি আমা ভালবাসিয়াছ॥
তাদিগেতে থাকে তাহা, তাদিগেতে আমি।
থাকি যেন বর দাও ত্রিভুবন-স্বামী॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

গ্রেপ্তার ও বিচার।

যীশু এই সব বলি শিষ্যগণ সহ চলি
কিদ্রোণ নদীর পারে গেলা।
সেখানে উদ্যান ছিল শিষ্যেরা তাহে পশিল
তিনিও সে উদ্যানে পশিলা॥
ধরাইয়া দিবে আর তাঁহাকে যে দুরাচার
যিহূদা সে জানিত সে স্থান।
যেহেতু অনেকবারে শিষ্যগণ সহকারে
গিয়াছিলা যীশু সে উদ্যান॥

প্রধান যাজক যত ফরিশীরা আর কত
দিয়াছিল সৈন্য পদাতিক।
তাহাদিগে সঙ্গে করি যিহূদা ধর্ম্মের বৈরী
প্রবেশিল উদ্যানে নির্ভীক॥
লণ্ঠন, মশাল, অস্ত্র সঙ্গে লয়ে অতি ত্রস্ত
যিহূদা পশিল সেই স্থানে।
অতেব জানিয়া যীশু ঘটিতেছে যাহা আশু
বাহিরেতে আসিলা আপনে॥
সুধাইলা চাও কারে উত্তর হইল তাঁরে,
নাসরতী যীশুকেই চাই।
তাহাদিগে বলিলেন আমি সেই, রহিলেন
দাঁড়াইয়া তাহাদের ঠাঁই॥
ধরাইয়া দিতে আর যিহূদা যে দুরাচার
এসেছিল, সেও দাঁড়াইয়া।
যীশু বলিলেন যেই আমি সেই আমি সেই,
ভূমেতে পড়িল পিছাইয়া॥
পড়িলে তাহারা হেন, সুধাইলা যীশু পুনঃ
কাহারে করহ অন্বেষণ।
নাসরতী যীশুকেই বলিলে তারা সবাই;
বলেছি ত আমি সেই জন॥

যদ্যপি আমারে চাও, ইহাদিগে যেতে দাও
উত্তরেতে তিনি বলিলেন।
যাদিগে দিয়াছ মোরে হারাই নাই তার কারে
এই যাহা বলিয়াছিলেন॥
সিদ্ধ যেন হয় তাহা এজন্য বলিলা ইহা
যেতে দাও উহা সবাকারে।
আমি বটে সেই জন যারে কর অন্বেষণ
যা করিবে করহ আমারে॥
শিমোন পিতর তাতে নিষ্কোষিয়া খড়্গাঘাতে
মল্কের কাটিল ডান কাণ।
মল্ক আর কেহ নয় মহাযাজকের হয়
দাস, তার ছিল অভিমান॥
পিতরে বলিলা যীশু কোষ মধ্যে রাখ আশু
খড়্গ, এবে কি করিলে তুমি।
পিতা যেই পান-পাত্র দিয়াছেন মোরে অত্র
করিব না পান তাহা আমি॥
সৈন্যদল, সেনাপতি, যিহুদিদিগের প্রতি
সবে তারা যীশুকে ধরিল।
বন্ধন করিয়া তাঁয় প্রথমে লইয়া যায়
কায়াফা-শ্বশুর যথা ছিল॥

কায়াফা মহাযাজক সে বৎসর, ভয়ানক
ছিল তার শ্বশুর হানন।
তাহার নিকট এবে লইয়া সৈন্যরা সবে
বিচারার্থে কৈল সমর্পণ॥
কায়াফাই ইতিপূর্ব্বে বলেছিল লোক সর্ব্বে
যদি হয় অনেকের হিত।
একের মরণ তায় হইলে কি আসে যায়
হেন মৃত্যু সর্ব্বথা উচিত॥১৪

চলিল যীশুর পাছে শিমোন পিতর।
চলিল তাঁদের সঙ্গে শিষ্যেক অপর॥
প্রধান যাজক সেই শিষ্যে জানিতেন।
প্রাঙ্গণে তাহাকে তাই যাইতে দিলেন॥
যীশুও গেলেন সেই প্রাঙ্গণ ভিতর।
বাহিরে রহিল দ্বারে দাঁড়ায়ে পিতর।
মহাযাজকের চেনা সে শিষ্য পিতরে।
রক্ষিকাকে গিয়া বলে আনিল ভিতরে॥
জিজ্ঞাসে রক্ষিকা দাসী পিতরে তখন।
তুমি কি ইহাঁর নহে শিষ্য এক জন॥
পিতর বলিল আমি শিষ্য নহি তাঁর।
বড় শীত, সেই জন্য অগ্নি কয়লার॥

জ্বালিয়া দাসেরা আর পদাতিকগণ।
পোহাইতেছিল সেই আগুন তখন ॥
আগুনের কাছে তাই দাঁড়ায়ে পিতর।
করিতেছিলেন তায় গাত্র উষ্ণতর ॥ ১৮

অতেব যীশুকে সেই যাজক প্রধান।
শিষ্যগণে কি কি শিক্ষা দিলেন সুধান ॥
যীশু তাঁকে বলিলেন জগতের কাছে।
বলিলাম যাহা আমি স্পষ্ট বলা আছে ॥
সমাজ-গৃহেতে আর মন্দির ভিতরে।
যেখানে যিহূদি সবে একত্রে বিহরে ॥''
উপদেশ করিয়াছি গোপনে তা নয়।
আমাকে জিজ্ঞাসা কেন কর মহাশয় ॥
শুনিয়াছে যাহারা সুধাও তাহাদেরে।
কি কি আমি বলিয়াছি তাদের ভিতরে ॥
সুধাও তাহারা পারে বলিতে সকল।
আমাকে সুধালে তাহে নাহি হবে ফল ॥
দাঁড়ইয়াছিল যত পদাতিকগণ।
এতশুনি তাহাদের মধ্যে একজন ॥
যীশুকে চপেটাঘাত করিল তখন।
মহা যাজকের প্রতি উত্তর এমন ?

বলিলেন যীশু যদি বলিনু অন্যায়।
কি অন্যায় তাহা কেন বলনা আমায়॥
আমি যদি ন্যায্য কথা বলে থাকি আর।
কি জন্য আমাকে তবে করিলে প্রহার॥
অতেব হানন তাঁকে করিয়া বন্ধন।
কায়াফার নিকটেতে করিল প্রেরণ॥ ২৪

পোহাইতেছিলেন আগুন দাঁড়াইয়া।
শিমোন পিতর তাঁকে তাহারা দেখিয়া॥
কহিল তুমি কি নহে শিষ্য একজন।
নহি, বলি অস্বীকার করিলা তখন॥
পিতর যাহার কাণ ফেলিলা কাটিয়া।
সে দাসের জ্ঞাতি এক ছিল দাঁড়াইয়া॥
বলিল সে তোমাকে কি উদ্যান ভিতর।
দেখি নাই আমি সেই যীশু-সহচর॥
করিলা পিতর তাহা শুনি অস্বীকার।
তৎক্ষণাৎ শুনা গেল রব কুকুড়ার॥ ২৭

অতএব কায়াফার নিকট হইতে।
যীশুকে লইয়া গেল শাসক বাটীতে॥
তখন প্রত্যূষ কাল অরুণ উদয়।
সভ্যেরা অশুচি আর যাহাতে না হয়॥

পাস্খার ভোজন তারা করিবারে পায়।
প্রাসাদ ভিতরে তারা এজন্য না যায়॥
বাহিরে থাকিল সবে পীলাত দেখিয়া।
আসিলা তাদের কাছে নিজে বাহিরিয়া॥
জিজ্ঞাসিলা তোমার কি দোষ পাইয়াছ।
কি দোষে করিয়া দোষী একে আনিয়াছ॥
উত্তর—এ যদি না হইত দুরাচার।
অর্পণ না করিতাম হস্তে আপনার॥
এতশুনি তাহাদিগে বলিলা পীলাত।
কাজ নাই বিচারিয়া আমার সাক্ষাৎ॥
তোমাদের মধ্যে নিয়া ব্যবস্থানুসারে।
বিচার করহ সবে যথেচ্ছা ইহারে॥
যিহূদিরা তাঁহাকে করিল প্রত্যুত্তর।
বধের ক্ষমতা নাই মোদের উপর॥
কিরূপ মৃত্যুতে তাঁর হইবে মরিতে।
বলিয়াছিলেন যীশু ইহার পূর্ব্বেতে॥
সে ভবিষ্য বাক্য যেন করিতে সফল।
বলিল পীলাতে তারা মিলে এ সকল॥ ৩২
পীলাত প্রাসাদ মধ্যে তখন প্রবেশি।
যীশুকে ডাকিয়া নিয়া বলিলা জিজ্ঞাসি॥

তুমি কি যিহূদি-রাজ ? বটে কি এমন ?।
প্রত্যুত্তরে যীশু তাঁকে বলিলা তখন ॥
আপনা হইতে তুমি হেন বলিতেছ ?।
অথবা বলেছে অন্যে তাহা কহিতেছ ?॥
পীলাত বলিলা আমি না হই যিহূদি।
তোমার স্বজাতি মহাযাজকের আদি ॥
তোমাকে আমার হস্তে করেছে অর্পণ।
কি করিছ তাহা তুমি কর নিবেদন ॥
উত্তর করিলা যীশু হইয়া নির্ভয়।
আমার যে রাজ্য তাহা এ পার্থিব নয় ॥
এই জগতের যদি মম রাজ্য হ'ত।
আমার দাসেরা কত সমর করিত ॥
যিহূদিদিগের হস্তে না হই অর্পিত।
এজন্য তাহারা কত সমর করিত ॥
আমার যে রাজ্য তাহা নহে হেথাকার।
তবে তুমি রাজা ? তিনি বলিলা আবার ॥
উত্তরে বলিলা যীশু তুমিই ত বল;
আমি রাজা, এইত উত্তর ফুরাইল ॥
সত্য পক্ষে সাক্ষ্য দিতে জনম আমার।
তাহাই কারণ মম জগতে আসার ॥

যে কেহ সত্যের জন্ত লালায়িত মন।
নিশ্চয় সে করে মম বচন শ্রবণ॥
পীলাত শুনিয়া তাঁর বাক্য এ প্রকার।
বলিলা ঈষৎ হাসি সত্য কি আবার॥৩৭

এত বলি পুনর্ব্বার বাহিরু হইয়া।
যিহূদিদিগের কাছে পীলাত যাইয়া॥
বলিলেন ইহার ত কোন অপরাধ।
দেখি না কেমনে তারে প্রাণে করি বধ॥
কিন্তু আছে তোমাদের রীতি প্রচলিত।
হইল যন্তপি পাস্খা পর্ব্ব উপস্থিত॥
ছেড়ে দিতে পারা যায় জনৈকাপরাধী।
তাই বলি তোমাদিগে ইচ্ছা কর যদি॥
ছেড়ে দেই তোমাদের যিহূদি-রাজাকে।
চীৎকার উঠিল দাও ছেড়ে বারাব্বাকে॥
ইহাকে না, বারাব্বাকে তাহারা বলিল।
কিন্তু সে বারাব্বা হায় ঘোর দস্যু ছিল॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

দুঃখভোগ, মৃত্যু ও সমাধি।

অতএব যীশুকে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ।
পীলাত করিলা তাঁকে কশার আঘাত॥
সৈন্যগণ কণ্টক-মুকুট নির্ম্মাইয়া।
মাথে দিল রক্তবস্ত্র গাত্রে পরাইয়া॥
বলিতে লাগিল সবে কাছে এসে তাঁর।
নমস্কার! হে যিহূদিরাজ! নমস্কার॥
করিতে চপেটাঘাত লাগিল তাঁহায়।
উৎপীড়িত হেন মত হইলেন হায়॥
কিন্তু পরে পীলাত বাহিরে আসিলেন।
সমবেত জনগণে হেন বলিলেন॥
তোমাদের কাছে একে আনিতেছি বহিঃ।
দেখিতেছি ইহার ত অপরাধ নাহি॥
শিরেতে শোভিত হয়ে মুকুটে কাঁটার।
রক্তবস্ত্রে পরিহিত শরীর তাঁহার॥
আসিলেন তাই যীশু বাহিরে তখন।
পীলাত বলিলা ডাকি দেখ জনগণ॥

দেখ সেই মানুষ এখানে দাঁড়াইয়া।
পত্তি মহাযাজকেরা দেখিল চাহিয়া ॥
চীৎকার করিয়া তারা বলিয়া উঠিল।
ক্রুশে দাও ক্রুশে দাও সকলে বলিল ॥
বলিলেন পীলাত লইয়া একে যাও।
তোমরাই ইহাকে ক্রুশেতে গিয়া দাও ॥
নাহি পাইলাম আমি কোন অপরাধ।
অকারণে ইহারে কেমনে করি বধ ॥
যিহূদীরা পীলাতকে করিল উত্তর।
এমন ব্যবস্থা আছে মোদের ভিতর ॥
ইহার তদনুসারে উচিত মরণ।
কেন না এ বলে আমি ঈশ্বর-নন্দন ॥
ইহা শুনি পীলাত হইলা ভীত মনে।
প্রবেশ করিলা পুনঃ নিজ নিকেতনে ॥
বলিলা হইতে কোথা আসিয়াছ তুমি।
নিরুত্তর রহিলেন পরিত্রাণ-স্বামী ॥
অতেব পীলাত তাঁকে সুধাল আবার।
উত্তর দিছ না কেন কথায় আমার ॥
জাননা কি তুমি আছে ক্ষমতা আমার।
মুক্তি দিতে পারি তোমা অথবা আবার ॥

ক্রুশে দিয়ে তোমাকে বধিতে পারি আমি।
আমাকে উত্তর কেন না দিতেছ তুমি।
যীশু বলিলেন তাঁকে বিরুদ্ধে আমার।
থাকিত না কোনরূপ ক্ষমতা তোমার॥
যদ্যপি উপর হইতে না পাইতে ইহা।
যথেচ্ছা করিবে কেন ব্যবহার তাহা॥
অতেব আমাকে যেই হস্তেতে তোমার।
অর্পিল, হইল পাপ অধিক তাহার॥
অতেব পীলাত তাঁকে বিমুক্ত করিতে।
লাগিলেন তখন হইতে চেষ্টা পেতে॥
কিন্তু যিহূদীরা তাঁরে বলিল চীৎকারে।
আপনি ইহাকে যদি দেন মুক্ত করে॥
আপনি কৈসরবন্ধু তাহলে ত নয়।
যে কেহ আপনে রাজা বলিয়া ঘোষয়॥
সে ত করে কৈসরের বিরুদ্ধাচরণ।
এ ব্যক্তি কি অপরাধ করেনি এমন॥
ইহা শুনি যীশুকে বাহিরে আনাইয়া।
ইব্রীয় ভাষায় যাকে গব্বথা বলিয়া॥
বলে সে শিলাস্তরণ নামক স্থানেতে।
বসিলেন পীলাত বিচার-আসনেতে॥

পাস্খা আয়োজন দিন সেদিনেতে ছিল।
ন্যূনাধিক ষষ্ঠ ঘণ্টা বেলা হয়েছিল ॥
যিহুদিদিগকে তিনি বলিলা তখন।
তোমাদের রাজা এই কর দরশন ॥
চীৎকারে বলিল তারা উৎসন্ন যাউক।
ক্রুশে দিয়া উহাকে নিহত করা হউক ॥
পীলাত বলিলা তাহাদিগকে তখন।
ক্রুশে দিব তোমাদের রাজাকে কেমন?
প্রধান যাজকগণ উত্তরিল তাই।
কৈসর ব্যতীত আমাদের রাজা নাই ॥
ক্রুশে দিতে পীলাত তাঁহাকে সমর্পণ।
করিলেন তাহাদের হস্তেতে তখন ॥ ১৬

অতেব তাহারা এবে যীশুকে লইল।
তাঁহাকেও নিজে ক্রুশ বহিতে হইল ॥
বাহিরে আসিয়া তিনি মাথা-খুলি স্থলে।
গেলা, যাকে ইব্রীয়েতে গল্‌গথা বলে ॥
সেথানে তাহারা তাঁরে দিল ক্রুশ'পরে।
তাঁর সঙ্গে ক্রুশে দিল দুজন অপরে ॥
একপার্শ্বে একজন অন্য পার্শ্বে আর।
যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হৈলা মধ্যস্থলে তার ॥

পীলাত তাহার পর অপরাধ লিখি।
ক্রুশের উপরে দিলা অপরাধটী কি ॥
যিহূদিদিগের রাজা যীশু নাসরতী।
এই অপরাধ হ'ল যীশুর নিয়তি ॥
যেখানে যীশুরে তারা ক্রুশে দিয়াছিল।
নগরের নিকটেই সেস্থান আছিল ॥
অপরাধনামা তাই অনেকে পড়িল।
ইব্রীয় রোমীয় গ্রীকে লেখা তাহা ছিল ॥
যিহুদিদিগের যারা প্রধান যাজক।
পীলাতের কাছে গিয়া হ'ল নিবেদক ॥
বলিল যিহূদিরাজ বলিয়া ইহাকে।
না লিখিয়া লিখুন যা বলি আপনাকে ॥
বলিল এ আমি হই রাজা যিহূদির।
পীলাত শুনিয়া কিছু হইয়া অধীর ॥
বলিলেন প্রত্যুত্তরে যাহা লিখিয়াছি।
তাহা লিখিয়াছি আমি তাহা লিখিয়াছি ॥ ২২

অতেব সৈন্যেরা তাঁরে ক্রুশে দিয়া পরে।
লইল তাঁহার বস্ত্র চারিভাগ করে ॥
এক এক সৈন্য নিল এক এক ভাগ।
আঙ্‌রাখার কিন্তু নাহি হইল বিভাগ ॥

ছিল না সেলাই করা এই বস্ত্রখানা।
উপর হইতে ছিল সমস্তই বোনা॥
বলিতে লাগিল তারা তাই পরস্পরে।
ছেড়া হইবে না ইহা গুলিবাঁট করে॥
যাহার হইবে সেই করিবে গ্রহণ।
ইহাতে ফলিয়া গেল শাস্ত্রের বচন॥

আমার বসন করিল গ্রহণ
বিভাগ করিয়া তারা।
গুলিবাঁট করি মম বস্ত্র হরি
নিল তারা আপনারা॥"

এত যদি করিল সমাধা সৈন্যগণ।
যীশুর ক্রুশের কাছে দাঁড়ায়ে তখন॥
তাঁহার মাতা ও তাঁর মাতার ভগিনী।
ক্লোপার স্ত্রী মরিয়ম আর মগ্‌দলিনী॥
তাঁরও নাম মরিয়ম, দাঁড়ায়ে তথায়।
যীশু দরশন করি তাঁহার মাতায়॥
আর যাকে তিনি অতি ভালবাসিতেন।
সে শিষ্যকে নিকটে দেখিয়া বলিলেন॥
মাতাকে দেখিয়া তিনি বলিলা তখন।
রমণি! দর্শন কর আপন নন্দন॥

শিষ্যকে দেখিয়া পরে বলিলা আবার।
বিলোকন কর এই জননী তোমার॥
তদ্দণ্ড হইতে সেই শিষ্য তাঁরে লয়ে।
প্রবেশ করিলা গিয়া আপন আলয়ে॥ ২৭

ইহার পরেতে যীশু জানি মনে মনে।
সকলি ত শেষে হায় হইলে এক্ষণে॥
শাস্ত্রের বচন যাতে নিষ্ফল না হয়।
বলিলেন হইয়াছে তৃষ্ণা অতিশয়॥
সিরকায় পূর্ণ তথা ছিল এক পাত্র।
সিরকায় পূর্ণ এক স্পঞ্জ রাখি তত্র॥
এ সোব নলের'পরে তাহা বসাইয়া।
যীশুর মুখেতে তাহা দিল ধরাইয়া॥
অতএব যীশু সেই সিরকা গ্রহণ।
করি বলিলেন হ'ল সব সমাপন॥
অমনি মস্তক নত হইল তাঁহার।
করিলেন দান হেন প্রাণ আপনার॥

সে দিবস আয়োজন-দিবস বলিয়া।
পীলাতকে যিহুদিরা সবে মিলি গিয়া॥
দেহগুলি বিশ্রাম দিনেতে ক্রুশ'পর।
(সে বিশ্রাম দিন মহদ্দিন সে বৎসর॥)

নাহি রহে এজন্য করিল নিবেদন।
ভেঙ্গে দিন তাহাদের সবের চরণ॥
অতেব সৈন্যেরা সবে নিকটে আসিয়া।
প্রথম দেহের পদ ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥
অতঃপরে দ্বিতীয়ের ভাঙ্গিল চরণ।
যীশুর নিকটে কিন্তু করিলে গমন॥
দেখিল তাঁহার প্রাণ ইতঃপূর্ব্বে গেছে।
ভাঙ্গিয়া তাঁহার পদ কিবা ফল আছে॥
তথাপি সৈন্যের মধ্যে একজন গিয়া।
পঞ্জর করিল ক্ষত বড়শা বিঁধিয়া॥
তৎক্ষণাৎ তাহা দিয়া হইল বাহির।
যীশুর শরীর হ'তে সলিল রুধির।
যে ব্যক্তি তা দেখিয়াছে সেই সাক্ষী তার।
প্রকৃত তাহার সাক্ষ্য সন্দেহ কি আর।
জানে সে যে সত্য বলে তোমরা যেমন।
বিশ্বাস করিতে পার তাহার বচন।
শাস্ত্রের বচন যেন করিতে সফল।
সংঘটিত হয়েছিল তদা এ সকল।
একখানি অস্থিও হইবে না ভগ্ন তাঁর।
পুনশ্চ শাস্ত্রেতে লেখা আছে এ প্রকার।

বিদ্ধ তাঁরে যাহারা করিয়াছিল তারা।
চাহিয়া দেখিবে তাঁরে অনিমিষ-তারা ॥ ৩৭

এই সকলের পরে অরিমাথিয়ার।
যোষেফ, যে ছিল এক প্রিয়শিষ্য তাঁর ॥
যিহূদিদিগের ভয়ে গোপনে সে এসে।
লইতে যীশুর শব পীলাতে জিজ্ঞাসে ॥
পীলাত তাহাতে তারে দিলা অনুমতি।
লইয়া সে গেল যীশু-শব শীঘ্রগতি ॥
আর সেই নীকদীমঃ প্রথমে রাত্রিতে।
আসিয়াছিলেন যিনি যীশু-সন্নিহিতে ॥
আসিলেন তিনিও সঙ্গেতে করি তাঁর।
গন্ধরসাগুরুমিশ্র পঞ্চাশৎ সের ॥
অতএব তাহারা যীশুর শব লয়ে।
সুগন্ধি দ্রব্যের সহ কাপড়ে বাঁধিয়ে ॥
কবর দিবার জন্য প্রস্তুত করিল।
যেমন যিহূদি-প্রথা প্রচলিত ছিল ॥
দেওয়া হয়েছিল তাঁরে ক্রুশে যেইস্থানে।
সেস্থান শোভিত ছিল মনোজ্ঞ উদ্যানে ॥
সে উদ্যানে ছিল এক কবর নূতন।
হয় নাই যাতে কেহ নিহিত কখন ॥

আয়োজন-দিন বলি সেথানেই তাঁরে।
নিকট বলিয়া তারা রাখিল কবরে॥ ৪২

বিংশ অধ্যায়।

পুনরুত্থান।

সপ্তাহ-প্রথম-দিনে মেরী মগ্দলিনী।
প্রত্যূষে, আঁধারে এসে দেখিলেন তিনি॥
কবর উপরে আর নাহিক পাথর।
দৌড়িয়া গেলেন যথা আছেন পিতর॥
যথায় অনেক আর প্রিয়শিষ্য তাঁর।
ছিল, তিনি গেলেন তাদের বরাবর॥
বলিলেন প্রভুকে কবর হ'তে তুলি।
কোথায় রাখিল কেবা কি প্রকারে বলি॥
এত শুনি পিতর সে অন্য শিষ্য আর।
চলিল বাহির হয়ে নগরের দ্বার॥
দুজনেই এক সঙ্গে দৌড়িয়ে চলিল।
পিতরে ফেলিয়া পাছে অপরে পৌঁছিল॥

হেঁট হয়ে কবরে করিয়া দৃষ্টিপাত।
দেখিল কাপড় আছে, শব নাহি সাথ॥
কবর ভিতরে শিষ্য তবু না পশিল।
পাছে পাছে আসি তার পিতর পৌঁছিল॥
শিমোন প্রবেশ কৈল কবর ভিতর।
দেখিল পড়িয়া আছে কেবল কাপড়॥
মাথার উপরে ছিল যে গামছা তাঁর॥
কাপড়ের সহ নাই, আছে অন্য ধার।
জড়ান রয়েছে তাহা অন্য একস্থানে।
পশিল কবরে অন্য শিষ্য এতক্ষণে॥
দেখিল পিতর যথা সেও তা দেখিল।
দেখিয়া তাহার মনে বিশ্বাস হইল॥
এ পর্য্যন্ত তারা কেহ শাস্ত্রের বচন।
মৃতোত্থিত হইবেন বুঝেনি কখন॥
দেখিয়া কবর শূন্য বিশ্বাস হইল।
উভয়ে বিশ্বাস করি স্বস্থানে ফিরিল॥ ১০

কবরের কাছে মেরী দাঁড়ায়ে বাহিরে।
কাঁদিতেছিলেন শোকে ভেসে অশ্রুনীরে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি মাথা হেঁট করে।
দৃষ্টিপাত করিলেন কবর ভিতরে॥

দেখিলেন শ্বেতবস্ত্রে পরিহিত হয়ে।
দুই জন স্বর্গদূত আছেন বসিয়ে ॥
আছিল যীশুর দেহ শায়িত যেখানে।
বসিয়া তাহারা তার শিয়রে পিছনে ॥
বলিলেন তাঁহারা রমণি কি কারণ।
নয়নের নীরে ভেসে করিছ রোদন ॥
বলিলেন মেরী মম প্রভুকে লইয়া।
জানি না কোথায় তারা দিলেক রাখিয়া ॥
এই কথা বলি যেই ফিরিলেন পাছে।
দেখিলেন দাঁড়াইয়া যীশু তাঁর কাছে ॥
কিন্তু যে তিনিই যীশু চিনিতে নারিলা।
পূর্ব্ববৎ অশ্রুপূর্ণ নয়নে রহিলা ॥
যীশু তাঁকে বলিলেন বৎসে! কি কারণ।
কাঁদিতেছ, করিতেছ কার অন্বেষণ ॥
উদ্যান-রক্ষক তাঁকে ভাবি মনে মনে।
বলিলেন মেরী তাঁকে বিনীত বচনে ॥
প্রভুকে আপনি যদি লইয়া থাকেন।
বলুন কোথায় তাঁকে রেখে দিয়াছেন ॥
তাঁহাকে লইয়া যাব করেছি মনন।
যীশু বলিলেন মেরী শুনহ বচন ॥

ফিরিয়া ইব্রীয় বাক্যে মেরী উত্তরিলা।
রব্বুণি! অর্থাৎ গুরো বলি সম্বোধিলা॥
যীশু বলিলেন স্পর্শ কর না আমায়।
যেহেতু এখনো আমি, আছেন যথায়॥
পিতা মম, তাঁর কাছে উর্দ্ধে যাই নাই।
অতেব আমার যত ভ্রাতৃগণ ঠাঁই॥
যেয়ে তুমি তাহাদিগে বলহ বচন।
করিতেছি আমি উর্দ্ধে সত্বর গমন॥
আমার ও তোমাদের পিতার নিকটে।
আমার ঈশ্বর কাছে তোমাদের বটে॥
মগ্দলিনী মরিয়ম শিষ্যদিগে আসি।
বলিলেন প্রভুকে দেখিয়া আসিয়াছি॥
যে যে কথা যীশু তাঁকে বলিয়া দিলেন।
সকল আসিয়া তাহাদিগে বলিলেন॥ ১৮

সপ্তাহ প্রথমে সেই দিনে সন্ধ্যাকালে।
দ্বার রুদ্ধ করি আছে শিষ্যেরা সকলে॥
যীশু গিয়া দাঁড়ালেন মাঝে তাহাদের।
বলিলেন শান্তি হোক তোমা সকলের॥
এত বলি তাহাদিগে স্বীয় হস্তদ্বয়।
দেখালেন পঞ্জর প্রদেশ সে সমস্ত॥

শিষ্যেরা প্রভুকে দেখি হ'ল আনন্দিত।
পুনর্ব্বার তাহাদিগে করিলা জ্ঞাপিত॥
শান্তি হো'ক, পিতা যথা আমাকে প্রেরণ।
করিলেন তোমাদিগে করিছি তেমন।
ইহা বলি তাহাদিগে দিলেন ফুৎকার।
বলিয়া গ্রহণ কর পবিত্র আত্মার॥
তোমরা করিবে পাপ মোচন যাদের।
থাকিবে না পাপ থলু কখন তাদের॥
তোমরা যাদের পাপ মুক্ত না করিয়া।
রাখিবে, তাদের পাপ যাইবে থাকিয়া॥ ২৩

কিন্তু থোমা দ্বাদশের মধ্যে একজন।
যাহাকে দিদূমঃ বলে, ছিল না তখন॥
অতএব শিষ্যে অন্যে যখন বলিল।
দেখেছি প্রভুকে, তার বিশ্বাস নহিল॥
বলিল হস্তেতে তার প্রেরকের চিহ্ন।
না দেখিলে, সেই চিহ্ন স্পর্শ করা ভিন্ন॥
তাঁহার পঞ্জরে হস্ত না দিলে আমার।
বিশ্বাস হবেনা পুনরাগমন তাঁর॥ ২৫

আট দিন পরে পুনঃ তাঁর শিষ্যগণ।
ঘরের ভিতর ছিল, থোমাও তখন॥

দ্বার রুদ্ধ ছিল, যীশু আসিয়া তথায়।
দাঁড়ালেন তাহাদের মধ্য স্থলে হায়॥
বলিলেন শান্তি হৌক তোমা সবাকার।
থোমাকে বলিলা—আন অঙ্গুলি তোমার॥
স্পর্শ কর, হস্তদ্বয় দেখ মম আর।
আন হস্ত, কর স্পর্শ পঞ্জর আমার॥
বিশ্বাস বিহীন আর হইও না কথন।
সুবিশ্বাসী হও, কর স্থিরতর মন॥
উত্তর করিল থোমা প্রভু হে আমার।
আমার ঈশ্বর! থোমা বলিল আবার॥
যীশু বলিলেন তাকে, দেখেছ বলিয়া।
বিশ্বাস করিলে, কিন্তু যারা না দেখিয়া॥
বিশ্বাস করেছে তারা ধন্য হয় কত।
তাহাদের আত্মা জ্ঞান কতই উন্নত॥ ২৯
করিয়াছিলেন যীশু তাদের নিকটে।
কত কত অভিজ্ঞান-কার্য্য আর বটে॥
সে সকল এ পুস্তকে লেখা হয় নাই।
এ সকল লেখা হ'ল দেখে যেন তাই॥
তোমরা বিশ্বাস কর যীশুই সে খ্রীষ্ট।
ঈশ্বরের পুত্র, যাঁতে সকলে আকৃষ্ট॥

আর যেন তাঁর নামে বিশ্বাস করিয়া।
চীরজীবী হও সবে জীবন লভিয়া॥ ৩১

একবিংশ অধ্যায়।

পুনরুত্থান।

তিবিরীয় সমুদ্রের তীরে এর পর।
হইলেন প্রভু যীশু পুনশ্চ গোচর॥
শিষ্যগণে হেন রূপে দিলেন দর্শন।
দেখিল তাঁহারে থোমা, পিতর শিমোন॥
দেখিল নথনিয়েল গালীল-কান্নার।
সিবদিয় পুত্রেরা, দুজন শিষ্য আর॥
শিমোন বলিল তাহাদিগকে তখন।
মাছ ধরিবারে আমি যাইব এক্ষণ॥
আমরাও যাব সঙ্গে, তাহারা বলিল।
নৌকায় তখন গিয়া সকলে উঠিল॥
সেই রাত্রে তারা কিছু নারিল ধরিতে।
প্রত্যুষে দণ্ডায়মান যীশু সে তটেতে॥

শিষ্যেরা তাঁহারে কিন্তু নারিল চিনিতে।
অতেব সুধান যীশু কি আছে খাইতে॥
আছে কোন খাদ্য কি খাইতে বৎসগণ।
উত্তর করিল নাই তাহারা তখন॥
তিনি বলিলেন জাল নৌকার ডাহিনে।
ফেল পাইবেক খাদ্য অনেক এক্ষণে॥
অতেব তাহারা জাল ফেলিল সে মতে।
পড়িল অনেক মাছ সাধ্য কি তুলিতে॥
অতএব প্রভু যাকে ভালবাসিতেন।
প্রভু উনি, পিতরে সে শিষ্য বলিলেন॥
প্রভু উনি, শিমোন শুনিল ইহা যেই।
কোমরে আঙ্‌রাখা বাঁধি সমুদ্রেতে তেই॥
ঝাপ দিল (কেননা সে উলঙ্গ আছিল)।
ছোট নৌকা চড়ি অন্য শিষ্যেরা আসিল॥
(সমুদ্রের তীর হ'তে অতি দূরে নয়।
মাত্র দুই শত হস্ত তাতে কিবা ভয়॥)
টানিল তাহারা জাল, দেখে মৎস্যপূর্ণ।
অতএবে তীরে তারা উঠিলেক তূর্ণ॥
দেখিল জ্বলিছে তথা অগ্নি কয়লার।
তাহার উপরে আছে মৎস্য, রুটি আর॥

যীশু তাহাদিগে তদা বলিলেন শুন।
যে মৎস্য ধরিলে এবে তাহা কিছু আন ॥
অতএব শিমোন পিতর এবে উঠে।
বড় বড় মৎস্যপূর্ণ জাল টানি তটে॥
তুলিল, দেখিল আছে মৎস্য তাতে কত।
গণিলে তিপান্ন হল আর একশত ॥
অবশ্য বলিতে হবে আশ্চর্য্য ইহাই।
এত মাছেতেও সেই জাল ছিঁড়ে নাই ॥
যীশু বলিলেন এস করহ আহার।
কে আপনি ? শিষ্যদের মধ্যেতে কাহার ॥
জিজ্ঞাসিতে সাহস না হইল তখন।
কেননা জানিয়াছিল, প্রভু তিনি হন ॥
যীশু আসি রুটি লয়ে তাহাদিগে দিলা।
মৎস্যও তাদের মধ্যে বিভাগ করিলা ॥
মৃত মধ্য হ'তে উঠি তৃতীয় এবার।
শিষ্যদিগে দর্শন দিলেন আপনার ॥ ১৪

অতেব করিলে তারা আহার, শিমোনে
ডাকিয়া সুধান যীশু মধুর বচনে ॥
যোহন-পুত্র শিমোন ! তুমি কি আমায়।
ভালবাস অধিক এদের অপেক্ষায় ॥

উত্তর করিল প্রভো কি সন্দেহ তায়।
আপনি জানেন ভালবাসি আপনায়॥
অমনি বলিলা তাঁকে মম মেষগণে।
চরাও যাইয়া তুমি অতি সযতনে॥
দ্বিতীয় বারেতে তিনি ডাকিয়া তাহারে।
সুধালেন পুনঃ, ভালবাস কি আমারে॥
যোহন-পুত্র-শিমোন! কি সন্দেহ তায়।
আপনি জানেন ভালবাসি আপনায়॥
শুনিয়া বলিলা তাকে মম মেষগণে।
চরাও যাইয়া তুমি অতি সযতনে॥
পুনশ্চ তৃতীয় বার সুধান তাহায়।
যোহন-পুত্র-শিমোন! তুমি কি আমায়॥
ভালবাস? শুনি ইহা দুঃখিত অন্তর।
হইল সে, কেননা তথাচ প্রভুবর॥
সুধাছেন ভাল তুমি বাস কি আমায়।
বলিল হাঁ প্রভো তাতে কি সন্দেহ হায়॥
বলিল আপনি প্রভো জানেন সকল।
জানেন আমি ত ভাল বাসিই কেবল॥
অমনি বলিলা তাঁকে মম মেষগণে।
চরাও যাইয়া তুমি অতি সযতনে॥

সত্য সত্য সত্য আমি করিছি জ্ঞাপন।
যৌবন সম্পন্ন তুমি আছিলে যখন ॥
নিজে কটিবন্ধন করিয়া বেড়াইতে।
যেখানে যখন ইচ্ছা সেখানে যাইতে ॥
কিন্তু যেই বৃদ্ধ হবে করিবে তখন।
হস্ত প্রসারণ, অন্যে কটির বন্ধন ॥
করিবে, যেখানে আর ইচ্ছা না হইবে।
অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহা লইয়া যাইবে ॥
করিবে মহিমান্বিত কিদৃশ মরণে।
ঈশ্বরে সে, নির্দ্দেশিত হ'ল এ বচনে ॥
ইহা যদি বলা হ'ল বলিলেন আর।
পিতর ! এসহ শিষ্য পশ্চাতে আমার ॥
যে শিষ্যকে যীশু অতি ভালবাসিতেন।
আসিতে পিতর ফিরে তাকে দেখিলেন।
নৈশ ভোজনের কালে যে তাঁহার বুকে।
হেলিয়া বলিয়াছিল প্রভো আপনাকে ॥
কে দিবে ধরায়ে ? তাই তাহাকে পিতর।
দেখিয়া যীশুকে সুধাইল, প্রভুবর ॥
ইহার কি ? বলিলেন উত্তরে তাহার।
আমি যদি ইচ্ছা করি যাবৎ আমার ॥

না হইবে আগমন তাবৎ সে থাকে।
তাহাতে তোমার কি গো বল না আমাকে॥
তুমি কর আমার পশ্চাতে আগমন।
তাই ভ্রাতৃগণ মধ্যে হইল রটন॥
মরিবে না সেই শিষ্য, কিন্তু ত এমন।
না করিলা যীশু কোন বাক্য উচ্চারণ॥
বলিয়াছিলেন তিনি ইচ্ছা করি যদি।
থাকিবেক এ আমার আগমনাবধি॥
তাহাতে তোমার কি গো, এতদতিরিক্ত।
তাঁহার মুখেতে কিছু হয় নাই ব্যক্ত॥ ২৩

যে শিষ্য দিতেছে সাক্ষ্য এসব বিষয়ে।
রাখিয়াছে যে শিষ্য এ সকল লিখিয়ে॥
এই সেই শিষ্য, তার সাক্ষ্য সত্য জানি।
আমরা সকলে, তার সাক্ষ্য সত্য মানি॥
করিয়াছিলেন যীশু কত কার্য্য আর।
একে একে লেখা যায় যদি সব তার॥
লিখিত সে গ্রন্থগুলি, মম অনুমান।
ধরিবে জগতে হেন নাহি দেখি স্থান॥ ২৫

সমাপ্ত।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ কবি "খ্রীষ্ট" নামক গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনের ন্যায় যে সকল সুশিক্ষিত উদার-চেতা সম্ভ্রান্ত হিন্দু খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রতিপাদ্য গ্রন্থাদি রচনা করিয়া, জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডার সম্পদশালী করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, বেদ-সংহিতার পদ্যানুবাদক শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সরকার মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। তিনি সম্প্রতি "খ্রীষ্ট-পুরাণ" নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। "খ্রীষ্ট-পুরাণ" খ্রীষ্ট-শিষ্য মথি প্রণীত খ্রীষ্টের জীবন-চরিতের পদ্যানুবাদ। মূলগ্রন্থের সারমর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গ্রন্থকার অতি সুললিত মনোজ্ঞ ভাষায় খ্রীষ্ট-চরিত নানা ছন্দে রচনা করিয়াছেন। মূল খ্রীষ্ট-চরিতের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ করা অপেক্ষা সুললিত মধুর ভাষায় পদ্যানুবাদ করা বড়ই কঠিন কার্য্য। কিন্তু স্বভাব-কবি মধুসূদন বাবু খ্রীষ্ট-চরিত সরল, চিত্তাকর্ষক ও প্রাণ-স্পর্শী ভাষায় রচনা করিয়া অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা বড়ই মুগ্ধ ও পুলকিত হইয়াছি। খ্রীষ্ট-

চরিত এই শোক, তাপ, পাপ ও নিরাশাপূর্ণ জগতে অতি দুর্ল্লভ বস্তু। খ্রীষ্ট-চরিত স্বর্গের অমৃত, মর্ত্ত্যের জীবন সঞ্চারিণী সুধা! যিনি কাব্যের মনোমুগ্ধকর ছন্দে কবিত্বের বীণা ঝঙ্কারে এই মধুর খ্রীষ্ট কথা শুনাইয়া আমাদিগের প্রাণ পরিতৃপ্ত ও হৃদয় ভক্তি-রসাপ্লুত করিতে পারেন, তিনি যে আমাদের কত সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র, তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি আমাদের নাই। সুকবি মধুসূদন বাবুর পবিত্র লেখনি সহস্র ধারে অমৃত বর্ষণ করিয়াছে, আমরা সে সুধা প্রাণ ভরিয়া পান করিয়াছি। "খ্রীষ্ট-পুরাণ" পাঠ করিয়া আমরা যে শান্তি, আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিয়াছি, আমাদের একান্ত বাসনা, বঙ্গের সর্ব্বসম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতৃ-ভগ্নীগণ যেন সে শান্তি, সে আনন্দ ও সে তৃপ্তি লাভে বঞ্চিত না হন। সকলকে আমরা "খ্রীষ্ট-পুরাণ" পাঠ করিতে পরামর্শ দিতেছি ও অনুরোধ করিতেছি। এই চমৎকার গ্রন্থ ২০৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। পুস্তকের আকার অনুসারে মূল্য অতি সুলভ, ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

প্রচার, মার্চ্চ, ১৯০৮।

"মধুবাবু হিন্দু হইলেও খ্রীষ্টের প্রতি তাঁহার বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে। স্থানে স্থানে তাঁহার ভাষা পড়িতে পড়িতে ঈশ্বরের ধন্যবাদ না করিয়া থাকা যায় না।

"মধুবাবু বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে বেদসিংহিতার পদ্যানুবাদ দ্বারায় সুপরিচিত হইয়াছেন। খ্রীষ্টপুরাণ অর্থাৎ মথির পদ্যানুবাদ মোটের উপর ভালই হইয়াছে। আমাদের আশা আছে, বঙ্গদেশের মিশনারী ও অন্যান্য খ্রীষ্টীয় ভক্তগণ মধুবাবুকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিবেন। * * * গ্রন্থকার সম্প্রতি যোহনের সুসমাচার পদ্যে অনুবাদ করিতেছেন। আমাদের আশা আছে, তিনি তাহাতেও কৃতকার্য্য হইবেন।"

খ্রীষ্টীয় বান্ধব, ৩০ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, মার্চ্চ, ১৯০৮।

———

OPINIONS ON খ্রিষ্ট

Dr. G. H. Rouse M. A, L.L.B, D.D,

F.R.S, of the Baptist Mission writes ;—

It is a source of great pleasure to see the life and words of Jesus put into sweet Bengali verse ; Bengalis love poetry ; and there is no personality which I believe is at the present time more attractive than that of Jesus in India. I see again a fulfilment of his words "I, if I be lifted up, will draw all men unto me" and this "drawing" power of Jesus will I think grow more and more strong and the more people look at him the more will they realize His divine Majesty.

Yours very truly,
Sd. G. H. Rouse.

Rev. J. N. Farquhar M. A of Indian National Council (Y. M. C. A) writes ;—

My dear Mr. Sarkar,I have looked into your verse-translation of the Gospel of Matthew on a number of points and am very pleased with it indeed ; but my very

slender acquaintance with Bengali verse makes it impossible to really judge the work. Clearly it is a very simple and very literal translation ; and, therefore, knowing the love which the Bengali peasant has for poetry, I believe the little work is likely to be read by hundreds who would not otherwise touch the New Testament. I am sorry not to be able to speak of the literary qualities of the work ; but it would be presumption in me to do so. I can only express my conviction that it is likely to prove a very valuable piece of work.

Yours most sincerely,
(Sd) J. N Farquhar.

Rev. J. A. Joyce of L. M. S writing on the book says ;—

Although no judge of Bengali poetry (I) have felt that there was real melody in the poetry. You have also sought faithfully to reproduce the Gospel story and the ideas and teachings of our Saviour in their integrity.

This must have hampered the spirit of

poetry within you at times. But the work in its influence will not lose because you have sought to be true to the Spirit of Truth.

Yours most sincerely,
(Sd) J. A. Joyce.

A lady in England writing to Rev. Joyce says—

"I feel quite proud of the little work."

Miss Ellis Moore of Baptist Zenana Mission, Barisal, says ;—

খ্রীষ্টপুরাণ sounds beautiful in poetry and Madhu Sudan Sarkar is to be congratulated on his difficult work.

Sd. E. Moore.

KHRISTAPURAN by Srijut Madhu Sudan Sarkar is a metrical version of the Gospel according to St. Matthew. * * * The work, however, is likely to appeal to a large circle of readers the metrical Bengali translation being attractive and easily intelligible. The "Dedication" at the beginning deserves special notice.

Sd J. R. Banerjea, M A, B L.
Pleader and Prfessor of Law
Metropolitan Institution.

Rev. B. C. Sarkar M·A(Y. M C. A) writes ;—

Dear Mr Sarkar, I was exceedingly pleased to receive your letter and a kind presentation of খ্রীষ্টপুরাণ. The Book has revealed to me the mind of the author. I knew of your gifts even before though I had no personal acquaintance with you. I have gone through the book and found it very accurate in translation except only in 2 or 3 places where the meaning is obscure. I wish a wide circulation of the book * * * I like the introduction of the book very much. Personally I feel Christianity would not have been so misunderstood by our countrymen, had it been presented to them in an Indian garb. God has surely a purpose in your life in putting this thought n you.

Yours sincerely,
Sd. B. C. Sarkar.

Babu Srinath Adhikari, Assistant Missionary writes :—

Madhu Babu although a Hindoo has done immense good to our society, by

taking pains in writing St. Matthew's Gospel in verse, in the way of spreading the teachings of our Blessed Saviour and in advancing the cause of Christan literature. Madhu Babu is a liberal Hindoo and a social reformer and he seems to believe that nothing but Christianity can bring a true reform into our country. This, I believe, is one of the reasons of his writing this book. * * * And by my perusal I have formed the opinion that its verses are very simple and sweet to the ear. And as to translation it may be safely said that it is very literal to the Bengali versions published by the Christian literature society. We have introduced it as a text book in one or two classes of the local Mission School and in some classes of our aided Patshalas in the District—The boys seem to enjoy the reading They commit its verses by heart and most of them do it with much pleasure.

Sd. Srinath Adhikari (L. M. S.)

Rev K. C. Sarka, of Pirojpur (Baptist Mission) writes :—

Dear Mr Sarker—With much pleasure I congratulate you for your putting the life and words of our dear Lord and Saviour Jesus Christ according to st. Matthew into sweet Bengali verse. I believe this work of yours will bring many of our countrymen to Christ Jesus. May I hope what you said in dedication you will practically shew in your own life.

Yours very sincerely,
Sd K, C, Sarkar.

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সরকার প্রণীত, নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট ৬৪ ও ৬৫ নং ভবনে পুস্তক-বিক্রেতাদিগের নিকট পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন গ্রন্থকারের নিজবাটী বরিশাল জিলার অন্তর্গত ইদুহার পোষ্টাফিসের অধীন ইদুহার গ্রামেও পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত ঠিকানা হইতে গ্রন্থকারের নিকটে লইলে ডাক মাশুল লাগে না। অধিক সংখ্যক পুস্তক হইলে শতকরা ২০৲ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া যায়। পাঁচ টাকা অধিক মূল্যের উপরেই কমিশন দেওয়ার রীতি।

খ্রীষ্ট-পুরাণ (মথি) ... ... ।৶

খ্রীষ্ট-পুরাণ (যোহন) ... ... ।৹

খ্রীষ্ট-পুরাণ (মার্ক যন্ত্রস্থ) ... ... ৶

খ্রীষ্ট-পুরাণ (লূক) লিখিত হইতেছে।